যীশুই মুক্তির ঘাটা

লূকের নেখা ভাল্ খবর

নর্থ ইস্ট রাজবংশী সনাতন খৃষ্টিও সাহিত্য সমিতি
কোচবিহার

Jesus is the Path of Salvation

Good News Written by Luke

Rajbanshi

© The Bible Society of India

In association with
North East Rajbanshi Sanatan Christio
Sahityo Samiti

হামারলার যোগাযোগ করিবার ঠিকানা:
নর্থ ইস্ট রাজবংশী সনাতন খৃষ্টিও সাহিত্য সমিতি
পোষ্ট বক্স নং ১৫
কোচবিহার, ৭৩৬১০১, পশ্চিম বঙ্গ

Published by:
The Bible Society of India
206 Mahatma Gandhi Road
Bangalore - 560 001

ভূমিকা

যীশুর নাম সগায় শুনিচে। কিন্তুক উয়ার শিক্ষা কি? উয়ার জীবনত কি হইলেক? ক্যেনে উয়ায় ক্রুশ খুটিত মরিচে? ক্যেংকরিয়া উয়ায় মরনক জয় করি বত্তি উঠিচে? এইলা জানিবার বাদে এই বইখান পড়েন।

শ্রী শ্রী যীশু হইলেক যিহূদী জাতির একজন। যীশুর জন্মের ম্যেলা বছর আগত ভগবান যিহূদী জাতির মানষিলাক বাছাই করিয়া উমার চৌদ্দপুরুষ অব্রাহামের নগত পরিত্রানের চুক্তি করিলেক। তার পাছত চৌদ্দপুরুষ শ্রী মোশির মইদ্ধোত ভগবান উয়ার বিধান যিহূদীলাক দিলেক। ম্যেলা খবরিয়া প্যেঠেয়া ভগবান উয়ার পরিকল্পনা উমারলাক জানাইলেক।

কিন্তুক যিহূদী মানষিলা ভগবানের বিধান আর সউগ কতা মানিবার পারিলেক না। হামরা কাণ্ডোই মানির পাই নাই, ক্যেনেনা ভগবান পবিত্র আর হামরা পাপি। এই বাদে হামার কি দরকার? দরকার একজন মুক্তিদাতার। মুক্তিদাতা হামাক পাপের ক্ষমা দিয়া পবিত্র আত্মার চালনা করি নয়া জীবন দিবে। আর এইটা হামার জীবনের বাদে দরকার।

এই বইখান পড়িয়া তোমরা মুক্তিদাতার পরিচয় জানির পাইবেন। উয়ার নাম শ্রী শ্রী যীশু। এই বইখান লূক নামে মানষির নেখা। লূক তো যিহূদী মানষি নোয়ায়। উয়ায় অইন্য জাতির মানষি যায় যীশুর শিষ্য হয়া এই ভাল্ খবর প্রচার করিলেক। লূকের নেখা থাকি জানির পাই, উয়ায় একজন উচ্চ শিক্ষিত, পটু নেখাইয়া, একজন সাবধানী ঐতিহাসিক, আরো ধর্ম তত্ত্ব জ্ঞানী আছিলেক।

লূকের নেখা ভাল্ খবরত গুরু যীশুক পরিস্কার ঝক্ ঝকা করি দেখা হইচে, উয়ায় ভগবানের বেটা মুক্তিদাতার রূপ নিয়া আইসচে। উয়ায় আইসচে বিধির বিধান মতে এই দুনিয়ার সউগ জাতির মানষিলার পাপের ঘাটা থাকি উদ্ধার করির।

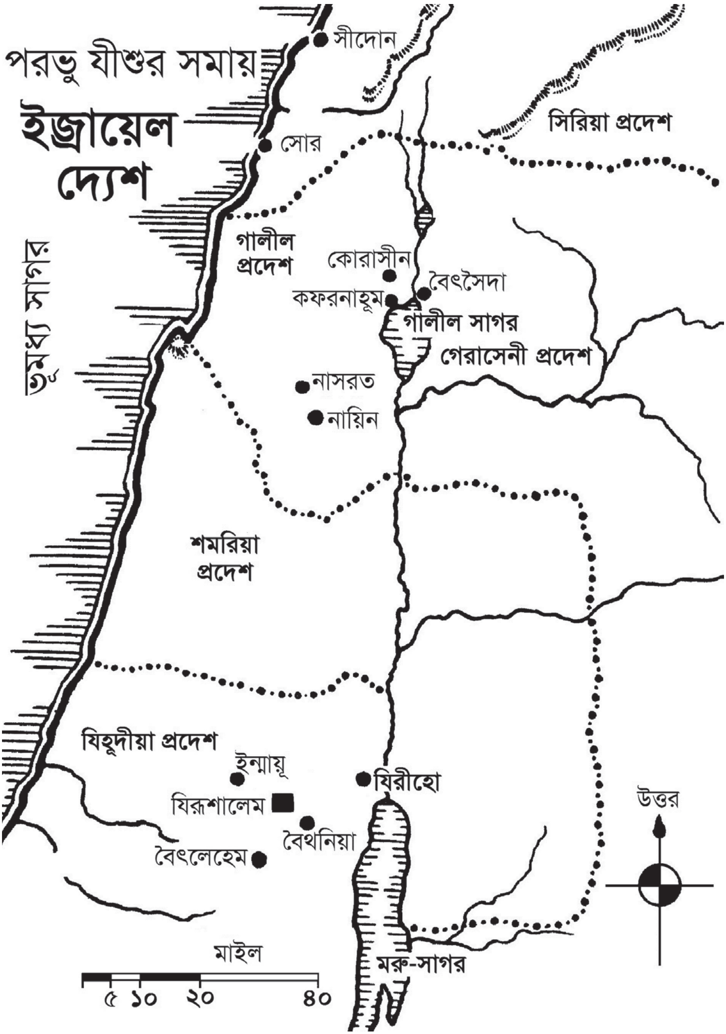
পরভু যীশুর সময়
ইস্রায়েল দেশ
ভূমধ্য সাগর
সীদোন
সোর
সিরিয়া প্রদেশ
গালীল প্রদেশ
কোরাসীন
বৈৎসৈদা
কফরনাহূম
গালীল সাগর
গেরাসেনী প্রদেশ
নাসরত
নায়িন
শমরিয়া প্রদেশ
যিহূদীয়া প্রদেশ
ইম্মায়ূ
যিরীহো
যিরূশালেম
বৈথনিয়া
বৈৎলেহেম
উত্তর
মাইল
৫ ১০ ২০ ৪০
মরু-সাগর

যীশুই মুক্তির ঘাটা

লূকের নেখা ভাল্ খবর

নেখাইয়ার তথ্য

১ ১-৪ মানিগুনী শ্রী থিয়ফিল,
হামার নিজের মানষিলার মইদ্ধোত একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিচে। পইলা থাকি যায় যায় নিজের চখু দিয়া পরভু যীশুর জীবনের ঘটনালা দেখিচে, উমরা এইলা ঘটনার প্রচার করিয়া হামারলাক জানাইচে। আর উমারলার কতা শুনিয়া ম্যেলা মানষি যীশুর জীবনের কতা নেখিবার চেষ্টা করিচে।

আর মুইও শুরু হাতে শ্যেষ পর্যন্ত গোটায় ঘটনালা ভাল্ করি চান্দা-চান্দি করি একটার পাছত একটা ঘটনা সাজে-গোজে এই বইখান নেখিচুং। ইয়াতে বইখান পড়িয়া তোমরা বুঝির পাবেন যে, যীশুর সমন্ধে যেইলা জানিচেন, সেইলা সউগে সচাং।

যোহনের জীবনের ভবিষ্যত বানী

৫ হেরোদ য্যেলা যিহূদীয়া প্রদেশের রাজা, স্যেলা সখরিয়
নামের একজন বামন আছিলেক। আর উয়ায় অবিয়াথর দলের।*
উয়ার বউ এলিজাবেদ আছিলেক আগের কালের মহা বামন
হারনের গুষ্টির। ৬ সখরিয় আর এলিজাবেদ দুইজনে পরমপরভু
ভগবানের চখুত সাধু আছিলেক। ভগবানের সউগ বিধি নিয়ম
উমরা নিখুতিয়ার নাকান করি মানি আসির ধরছিলেক। ৭ কিন্তুক
উমার কোন ছাওয়া আছিলেক না ক্যেনেনা এলিজাবেদ আটকুরি
আছিলেক। আর দুইজনারে বয়স খুব হয়া গেইচে।
৮ একবার অবিয়াথর দলের বামনলার উপরা ভগবানের সেবা
করির ভার পরিলেক, আর স্যেলা বামুনের নিয়ম অনুসারে
সখরিয়র সেবা করিবার পালা পরিলেক। ৯ বামনের বিধি মতন
সখরিয়ক বাছাই* করি নেওয়া হয়, যাতে করি পরমপরভুর
দশংগতি মন্দিরের পবিত্র জাগাত যায়া ধূপ জ্বলের পারে।
১০ য্যেলা উয়ায় ধূপ জ্বলের ধরচে স্যেলা ম্যেলা মানষি বাইরাত
জোটো হয়া প্রার্থনা করির ধরচে।
১১ এই নাকান সমায় পরভুর একজন স্বর্গ দূত ধূপ জ্বলের বেদীর
ডাইন পাকে আসিলেক। ১২ স্বর্গ দূতটাক দেখিয়া সখরিয় আতঙ্ক
হয়া ভয়ে অস্থির হইলেক।
১৩ কিন্তুক স্বর্গ দূতটা কইলেক,

১:৫ সউগ যিহূদী বামনলার পুর্ব পুরুষ হইলেক লেবিয়। আর একমাত্র হারোণের গুষ্টি আছিলেক বামন। যাত্রা বই ৬:১৬-২৫, ২৯:৯ দেখ। পাছত ওই হারোনের দল ২৪টা দলে ভাগ হয়া যায়। দেখ, ১ম বংশাবলি ২৪ অধ্যায়।
১:৯ কয়েক খান কাগজের টুকরাত কয়েক জনার নাম নেখিয়া হাড়িত থুইয়া ঝকেয়া যেই কাগজের টুকরাখান যার নামে আগত তুলিবে, উয়ায় হইলেক বাছাই করা। লেবিয় ১৬:৮ গণনা ২৬:৫৫

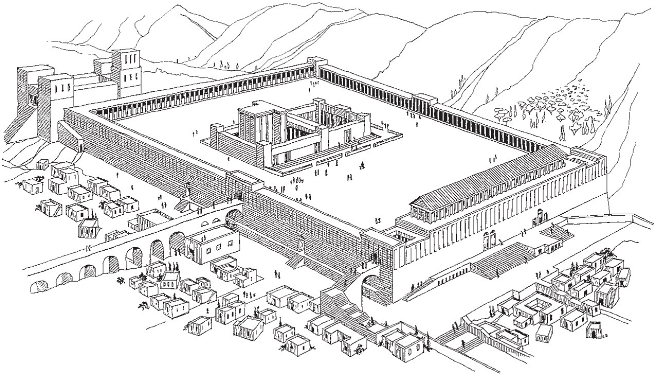

যিহূদীলার দশংগতি মন্দির (১:১০)

সখরিয়, ভয় না খাইস ! ভগবান তোর প্রার্থনা শুনিচে। তোর বউ এলিজাবেদের একটা চ্যেংরা ছাওয়া হইবে। উয়ার নাম থুবু যোহন। [১৪] আর উয়ার জন্মের তানে তোর জীবনত সুখ আর আনন্দ আসিবে। ম্যেলা মানষি আনন্দও করিবে।
[১৫] তোর বেটা তো পরমপরভু ভগবানের চখুত মহান হইবে। মদ, আংগুরের রস কোন দিনও খাবার নোয়ায়, আরো জন্ম হাতে পবিত্র আত্মাত ভরপুর হইবে। [১৬] ম্যেলা ইস্রায়েলী জাতির মানষিক উমার পরমপরভুর ঘাটাত ঘুরি আনিবে। [১৭] ভগবানের আগের কালের খবরিয়া এলিয়র যেই নাকান সাধু মনোভাব আরও ক্ষমতা, সেই নাকান তোরও বেটা। পরভু আইসার আগোত পরভুর বাদে মানষিলাক তৈয়ারি করিবে। বাপের মন বেটার পাকে ঘুরাবে। ভগবানক মানে না এই নাকান মানষিলাক মনের ঘাটাত ঘোরেয়া ভগবানক মানা মানষির নাকান বাদ্ধ করাবে।

১৮ স্যেলা সখরিয় ভগবানের স্বর্গ দূতটাক কইলেক, "এইলা
মুই ক্যেমন করি জানির পাইম ! মুই তো বুড়া হয়া গেচুং, মোর
বউও বুড়ি হয়া গেইচে।"
১৯ স্বর্গ দূতটা কইলেক,

মোর নাম গাব্রিয়েল।* মুই ভগবানের একজন বিশ্বস্ত দাস। মুই ভগবানের আগপাকে খাড়া হয়া থাকং। তোর নগত কতা কবার, আর এই ভাল্ খবরটা কবার বাদে ভগবান মোক পেঠ্যাইচে।
২০ তুই এই কতাটা শোনেক,
মোর কতা ঠিক সমায় পূরণ হইবে। কিন্তুক মোর কতা তুই বিশ্বাস করিস নাই বুলিয়া যত দিন এই ঘটনাটা না ঘটে তত দিন বোবা হয়া থাকিবু।

২১ এই সমায় বাইরার মানষিলা উয়ার বাদে বাচ্চে রবার
নাগিলেক। উমরা অচানক হয়া ভাবিবার নাগিলেক যে, মন্দিরের
পবিত্র জাগাত এতক্ষণ কী করে ? ২২ সখরিয় মন্দির হাতে বাইর
হয়া আসিয়া কারো সাথত কতা কবার পাইলেক না। বোবা হয়া
গেইচে, তারে বাদে উয়ায় ইশারা দিয়া কতা কবার নাগচে।
ইয়াতে মানষিলা বুঝির পাইলেক যে, উয়ায় মন্দিরত কোন
দর্শন পাইচে।
২৩ সখরিয় বামুনের কাম শ্যেষ না হওয়া পর্যন্ত মন্দিরের
ওটেকোনা রইলেক। যেলা বামুনের কাম শ্যেষ হইলেক স্যেলা
বাড়ি চলি গেইলেক। ২৪ ইয়ার কয়েক দিন পাছত এলিজাবেদ
গাওভারি হইলেক, আর পাঁচ মাস পর্যন্ত বাড়ির বাইরাত গেইলেক
না। ২৫ উয়ায় কইলেক, "পরমপরভু ভগবান মোর জীবনত এই
কামটা করছে ! মানষির মইদ্ধোত মোর যে আটকুরি হবার

১:১৯ গাব্রিয়েল স্বর্গের দূত সখরিয়ক কতা দেওয়ার ৫৫০ বছর আগত, একজন দানিয়েল নামে ভগবানের আগের কালের খবরিয়াক কতা দিলেক। দেখ, দানিয়েল ৮-৯।

নইজ্জা আছিলেক, এইটা দূর করি দিচে। ভগবান মোর ভিতি
চখু তুলি দেখিচে।"

পরভু যীশুর জন্মের ভবিষ্যৎ বানী

[২৬-২৭] এলিজাবেদের গাওভারি হবার ছয় মাস হইলেক। ভগবান
স্যেলা গাব্রিয়েল দূতক গালীল প্রদেশের নাসরত গেরামের কুমারী
মরিয়মের ওটেকোনা প্যেঠাইলেক। এই কুমারী মরিয়মের নগত
যোষেফ নামে একজন মানষির নিরক্ষণ হয়া গেইলেক। যোষেফ
আছিলেক চৌদ্দগুষ্টির মহারাজা দায়ূদের-গুষ্টির। [২৮] গাব্রিয়েল
দূত আসিয়া মরিয়মক কইলেক, "হে কুমারি, পরমপরভু ভগবান
তোর সাথত আছে, তোক আশুর্বাদ করিচে।"
[২৯] এই কতা শুনতে কালে মরিয়মের মনটা খুব অস্থির হইলেক,
আর মনে মনে ভাবিবার নাগিলেক, "আরে ! এইটা কী নাকানের
কতা ?"
[৩০] স্বর্গ দূত মরিয়মক কইলেক,
তুই হাতাস না খাইস মরিয়ম, ভগবান তোক আশুর্বাদ
করিচে। [৩১] শোনেক ! তুই গাওভারী হবু আর তোর একটা
চ্যেংরা ছাওয়া জন্ম হইবে, উয়ার নাম থুবু যীশু। [৩২] উয়াক
মহান আরো পরমপরভুর বেটা কওয়া হইবে। ভগবান
উয়াক চৌদ্দগুষ্টির মহারাজা দায়ূদের নাকান ক্ষমতা আরো
সিংহাসন দিবে। [৩৩] উয়ায় ভগবানের বাছাই করা যাকোব
বংশের উপরত চিরকাল শাসন করিবে। ঐ শাসন ব্যবস্থা
কোনও দিন শ্যেষ হবার নোয়ায়।*

১:৩৩ মূল ভাষাত, "যাকোবের বংশ" যার মানে, ইস্রায়েলী মানষিলা ভগবান উমারলাক বাছাই করিচে। যীশুর জন্মের পরায় এক হাজার বছর আগোত, ভগবান মহারাজা দায়ূদক কতা দিচে যে উয়ার গুষ্টির শাসন এই নাকান হইবে। দেখ, ২ শমূয়েল ৭:১২-১৬ পদ।

৩৪ মরিয়ম দূতটাক কইলেক, "এইটা ক্যেমন করি হবার পায় ?
মোর তো বিয়াও হয় নাই।"
৩৫ মরিয়মক দূতটা কইলেক,
পবিত্র আত্মা তোর উপরাত ভর করিবে, আর পরমপরভুর
মহাশক্তি, ছায়ার নাকান করি তোক ঢাকি নিবে। এই বাদে
যে পবিত্র ছাওয়াটা জন্ম নিবে উয়াক ভগবানের বেটা কওয়া
হইবে। ৩৬ আরো শোনেক, তোমার সাগাই এলিজাবেদ বুড়ি
বয়সে গাওভারী হইচে। সগায় না কইছে উয়ার ছাওয়া-
ছোট হবার নোয়ায়। এলা উয়ায় গাওভারী হবার ছয় মাস
হইচে। ৩৭ ক্যেনেনা ভগবানেরটে অসম্ভবের কিছুই নাই।
৩৮ মরিয়ম কইলেক, "মুই পরমপরভু ভগবানের চাকরাণী,
তোমরা যেইটা কইলেন সেইটায় হউক।" ইয়ার পাছত স্বর্গ
দূতটা মরিয়মের ওঠে হাতে চলি গেইলেক।

মরিয়ম এলিজাবেদোক দেখিবার গেইলেক

৩৯-৪০ খানিক পাছত মরিয়ম পচপচ করিয়া যিহূদী প্রদেশের
পাহাড়ি এলাকার একটা গঞ্জত আসিলেক। ওটেকোনা সখরিয়
আর এলিজাবেদের বাড়ি। উমার বাড়িত সোন্দেয়া মরিয়ম
এলিজাবেদ-ওক ভক্তি দিলেক। ৪১ এলিজাবেদ যে্যলা মরিয়মের
কতা শুনিলেক সে্যলা উয়ার প্যেটের ছাওয়াটা নাচি উঠিলেক,
আরো এলিজাবেদের উপরাত পবিত্র আত্মা ভর করিলেক।
৪২ উয়ায় পবিএ আত্মাত পূরণ হয়া জোরে জোরে কবার নাগিলেক,
সউগ বেটি ছাওয়ার মইদ্ধোত তুই ভাগ্যবতী ! তোর
যে ছাওয়াটা আছে, উয়াও আশুর্বাদ পাওয়া। ৪৩ মোর
মালিকের মাও মোর এটেকোনা আসিচে, এত ভাগ্যবতী
মুই ক্যেমন করি হলুং ! ৪৪ যে্যলায় মুই তোর কতা শুনির
পাইলুং সে্যলায় মোর প্যেটের ছাওয়াটা আনন্দে নাচিয়া

উঠিলেক। ৪৫ তুই ভাগ্যবতী ক্যেনেনা তুই বিশ্বাস করিচিস
যে, পরমপরভু ভগবান যেইলা কইছে সেইলা পূরণ হইবে।

ভাগ্যবতী মরিয়ম ভগবানের গুনগান করে

৪৬ মরিয়ম কইলেক,
"মোর মন-পরান পরমপরভুর করির ধরচে গুনগান
৪৭ হে মোর মুক্তিদাতা ! হে ভগবান ! উথুলি উঠিচে মোর
মন-পরান।
৪৮ এই অধম দাসীর ভিতি দিচিস ধ্যান
এলা মোক সউগ মানষি কবে ভাগ্যবতী।
৪৯ পরভু পবিত্র মহান ! উয়ায় সর্বশক্তিমান,
মোর জীবনের বাদে কত মহান কাম করিচে ! মহান !
৫০ যায় যায় মানে উয়াক, উমার
বংশের পর বংশ ধরি মায়া করে।
৫১ নিজের হাত দিয়া মহাশক্তির কাম করিচে।
যার যার মন অহংকারে ভরি গেইচে,
উমাক চাইরও পাকে ছিন্ন ভিন্ন করি দূরত থুইচে।
৫২ সর্বশক্তিমান ভগবান সিংহাসন হাতে
রাজালাক নামে দিয়া ফকির বানাইচে,
আর যায় যায় নতনম্র উমাক রাজ সিংহাসনত বসাইচে।
৫৩ দীন দুঃখিলাক উয়ায় ভাল্ ভাল্ জিনিস দিচে,
কিন্তুক ধনি মানষিলাক খালি হাতে বিদায় করিচে।
৫৪-৫৫ পরমপরভু হামার চৌদ্দ গুষ্টিরটে করিচে পণ।
উয়ার দাস ইস্রায়েলীলাক সাহায্য করির আইসচে।
মহাপুরুষ অব্রাহাম আর উয়ার গুষ্টির মানষিলাক
চিরদিন পিরিত করিয়া অমৃত জীবন দিবার কতা মনত
থুইচে।"

[৫৬] ইয়ার পাছত মরিয়ম পরায় তিন মাস পর্যন্ত এলিজাবেদের
বাড়িত রইচে, আর তার পাছত নিজের বাড়ি চলি গেইচে।

যোহনের জন্ম

[৫৭] এলিজাবেদের ছাওয়া হবার সমায়, একটা চ্যাংরা ছাওয়ার
জন্ম হইলেক। [৫৮] স্যেলা উয়ার পাড়া-পরশী সাগাই সোদর
শুনিলেক যে, পরমপরভু ভগবান এলিজাবেদের ভিতি মহা দয়া
করিচে, আর সগায় এক সাথে আনন্দ করিলেক। [৫৯] ছাওয়ার
জন্মের আঠ দিন পাছত পবিত্র যিহূদী জাতির সউগ চ্যাংরা
ছাওয়ার দেহাত ভগবানের চিন দিয়া নাম থোয়া হয়।* সাগাই
সোদোর বন্ধু-বান্ধব, ওটেকোনা আসিয়া উমরা সগায় ছাওয়াটার
বাপের নামে সখরিয় নাম থুবার চাইলেক। [৬০] কিন্তুক ছাওয়াটার
মাও কইলেক, "না! ইয়ার নাম যোহন থুবার নাগিবে।"
[৬১] মানষিলা এলিজাবেদোক কইলেক, "না তো! তোমার
সাগাই সোদরের মইদ্ধোত কারো এই নাকানের নাম নাই।"
[৬২] উমরা ইশারা করিয়া ছাওয়াটার বাপক পুছিলেক, উয়ায় কি
নাম থুবার চায়। (ক্যেনেনা সখরিয় স্বর্গদূতের কতা বিশ্বাস না
করিয়া বোবা হইচিলেক।) [৬৩] সখরিয় ইশারা করিয়া একখান
নেখিবার জিনিস চায়া নিয়া ঐখানত নেখিলেক, "উয়ার নাম
যোহন।"

সগায় অচানক হইলেক, [৬৪] আর স্যেলায় স্যেলায় বোবা মুখ
খুলি যায়া উয়ায় কতা কবার নাগিলেক আর ভগবানের গুনগান
করির নাগিলেক। [৬৫] এইটা দেখিয়া পাড়া-পরশী সগায় ভয় খায়া

১:৫৯ দেখ, আদি বই ১৭:১০-২৭; ৩৪:১৪-১৭; যাত্রা বই ৪:২৪-২৬; ১২:৪৩-৪৬; যিহোশূয় ৫:২-৯; লেবিয় বই ১২:৩। কিন্তুক, যীশু আইসার পাছত আর এই চিন দেওয়ার দরকার নাই। দেখ, ফিলিপীয় ৩:৩; কলসীয় ৩:১১; গালাতীয় ৫:৬; ৬:১৫।

অচানক হইলেক, এইটা কী ঘটনা? যিহূদীয়া দ্যেশের পাহাড়ী
এলাকার মানষিলা সগায় এই ঘটনা নিয়া কওয়া-কয়ি করির
নাগিলেক। ৬৬ আর যত মানষি এই কতাটা শুনিলেক সগায় মনে
মনে চিন্তা-ভাবনা করির নাগিলেক, "ভবিষ্যতে এই ছাওয়াটা
কী হবার পায়? ক্যেনেনা পরমপরভু ভগবানের ক্ষমতা উয়ার
সাথত আছে।"

বোবা সখরিয়র মুখত ভগবানের গুনগান

৬৭ ছাওয়াটার বাপ সখরিয় পবিত্র আত্মাত ভরপুর হয়া ভগবানের
দেওয়া কতা কইলেক,

৬৮ "ইস্রায়েলের পরমপরভুর হউক গুনগান
নিজের মানষিলাক করিচে মুক্তি আরো দিচে ধ্যান।
৬৯ রাজা দায়ূদ পরভুর দাস, উয়ার গুষ্ঠি থাকি,
হামার মুক্তিদাতাক প্যেঠাইচে, উয়ায় শক্তিশালি।
৭০ পবিত্র খবরিয়ালার মইদ্ধো দিয়া
ম্যেলা দিন আগত করিচে কিরা,
৭১-৭৫ চৌদ্দ গুষ্টি অব্রাহামের নগত যে পবিত্র চুক্তি,
ভগবান এইটা মনে করিয়া হামাক দিচে মুক্তি।
শত্রুর ঘিন থাকি উদ্ধার করিচে, ইয়াতে ভয় না করিয়া
সৎ আর ধার্মিক জীবন যাপন করিয়া করি পরভুর
সেবা।

৭৬ বেটা, পরভুর আইসার আগত মানষির মনের ঘাটা বানাবু
যাতে পরভুর আইসার সমায় উয়াক মানি নিবার পাইবে।
তোক পরমপরভু ভগবানের খবরিয়া কবে।
৭৭-৭৮ ক্যেনেনা উয়ার মানষিলাক এমন মুক্তির কতা কবু, যে
পাপ হাতে ক্ষমা পায়া, পরমপরভু ভগবানের

দয়া-মায়া তোমার উপরাত নামি আসিবে।
আর পরভু আইসার সমায়, এক নয়া দিনের ভোরের
বেলা
উঠার আলো, যে নাকান করি হামার উপরত পরিবে।
৭৯ আন্ধারের মইদ্ধোত আর মরণের ছায়াত, যায় যায় বসি
আছে,
নয়া দিনের আলো পায়া শান্তির ঘাটাত যাবার পায়।”

৮০ পাছত যোহন বড় হবার নাগচে, আর অন্তরত শক্তিশালী
হয়া গেইচে। ইস্রায়েলী মানষিলার প্রচার শুরু না হওয়া পর্যন্ত
উয়ায় নিধুয়া পাথারত থাকিলেক।

মুক্তিদাতা যীশুর জন্ম

(মথি ১:১৮-২৫)

২ ঐ সমায় রোমের মহারাজা আগস্ত সউগ জাগাতে মানষি
গণনার নাম নেখেবার বাদে হুকুম জারি করিলেক।
২ সমায়টা হইলেক, সিরিয়ার রাজ্যপাল কুরানির সমায়। এই
পইলাবার নাম নেখির বাদে মানষি গণতি করা হয়। ৩ নাম
নেখেবার বাদে সগায় নিজের নিজের গঞ্জত গেইলেক।
৪-৫ আর যোষেফ আছিলেক চৌদ্দগুষ্টির মহারাজা দায়ূদের
গুষ্টির মানষি। মহারাজা দায়ূদের জন্মের জাগা আছিলেক,
যিহূদীয়া প্রদেশের বৈৎলেহেম গেরাম। নাম নেখেবার বাদে
গালীল প্রদেশের নাসরত গেরাম থাকি বৈৎলেহেম গেইলেক।
উয়ার নিরক্ষন করা কইনা মরিয়মক সাথত নিয়া গেইলেক।
মরিয়ম গাওভারি আছিলেক। ৬ উমরা যেলা বৈৎলেহেমত
পৌছাইলেক স্যেলা মরিয়মের ছাওয়া জন্ম হবার সমায় হইলেক,
৭ আর উয়ায় পইলা চ্যেংরা ছাওয়াটার জন্ম দিলেক। কিন্তুক

কোন ভাল্ ডারি ঘরত থাকিবার না পায়া, ছাওয়াটাক কাপড়
দিয়া জড়েয়া গোয়ালী ঘরত যেটেকোনা গরুক খাবার দেওয়া
হয় ওটেকোনা শোতে থুইলেক।

যীশুর জন্ম (২:৭)

মুক্তিদাতা যীশুর জন্মের ঢোলাই

৮ ওটেকোনা বৈৎলেহমের বগলত ডাবরীত রাতির বেলাত
কয়েকজন নাখোয়াল ভেড়ার পাল পাহারা দিবার ধরছিলেক।
৯ ঐ সমায় অচমকায় ভগবানের এক স্বর্গ দূত উমার বগলত
আসিয়া পরমপরভু ভগবানের মহিমা দেখেয়া চাইরো পাকে
ভৈই-ভৈইয়া আলো হইলেক। এই দেখিয়া নাখোয়াললা ভয়

খাইলেক। ১০ স্যেলা স্বর্গ দূত উমাক কইলেক, “ভয় না খান !
মুই তোমার বাদে ভাল্ খবর নিয়া আইসচুং। এই খবরটা
সগারে বাদে মহা আনন্দের হইবে। ১১ ক্যেনেনা আজি মহারাজা
দায়ূদের গঞ্জত তোমারলার মুক্তিদাতার জন্ম হইচে। উয়ায়
ভগবানের বাছাই করা রাজা; উয়ায় মালিক। ১২ এই কতাটা
যে সচাং, তোমরা একটা চিন্ দেখির পাবেন এই নাকান,
ছাওয়াটাক কাপড়ত জড়েয়া গোয়ালী ঘরের খোরত শোতেয়া
থোয়া হইচে।”
১৩ পইলা স্বর্গ দূতটার নগত হঠাৎ করি আরো ম্যেলা স্বর্গদূত
একটে হইলেক, আর উমরা সগায় ভগবানের গুনগান করির
নাগিলেক।

১৪ সনাতন ভগবানের জয় হউক ! জয় হউক !
স্বর্গত ভগবানের গৌরব হউক,
আর এই দুনিয়াত উয়ার মনের মানষিলার শান্তি হউক।

১৫ স্বর্গ দূতলা উমারলাক ছাড়িয়া স্বর্গত চলি গেইলেক, স্যেলা
নাখোয়াললা একজন আরেক জনক কবার নাগিলেক, “চল,
হামরা বৈৎলেহেম যাই। যে কতা পরভু হামাক কইলেক যায়া
দেখি !”
১৬ নাখোয়াললা পচ্-পচে যায়া মরিয়ম আর যোষেফের
নগত গোয়ালীর খোরত ছাওয়াটাক শোতেয়া থোয়া দেখির
পাইলেক। ১৭ এই দেখিয়া ছাওয়াটার সম্বন্ধে যে কতা কওয়া
হইচে সেই কতালা উমরা সগাকে কইলেক। ১৮ ইমার কতা
শুনিয়া সগায় অচানক হইলেক। ১৯ কিন্তুক মরিয়ম এই কতাটা
মনত গাঁথিয়া আকুল হয়া ভাবিবার নাগিলেক। ২০ নাখোয়াললাক
য্যেংকরি কওয়া হইচে, অংকরি সউগ দেখি শুনি ভগবানের
মহিমার গুনগান করিতে করিতে ভেড়ার পালের ঐটে চলি
গেইলেক।

২১ ছাওয়া জন্মের আঠ দিন পাছত পবিত্র যিহূদী জাতীর প্রতিটা
চ্যেংরা ছাওয়ার দেহাত ভগবানের চিন্ দিয়া নাম থোয়া হয়।*
আর একে নাকান করি মরিয়মের ছাওয়াটার নাম থোয়া হইলেক,
"যীশু"। ক্যেনেনা মরিয়ম গাওভারি হবার আগত স্বর্গ দূত এই
নামটা থুইচে।*

শিমিয়োন আর হান্না যীশুক দেখিয়া ভগবানের গুনগান করিলেক

২২-২৪ মহাপুরুষ মোশির বিধান মতে যিহূদীলার ছাওয়া জন্মের
পাছত শুদ্ধি হবার একটা অনুষ্ঠান করা হয়।* এই নাকান করি
পরভুর বিধান মানিবার বাদে মরিয়ম আর যোষেফ এক জোড়া
ঘুঘু আর এক জোড়া কইতর বলি দিবার বাদে যিরূশালেম
দশংগতি মন্দিরত গেইলেক।* এইলা ছাড়াও পরভুর বিধানত
নেখা আছে, কোন বেটিছাওয়ার পইলা চ্যেংরা ছাওয়া জন্ম
হইলে পরভুটে সঁপে দিবার নাগিবে। এই বিধান মানিবার বাদে
মরিয়ম আর যোষেফ যিরূশালেম গেইলেক।
২৫ ঐ সমায় যিরূশালেমত শিমিয়োন নামের একজন মানষি
আছিলেক। উয়ায় সাধু আর ভগবান ভক্ত। ভগবান কোন দিন
ইস্রায়েলী মানষিলার দুঃখ দূর করিবে, এই বাদে উয়ায় বাঁচে
আছিলেক। পবিত্র আত্মা উয়ার সাথত ছিলেক। ২৬ পবিত্র আত্মা
উয়াক আশ্বাস দিচিলেক যে, পরমপরভু ভগবানের বাছাই করা
রাজাটাক না দেখিলে শিমিয়োন মরিবে না।
২৭ সেই দিন শিমিয়নক ভগবানের আত্মা চালনা করি নিয়া
গেইলেক যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরত। আর একেই দিনে যীশুর

২:২১ লেবীয় বই ১২:৩ আদি পুস্তক ১৭:৯-১৪ **২:২১** লূক ১:৩১ মথি ১:১৮-২১ **২:২২-২৪** লেবীয় বই ১২ অধ্যায় গোটায় পড়। **২:২২-২৪** এক জোড়া ঘুঘু সঁপে দেওয়াতে বুঝা যায় যে যোষেফ আর মরিয়ম গরীব আছিলেক। লেবিয় বই দেখ, ১২:৮।

বাপ-মাও শ্রী মোশির বিধান মতে যেইলা করা দরকার সেইলা
করির বাদে কাঁচুয়া ছাওয়া যীশুক নিয়া ঐ মন্দিরত গেইলেক।
২৮ শিমিয়োন কাঁচুয়া যীশুক কোলাত নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ
দিয়া কইলেক।

২৯ "হে পরভু ! এলা তোর বাইক্য মতন
তোর এই দাসক শান্তিতে বিদায় দে !
৩০-৩১ ক্যেনেনা সউগ জাতির চখুর আগত
তুই যে মুক্তিদাতাক প্যেঠেয়া দিচিস,
উয়াক মুই নিজের চখু দিয়া দেখির পালুং।
৩২ অইন্য জাতির মনত আলো দিবার বাদে আইসচে।
তোর ইস্রায়েলী জাতির এইটা গৌরবের বিষয়।"

৩৩ শিমিয়োন ছাওয়াটার বিষয় যেইলা কইলেক, এইলা শুনিয়া
ছাওয়াটার বাপ-মাও অচানক হইলেক।
৩৪ ইয়ার পাছত শিমিয়োন উমাক আশুর্বাদ করিলেক আর
যীশুর মাওকও কইলেক,

ভগবান আগতে এইটা থির করি থুইচে, এই ছাওয়াটার
মইদ্ধো দিয়া ম্যেলা ইস্রায়েলী মানষি মুক্তি পাবে, আরো
ম্যেলা ইস্রায়েলী মানষি নাশ হইবে। আর উয়ায় একটা এই
নাকান চিন্ হইবে যে, ম্যেলা মানষির চখুর বৈরী হইবে।
৩৫ ইয়াতে ম্যেলা মানষির অন্তরের গোপন চিন্তা ভাবনা
বিরিয়া আসিবে। আর মরিয়ম তুইও ফম্ থুইস কাটার
গুতার নাকান করি তোর মনত দুঃখ কষ্ট দিবে।

৩৬-৩৭ ওটেকোনা হান্না নামে একজন বেটিছাওয়াও আছিলেক।
উয়ায় ভগবানের খবরিয়া, আরো আশের গুষ্টির পনূয়েলের
বেটি। আর এলা উয়ার বয়স চুরাশি হয়া গেইচে; বিয়াও করার
পাছত সাত বছর খালি সোয়ামীর সাথত ঘর সংসার করিচে।
হান্নার সোয়ামী মরার পাছত উয়ায় বিধুয়া হয়া দশংগতি মন্দির

ছাড়িয়া কোনঠে যায় নাই, খালি উপাস প্রার্থনা করিয়া দিন রাতি
ভগবানের সেবা করির ধরচে।
৩৮ ঠিক ঐ সমায় যে্যলা শিমিয়োন যোষেফ আর মরিয়ম কতা
কবার ধরচে, হান্না স্যেলা ভগবানের ধন্যবাদ করির নাগিলেক।
আর যায় যায় যিরূশালেমের মুক্তির বাদে বাচ্চে আছিলেক,
উমারলাক ছাওয়াটার সমন্ধে কবার নাগিলেক, "মুক্তিদাতা
আইসচে!"
৩৯ পরমপরভুর বিধান মতে যেইলা করা দরকার সউগে
করিয়া যোষেফ মরিয়ম উমরা নিজের গঞ্জত গালীলের নাসরত
গেরামত ফিরি আসিলেক। ৪০ কাঁচুয়া ছাওয়া যীশু বড় হইতে
হইতে শক্তিবান আরো খুব জ্ঞানী-গুণী হবার নাগিলেক। উয়ার
উপরত ভগবানের আশুর্বাদ আছিলেক।

বারো বছরের যীশু দশংগতি মন্দিরত

৪১ মুক্তি ভোজ পার্বনের সমায় যীশুর মাও বাপ পত্তি বছর
যিরূশালেম যায়। ৪২ যীশুর বয়স যে্যলা বারো বছর, স্যেলাও
উমরা রীতি-নীতি মতন মুক্তি ভোজ পার্বনত গেইলেক।
৪৩ পার্বনের শ্যেষত যে্যলা উমরা বাড়ি ফিরি আসির ধরলেক,
স্যেলা যীশু যিরূশালেমত রয়া গেইলেক। কিন্তুক উয়ার মাও বাপ
কোন কিছুই জানির পাইলেক না। ৪৪ উমরা মনে করিলেক যে,
হয় তো সঙ্গী-সাথীর নগত আছে, এই মনে করিয়া এক দিনের
ঘাটা হাটার পাছত সঙ্গী-সাথী, সাগাই-সোদোরের মইদ্ধোত
যীশুক খুজিবার নাগিলেক। ৪৫ কিন্তুক দেখির না পায়া উমরা
চান্দাইতে চান্দাইতে আরো যিরূশালেমত চলি গেইলেক।
৪৬ তিন দিন পাছত উয়াক দশংগতি মন্দিরের ওটেকোনা
খুজিয়া পাওয়া গেইলেক। উয়ায় ধর্ম গুরুলার সাথত বসিয়া
উমার কতা শুনিবার ধরচে। আরো উমাক প্রশ্ন পুছির ধরচে।

৪৭ যায় যায় যীশুর কতা শুনিলেক সগায় উয়ার বুদ্ধি দেখিয়া আরো
উয়ার সঠিক উত্তর শুনিয়া অচানক হইলেক। ৪৮ য্যেলা উয়ার
বাপ-মাও উয়াক দেখির পাইলেক, উমরাও অচানক হইলেক।
উয়ার মাও পুছিলেক, “কিরে বাউ! ক্যেনে তুই এই নাকান
করিলু? তোর বাবা* আর মুই ব্যাকুল হয়া খুজিবার নাগচি।”
৪৯ যীশু উমাক কইলেক, “তোমরা ক্যেনে মোক খুজিবার
নাগচেন? তোমরা কী জানেন না? মোক মোর বাপের বাড়িত
রওয়ার নাগিবে।” ৫০ কিন্তুক যীশু যেইলা কইলেক, সেইলার
মানে উমরা বুজির পায় নাই।
৫১ ইয়ার পাছত যীশু উমার সাথত নাসরত গেরামত ফিরি
আসিলেক। আর বাপ-মাওয়ের বাদ্ধ হয়া থাকিলেক। উয়ার
মাও এই কতালা মনত থুইলেক। ৫২ আর এদিয়া যীশু মানষি
আরো ভগবানের আশুর্বাদে বয়সে জ্ঞানে বড় হবার নাগিলেক।

দীক্ষা দাতা যোহনের ঢোলাই

(মথি ৩:১-১২; মার্ক ১:১-৮; যোহন ১:১৯-২৮)

৩ এই কালটা হইলেক রোমের মহারাজা তিবিরিয়াস
আগাস্তের পনেরো বছর শাসনের সমায়। ঐ সমায়,
যিহূদীয়া প্রদেশের রাজ্যপাল পন্তীয় পীলাত
আর গালীল প্রদেশের শাসনকর্তা হেরোদ,
যিতুরিয়া আর ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা
হেরোদের ভাই ফিলিপ,
অবিলীনী প্রদেশের শাসনকর্তা আছিলেক লুষানিয়া।
২ আর যিহূদীলার মহাপণ্ডিত হানন আর কাইফা আছিলেক।

২:৪৮ *তোর বাবা* — যোষেফ মরিয়মের সোয়ামী হবার বাদে সামাজিক নিয়মে যীশুর বাপ আছিলেক। কিন্তুক জন্ম দাতা বাপ আছিলেক না, দেখ লূকা ১:৩০-৩৮।

ঠিক এই সমায় সখরিয়র বেটা যোহনক নিধুয়া পাথারত ভগবান ভাল্
খবরটা জানাইলেক। ৩ উয়ায় যর্দন নদীর চাইরো পাকের মানষিলারটে
প্রচার করিলেক, "তোমরা ক্ষমা পাবার বাদে পাপের ঘাটা হাতে মন
ফিরান আর চিন্ হিসাবে জল দিয়া দীক্ষা নেন।* ৪ ভগবানের আগের
কালের খবরিয়া যিশাইয় যেই নাকান করি নেখিচে,

একজন নিধুয়া পাথারত চিকিরিয়া কবার নাগচে,
পরমপরভু আসিবার বাদে মনের ঘাটা ঠিক কর !
ঘাটাটা সোজা কর !
৫ সউগলায় খাল মঞ্জা হইবে,
পাহাড় পর্বত সমান করা হইবে,
টেরিয়া ভ্যেকেরা ঘাটা সোজা করা হইবে,
হেটা উচা ঘাটা সমান করা হইবে।
৬ ভগবান মানষিক মুক্তি দিবার বাদে যাক পেঠাইছে,
উয়াক সউগ জাতির মানষি জানিয়া দেখির পাবে।"*

৭ যোহন ম্যেলা ভিরের মানষির মইদ্ধোত ধর্মের প্রচার করির
নাগিলেক। স্যেলা ম্যেলা মানষি জল দিয়া দীক্ষা নিবার বাদে
যোহনেরটে আসিলেক। আর যোহন উমাক কইলেক,

কিরে ! কাল সাপের গুষ্টি ! ভগবানের যে বিচার তোমার
উপরত নামি আসির ধরচে, এইটার হাত থাকি পালেয়া
বত্তিবার কায় তোমাক চেতনা দিলেক? ৮ তোমাক প্রমান
করি দেখেয়া দিবার নাগিবে, যে তোমরা পাপের ঘাটা থাকি
মন ঘুরাইচেন। আর এই কতা না কন্ যে, অব্রাহাম তোমার

৩:৩ ভগবানের খবরিয়া যোহন একজনক নদীর জলত ডোবেয়া টপকরি উঠেয়া দীক্ষা দিলেক। এই অনুষ্ঠানের মানে, মরা পাপী জীবনটা ধুইয়া মানষিটা শুদ্ধি হয়া নয়া জীবনত সোন্দাইলেক। গ্রীক ভাষাত এই অনুষ্ঠানের নাম "বাপ্তিস্ম"।
৩:৬ যিশাইয় ৪০:৩-৫

চৌদ্দগুষ্টির। ভগবান তো এই শিলগুলা থাকি অব্রাহামের বাদে
ছাওয়া সিজ্জন করির পারে। [৯] বিচারের বাদে গছের শিপাত
কুড়াল এলাও নাগে দেওয়া আছে। আর যেইলা গছ ভাল্ ফল
দিবে না ঐলা গছক কাটিয়া অগুনত ছোবা দেওয়া হইবে।
[১০] স্যেলা ভিরের মানষিলা পুছিলেক, "তাইলে হামাক কী
করির নাগিবে?" [১১] যোহন উমাক কইলেক, "যদি তোমার
কারো দুইটা জামা থাকে তাইলে যার জামা নাই উয়াক একটা
দেও। আর যার খাবার আছে ঐলা ভাগ করি সগায় খাও।"
[১২] কয়েক জন মাসুল আদায়কারী জল দিয়া দীক্ষা নিবার
বাদে আসিলেক, আর উমরা যোহনক পুছিলেক "হ্যাঁ বাহে গুরু,
হামাক কী করির নাগিবে?"*
[১৩] যোহন উমাক কইলেক, "তোমার সততা দেখান, রোমীয়
সরকারের আইনত যেই নাকান করি আছে, সেই নাকান করি
মাসুল নেন। বেশী বেশী মাসুল আদায় না করেন।"
[১৪] কয়জন সৈন্যও পুছিলেক, "এলা তাইলে হামারলাক কী
করির নাগিবে?" যোহন কইলেক, "অন্যায় করি দোষ দেখেয়া
বা জুলুম করি কারোটে থাকি কিছু আদায় করেন না, আর
তোমরা যতকোনা বেতন পান অতকোনাতে মন খুশি থোন।"
[১৫] সউগ মানষিলা খুব আশা নিয়া মনে মনে ভাবির নাগিলেক
যে, যোহনে বুঝি বাছাই করা রাজা। [১৬] এমন সময় যোহন
উমারলাক সগাকে কইলেক, "মুই তো তোমারলাক গাও ধোয়ে
দীক্ষা দিবার ধরচুং, কিন্তুক যায় মোর থাকিও মহান, উয়ায়

৩:১২ যিহূদী মানষিলা মনে করে যে রোমের এই মাসুল আদায়কারী, ইমরা অন্যায় করি মাসুল আদায় করে, আরো রোমের বেয়া মহারাজার সেবা করে। এই বাদে যিহূদী সমাজের মানষিলা সগায় এই মাসুল আদায়কারীক ঘিন করে। যিহূদীলা আরো মনে করে যে এই মাসুল আদায়কারী নিজের জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

আসির ধরচে। উয়ায় এমন একজন মহাপুরুষ, উয়ার জুতার
ফিতা খুলি দিবারও যোগ্যতা মোর নাই। উয়ায় তোমার অন্তর
আত্মা শুদ্ধি করির বাদে পবিত্র আত্মার অগুন দিয়া তোমারলাক
দীক্ষা দিবে।* [১৭] উয়ায় খোলান থাকি ফসলের ভুসি পরিস্কার
করির বাদে তৈরি হয়া আছে। বাতাস দিয়া একপাকে ভুসি
অইন্য পাকে ফসল যুদা করি, ফসল গোলাত তুলিবে। তার
পাছত ভিরার অগুনত নিয়া যায়া ভুসি ছোবা দিবে।* ওই অগুন
কোন দিনও নিবিবার না হয়।”
[১৮] যোহন নানা নাকান উপদেশ আর উৎসাহ দিয়া মানষিলারটে
ভাল্ খবর প্রচার করির নাগিলেক। [১৯] যোহন শাসনকর্তা
হেরোদের বিরুদ্ধে নিন্দা করিলেক ক্যেনেনা হেরোদ উয়ার
বৌদি হেরোদিয়াক বিয়াও করিচে, আরও নানা নাকান বেয়া
কাম করিচে। এই বাদে যোহন উয়ার নিন্দা করিলেক। [২০] স্যেলা
হেরোদ কি করিলেক? যোহনক বন্দী করি হাজতোত থুইলেক।
ইয়াতে হেরোদের অইন্য সউগ বেয়া কামের নগত এই বেয়া
কামটাও যোগ হইলেক।

পরভু যীশুও নিয়ম পূরণ করিবার বাদে দীক্ষা নিলেক

(মথি ৩:১৩-১৭; মার্ক ১:৯-১১)

[২১] একদিন যোহন ভিড়ের মানষিলাক জল দিয়া দীক্ষা দিবার
ধরচে, আর ঐ সমায় যীশু নিজেও দীক্ষা নিলেক। দীক্ষার পাছত

৩:১৬ গুরু যীশুর অনুসরণ যায় করে, উমাক পবিত্র আত্মার দীক্ষা দিয়া, নয়া করি ভগবানের মানষি বানেয়া চিন দিলেক। (মথি ৩:১১; যোয়েল ২:২৮)

৩:১৭ যায় যায় পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরিয়া যীশুক গ্রহন করি পবিত্র আত্মার দীক্ষা নেয়, উমরালা মুক্তি পাবে। কিন্তুক যায় যায় পাপত ডুবিয়া থাকিবে, উমারলাক অগুনত ছোবা দিয়া মারা হইবে। (মথি ১০:২৮; মার্ক ৯:৪৩, ৪৫, ৪৭; লূক ১০:১৫; ১২:৫)

যীশু যে্যলা প্রার্থনা করির ধরচে স্যেলা দ্যাওয়া দুই ফাইল্টা হয়া,
স্বর্গের দুয়ার খুলি গেইলেক। ২২ আর স্যেলা কী হইলেক? স্যেলায়
স্যেলায় পবিত্র আত্মা কইতরের ঢক ধরিয়া উয়ার উপরা নামি
আসিলেক। আর স্বর্গ হাতে এই কতা শোনা গেইলেক, "তুইয়ে
মোর বেটা, মোর মনের একজন। তোর উপর মুই খুশি আছং।"

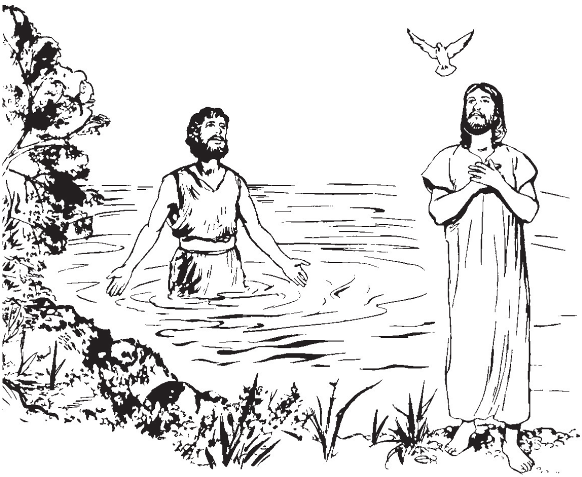

পরভু যীশুও নিয়ম পূরণ করিবার বাদে দীক্ষা নিলেক (৩:২২)

চৌদ্দ গুষ্টির তালিকা

২৩ পরায় ত্রিশ বছর বয়স কালে যীশু গুরু হয়া প্রচার করির
শুরু করিলেক। কিন্তুক যীশুর জন্মের পাছত যোষেফে উয়াক
মানষি করে, এই বাদে সমাজের সগায় জানে যীশু হইলেক,
যোষেফের বেটা,

যোষেফ এলির বেটা,
২৪ এলি মত্ততের বেটা,
মত্তত লেবির বেটা,
লেবি মল্কির বেটা,
মল্কি যান্নায়ের বেটা,
যান্নায় যোষেফের বেটা,
২৫ যোষেফ মত্তথিয়ের বেটা,
মত্তথিয় আমোষের বেটা,
আমোষ নহূমের বেটা,
নহূম ইষ্‌লির বেটা,
ইষ্‌লি নগির বেটা,
২৬ নগি মাটের বেটা,
মাট মত্তথিয়ের বেটা,
মত্তথিয় শিমিয়ির বেটা,
শিমিয়ি যোষেখের বেটা,
যোষেখ যূদার বেটা,
২৭ যূদা যোহানার বেটা,
যোহানা রীষার বেটা,
রীষা সরুব্বাবিলের বেটা,
সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের বেটা,
শল্টীয়েল নেরির বেটা,
২৮ নেরি মল্কির বেটা,
মল্কি অদ্দীর বেটা,
অদ্দী কোষমের বেটা,
কোষম ইল্‌মাদমের বেটা,
ইলমাদম এর বেটা,
২৯ এর যীশুর বেটা,

যীশু ইলীয়েষরের বেটা,
ইলীয়েষর যোরীমের বেটা,
যোরীম মওতের বেটা,
মওত লেবির বেটা,
৩০ লেবি শিমিয়োনের বেটা,
শিমিয়োন যূদার বেটা,
যূদা যোষেফের বেটা,
যোষেফ যোনমের বেটা,
যোনম ইলিয়াকীমের বেটা,
৩১ ইলিয়াকীম মিলেয়ার বেটা,
মিলেয়া মিন্নার বেটা,
মিন্না মত্তথের বেটা,
মত্তথ নাথনের বেটা,
নাথন দাযূদের বেটা,
৩২ দাযূদ যিশয়ের বেটা,
যিশয় ওবেদের বেটা,
ওবেদ বোয়সের বেটা,
বোয়স সলমোনের বেটা,
সলমোন নহশোনের বেটা,
৩৩ নহশোন অম্মীনাদবের বেটা,
অম্মীনাদব অদমানের বেটা,
অদমান অর্ণির বেটা,
অর্ণি হিষ্রোণের বেটা,
হিষ্রোণ পেরসের বেটা,
পেরস যিহূদার বেটা,
৩৪ যিহূদা যাকোবের বেটা,
যাকোব ইসহাকের বেটা,

ইসহাক অব্রাহামের বেটা,
অব্রাহাম তেরহের বেটা,
তেরহ্ নাহোরের বেটা,
৩৫ নাহোর সরূগের বেটা,
সরূগ রিয়ুর বেটা,
রিয়ু পেলগের বেটা,
পেলগ এবরের বেটা,
এবর শেলহের বেটা,
৩৬ শেলহ্ কৈননের বেটা,
কৈনন অর্ফকষদের বেটা,
অর্ফক্ষদ শেমের বেটা,
শেম নোহের বেটা,
নোহ লেমকের বেটা,
৩৭ লেমক মথূশেলহের বেটা,
মথূশেলহ হনোকের বেটা,
হনোক যেরদের বেটা,
যেরদ মহললেলের বেটা,
মহললেল কৈননের বেটা,
৩৮ কৈনন ইনোশের বেটা,
ইনোশ শেথের বেটা,
শেথ আদমের বেটা,
আদম ভগবানের বেটা।

শয়তান-অসুর, পরভু যীশুক পাপের ফান্দোত ফেলেবার চেষ্টা করিলেক

(মথি ৪:১-১১; মার্ক ১:১২, ১৩)

৪ ১-২ যীশুক ভগবানের পবিত্র আত্মা ভরপুর করিলেক। এই
পবিত্র আত্মা উয়াক চালনা করি যর্দন নদী হাতে নিধুয়া

পাথারত নিয়া গেইলেক। ওটেকোনা শয়তান-অসুর চল্লিশ দিন
লোভ নালসাত ফেলেবার চেষ্টা করিলেক। এই চল্লিশ দিনের
মইদ্ধোত যীশু কিছুই খাইলেক না, এই বাদে যীশুক খুব ভোগ
নাগিলেক।
৩ শয়তান-অসুর যীশুক কইলেক, "তুই যদি ভগবানের বেটা
হইস, তাইলে এই শিলটাক রুটি হবার কঃ।" ৪ যীশু উত্তর দিলেক,
"পবিত্র শাস্ত্ররত নেখা আছে, মানষি খালি রুটিতে বত্তে না।*"
৫ তার পাছত শয়তান-অসুর যীশুক উচা জাগাত নিয়া গেইলেক,
আর নিমিষের মইদ্ধে জগতের সউগ রাইজ্য উয়াক দেখাইলেক।
৬ উয়ায় যীশুক কইলেক, "মুই তোক সউগ রাইজ্যলার গৌরব
আর শাসন করির অধিকার দিম। ক্যেনেনা এইলা মোক দেওয়া
হইচে। মোর ইচ্ছা যাকে দিবার চাং তাকে দিবার পাং। ৭ এলা
তুই যদি মোক ভক্তি করিস, তাইলে এইলা তোরে হইবে।"
৮ যীশু স্যেলা উত্তর দিলেক, "শাস্ত্ররত নেখা আছে, পরমপরভুই
তোর ভগবান। খালি উয়াকে পূজা করিবু, আর উয়াক সেবা
করিবু।"*
৯ ইয়ার পাছত শয়তান-অসুর যীশুক যিরূশালেমের দশংগতি
মন্দিরের উচা চূড়াত নিয়া গেইলেক, আর কইলেক, "তুই যদি
ভগবানের বেটা হইস তাইলে নিচাত ঝাঁপাও। ১০ ক্যেনেনা
পবিত্র শাস্ত্ররত এইটাও নেখা আছে, ভগবান উয়ার স্বর্গ দূতলাক
তোক রক্ষা করির বাদে আদেশ দিবে।* ১১ এই নাকানো নেখা
আছে যে, তুই য্যেলা উচা হাতে নিচাত পরিবু স্যেলা স্বর্গ দূতলা
তোক চোট না নাগিবার বাদে কোলাত তুলি নিবে।"* ১২ যীশু

৪:৪ মানষি আত্মিক খাবার খায়া, মানে ভগবানের বাইক্য জানি-শুনি বিশ্বাস করিলে, ইয়াতে অমৃত জীবন পায়। দ্বিতীয় বিবরন ৮:৩, দেখ।
৪:৮ দ্বিতীয় বিবরন ৬:১৩ **৪:১০** গীতসংহিতা ৯১:১১
৪:১১ গীতসংহিতা ৯১:১২

কইলেক, “শাস্ত্ররত নেখা আছে, পরমপরভু ভগবানক তুই
যাচাই না করিস।*”
১৩ এই নাকান করি শয়তান-অসুর যীশুক সউগ নাকান লোভ
নালসার ফান্দোত ফেলেবার চেষ্টা শ্যেষ করিলেক। স্যেলা
আরো সুযোগ খুজিবার বাদে যীশুক ছাড়িয়া চলি গেইলেক।

যীশু মানষিলাক শিক্ষা দিবার নাগিলেক

(মথি ৪:১২-২৭; মার্ক ১:১৪, ১৫)

১৪ ইয়ার পাছত যীশু ভগবানের আত্মার ক্ষমতার চালনায়
গালীল প্রদেশত ফিরি আসিলেক। ঐ অঞ্চলের সউগ জাগাতে
উয়ার খবর ছড়া-ছড়ি হয়া পড়িলেক। ১৫ ম্যেলা উপাসনা ঘরত
শিক্ষা দিতে দিতে সগায় উয়ার গুনগান করির নাগিলেক।*
১৬ ইয়ার পাছত যীশু যেটেকোনা ছাওয়া কাল কাটাইচে, ঐ
নাসরত গেরামত গেইলেক। উয়ায় নিজে সউগ সমায় যেইলা
নিয়ম নীতি করে, ঐ নাকান করি পবিত্র জিরানের দিন উপাসনা
ঘরত গেইলেক, আর ওটেকোনা সনাতন শাস্ত্র পড়িবার বাদে
খাড়া হইলেক। ১৭ আগের কালের ভগবানের খবরিয়া, যার
নাম যিশাইয়, উয়ার নেখা শাস্ত্রখান যীশুক দেওয়া হইলেক।
স্যেলা মোড়ে থোয়া শাস্ত্রখান ম্যেলেয়া পড়ির নাগিলেক, আর
ওটেকোনা নেখা আছে,

১৮ পরমপরভু ভগবানের আত্মা মোর সাথত আছে,
মোক বাছাই করিয়া দায়িত্ব দিচে,
যাতে দীন দুঃখীলারটে ভাল্ খবর,
বন্দি মানষিলারটে মুক্তির কতা,

৪:১৫ এই উপাসনা ঘরত যিহূদী মানষিলা প্রার্থনা, শাস্ত্র পাঠ, সভা সমিতির বাদে জড়ো হবার ধরছিলেক।
৪:১২ দ্বিতীয় বিবরন ৬:১৬

কানা মানষিলা দেখির পাবে,
এই কতা শোনের বাদে মোক প্যেঠাইচে।
যাতনা পাওয়া মানষিলাক ছাড়েয়া আনিবার,
[১৯] আরো এই কতা ঢোলাই দিবার বাদে মোক প্যেঠাইচে যে,
এলা পরমপরভু ভগবানের আশুর্বাদ পাবার সমায় আসিচে।*
[২০] ইয়ার পাছত শাস্ত্রখান মোড়েয়া উপাসনা ঘরের একজন
সেবাকারী মানষির হাতত দিয়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার
বাদে বসিলেক। আর ওটেকার সগায় অচানক হয়া যীশুর
ভিতি একধিন্দে দেখির নাগিলেক। [২১] স্যেলা যীশু কইলেক
"সনাতন পবিত্র শাস্ত্রেরের কতা আজি তোমরালা শুনতে কালে
পূরণ হইচে।"
[২২] সগায় যীশুর মুখের মধুর কতা শুনিয়া গুনগান করিয়া অচানক
হয়া কবার নাগিলেক, "আরে! ইয়ায় যোষেফের বেটা না কী?"
[২৩] যীশু উমারলাক কইলেক,
তোমরা হয়তো নিশ্চয় এই শ্লোকটা কবেন, হে ডাক্তার
নিজকে ভাল্ কর। কফরনাহূমোত যেইলা কাম করার কতা
শুনচি, ঐলা তোর নিজের গেরামত করিয়া দেখাও। [২৪] মুই
তোমারলাক কিন্তুক সচাং কবার নাগচুং, নিজের গেরামের
মানষিলা ভগবানের কোন খবরিয়াক মানি নিবার পায় না।
[২৫] আর এইটাও সচাং যে, আগের কালের খবরিয়া
এলিয়র সমায় সাড়ে তিন বছর ইস্রায়েল দ্যেশত দ্যাওয়ার
বর্ষন হয় নাই, সেই বাদে ঐ দ্যেশত খুব মঙ্গা দেখা
দিচিলেক। আর নিশ্চয় ঐ সমায় ইস্রায়েল দ্যেশত ম্যেলা
বিধুয়া আছিলেক। উমার সগারে সাহায্যের দরকার।
[২৬] কিন্তুক এলিয়ক নিজের দ্যেশের কোন বিধুয়ার ওটেকোনা

৪:১৯ যিশাইয় ১১:২; ৬১:১-২

না প্যেঠেয়া, খালি প্যেঠাইচে সীদোন প্রদেশের সারিফত
গেরামের এক বিধুয়া বেটিছাওয়ারটে। [২৭] আরো দেখেন
ভগবানের আগের কালের খবরিয়া ইলীশার সমায়, ইস্রায়েল
দ্যেশত ম্যেলা কুষ্ঠরুগী আছিলেক, কিন্তুক সিরিয়া দ্যেশের
নামানক ছাড়া আর কাঙোকো শুদ্ধি করি ভাল্ করা হয় নাই।
[২৮] এই কতা শুনিয়া উপাসনা ঘরের সগায় রাগে অগুন হয়া
গেইলেক। [২৯] আর উমরা উঠিয়া সগায় যীশুক গঞ্জের বাইরাত
ঠেলিয়া নিয়া গেইলেক। এই গঞ্জটা পাহাড়ের উপরত আছিলেক।
ঠেলিতে ঠেলিতে উয়াক উচা খাড়া পাহাড়ের শ্যেষ পাকে নিয়া
গেইলেক, যাতে পাহাড়ের মাথা থাকি নিচাত ফেলে দিবার পারে।
[৩০] কিন্তুক যীশু মানষির ভিরের ভিতিরা দিয়া চলি গেইলেক।

যীশু একজন অপদেবতা ধরা মানষিক ভাল্ করিলেক।

(মার্ক ১:২১-২৮)

[৩১] ইয়ার পাছত যীশু গালীল প্রদেশের কফরনাহূম নামের গঞ্জত
গেইলেক। আর ওটে জিরানের দিনে যীশু মানষিলাক শিক্ষা দিবার
নাগিলেক। [৩২] আর উয়ার শিক্ষার কতা শুনিয়া মানষিলা অচানক
হইলেক, ক্যেনেনা উয়ার বাইক্যত ভগবানের ক্ষমতা আছিলেক।
[৩৩] আর ঐ উপাসনা ঘরত অপদেবতা ধরা একটা মানষি
আছিলেক। উয়ায় চিকিরিয়া কইলেক, [৩৪] "হ্যাঁ বাহে নাসরত
গেরামের মহান যীশু! হামার নগত তোমার কীসের দরকার?
তোমরা কী হামারলাক নাশ করিবার আইসচেন? মুই জানং
তোমরা কায়, তোমরা তো ভগবানের সেই পবিত্র জন!"
[৩৫] আর স্যেলা যীশু অপদেবতাটাক ধমক দিয়া কইলেক,
"ঝিত করি রঃ! আর উয়ার ভিতিরা হাতে এলায় বাইর হয়া
যাঃ।" স্যেলায় স্যেলায় সগারে আগত অপদেবতাটা মানষিটাক
আছড়ে ফেলেয়া দিয়া বিরি গেইলেক, মানষিটার কিন্তুক কোন

ক্ষতি হইলেক না। ৩৬ এই দেখিয়া সগায় অচানক হয়া নিজের
মইদ্ধোত কওয়া-কয়ি করিবার নাগিলেক, "আরে, এইটা কী
নাকানের কতা! ভগবানের অধিকার আর ক্ষমতা দিয়া হুকুম
দিতে কালে অপদেবতালা বিরিয়া চলি যায়।" ৩৭ ঐ অঞ্চলের
চাইরো পাকে যীশুর কতা ছড়া-ছড়ি হয়া পড়িলেক।

৩৮ যীশু উপাসনা ঘর হাতে বিরিয়া শিমোনের বাড়িত গেইলেক।
ওটেকোনা শিমোনের শাশুরি খুব জ্বরত ভুগিবার নাগিচে। আর
উমরা কাউলা-কাউলি করি কবার নাগিলেক, যাতে যীশু উয়াক
ভাল্ করি দেয়। ৩৯ স্যেলা শিমোনের শাশুড়ি বগলত যায়া জ্বরক
ধমক দিতে কালে জ্বর ছাড়িয়া গেইলেক, আর স্যেলায় বিছানা
হাতে উঠিয়া উমার বাদে খাবারের যোগার করির নাগিলেক।

৪০ যেলা বেলা ডোবং ডোবং সমায় হইলেক, স্যেলা মানষিলা
উমার বন্ধুবান্ধব, সাগাই-সোদর যায় যায় ম্যেলা নানা নাকান
অসুখোত ভুগিবার ধরছিলেক, উমারলাক সগাকে যীশুর বগলত
আনিলেক। স্যেলা যীশু সগাকে হাত দিয়া নারিয়া ভাল্ করিলেক।
৪১ ম্যেলা মানষির ভিতিরা থাকি অপদেবতালাক খ্যেদাইলেক।
আর ঐ অপদেবতালা চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, "তোমরায়
তো ভগবানের বেটা!" যীশু যে ভগবানের বাছাই করা রাজা
অপদেবতালা জানির পাইচে। এই বাদে যীশু দাবেরেয়া উমার
মুখ বন্দ করি দিলেক।

৪২ যীশু খুব সাকালে ঐ গঞ্জটা ছাড়িয়া নিধুয়া পাথারত চলি
গেইলেক। আর এই ভিরের মানষিলা যীশুক না পায়া, ম্যেলা
জাগাত চান্দাইতে চান্দাইতে উয়াক পাইলেক। আর উয়াক
পাইতে কালে, যাবার দিবার চাইলেক না। ৪৩ যীশু স্যেলা
উমারলাক কইলেক, "ভগবানের শাসন ব্যবস্থার এই ভাল্ খবর
মোক আরো ম্যেলা জাগাত প্রচার করির নাগিবে, ক্যেনেনা
ভগবান এই বাদে মোক প্যেঠাইচে।"

৪৪ ইয়ার পাছত যীশু এই নাকান করি যিহুদিয়া প্রদেশের ম্যেলা
উপাসনা ঘরত যায়া প্রচার করির নাগিলেক।

যীশু পইলা শিষ্যলাক ড্যেকাইলেক

(মথি ৪:১৮-২২; মার্ক ১:১৬-২০)

৫ একদিন যীশু গালীল সাগরের পারত খাড়া হয়া প্রচার
করির ধরলেক, আর ভগবানের বাইক্য শুনিবার বাদে
ম্যেলা মানষি চাইরো পাকে ঠাসা-ঠাসি ভিড় করিলেক।* ২ ঐ
সমায় সাগরের পারত যীশু দুইখান নাও দেখির পাইলেক, আর
জালুয়ালা নাও হাতে নামিয়া জাল ধুবার নাগচে। ৩ একখান নাও
আছিলেক শিমোন নামে একজন মানষির। যীশু ঐ নাওত উঠিয়া
শিমোনক কইলেক, "দয়া করিয়া নাওখান ডাঙ্গা থাকি খানিক
দূরত নেও।" আর উয়ায় নাওয়োত বসিয়া ভিরের মানষিলাক
শিক্ষা দিবার নাগিলেক।
৪ যীশুর শিক্ষা দেওয়া শ্যেষ হয়া শিমোনক কইলেক, "নাওখান
গভীর জলত নিয়া চল, আর মাছ ফান্দেবার বাদে তোমরালা
ছাপি জাল ফেলাও।" ৫ শিমোন কইলেক, "হে গুরু, গোটায়
রাতি জাল ফেলেয়া একটা মাছও পাই নাই, কিন্তুক তোমরা
কইছেন বুলিয়া মুই আরেকবার জাল ফেলাইম।"
৬ আরে বাঃ! য্যেলা উমরা জাল ফেলাইলেক স্যেলা এতলা
মাছ জালত ফান্দিলেক যে, মাছের ভরায় জাল ছিড়িয়া যাবার
নাকান হইলেক। ৭ স্যেলা উমাক সাহায্য করির বাদে, হাত দিয়া
ইশিরা করিয়া অইন্য নাওয়ের জালুয়া সাথীলাক ড্যেকাইলেক।
সাথীলা আসিয়া সগায় এক সাথে দুইখান নাওত এতলা মাছ
তুলিলেক যে, নাও দুইখান ডুবি যাবার নাকান হইলেক। ৮ এই

৫:১ গালীল সাগরের আরেক নাম হইলেক গিনেষরৎ।

ঘটনা দেখিয়া শিমোন যার আরেকটা নাম হইলেক পিতর, উয়ায় যীশুর ঠ্যাংএর আগপাকে হাংকুড়া পাড়িয়া, কবার নাগিলেক, “হে পরভু ! মুই জঘন্য পাপী মানষি, মোর এটেকোনা আইসেন না ।”
৯ ক্যেনেনা জালত এতলা মাছ ফান্দিচে এই দেখিয়া শিমোন আর উয়ার সাথী সগায় অচানক হইলেক ।
১০ শিমোনের ব্যবসার ভাগীদার যাকব আর যোহন (যার বাপের নাম সিবদয়), উমরাও দেখিয়া অচানক হইলেক । যীশু শিমোনক কইলেক, “ভয় না খাইস শিমোন ! এতদিন তো তুই মাছ ধরিচিস, এলা হাতে তুই মোর শিষ্য বানের বাদে মানষিক ধরিবু ।”

১১ ইয়ার পাছত উমরা নাওখান ডাঙ্গাত আনিয়া সউগ ছাড়িয়া যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক ।

দুইজন অসুকিয়া মানষিক ভাল্ করিলেক

(মথি ৮:১-৪; ৯:১-৮; মার্ক ১:৪০-২:১২)

১২ এক দিন যীশু একটা গেরামত আসিলেক, আর ঐ গেরামত একটা কুষ্ট রুগীও আছিলেক । উয়ার গোটায় দেহাত কুষ্ট হইচে । রুগীটা আসিয়া যীশুর ঠ্যাং-ওত হাংকুড়া পাড়ি পরিলেক আর কাউলা-কাউলি করি কবার নাগিলেক, “মালিক ! তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তাইলে মোক শুদ্ধি করি অসুখ থাকি ভাল্ করি দিবার পান !”

১৩ যীশু উয়ার গাও নাড়িয়া কইলেক, “মুই এই নাকান চাং, তুই শুদ্ধি হয়া ভাল্ হঃ ।” আর উয়ার গাও নাড়িতে কালে ভাল্ হয়া গেইলেক ।
১৪ স্যেলা মানষিটাক পরামর্শ দিয়া কইলেক, “এই কতাটা তুই কাঙোকে কবু না । তুই যায়া বামনক সতর্ক হবার বাদে তোর দেহাখান দেখাও । আর মহাপুরুষ মোশির বিধান মতে শুদ্ধি হয়া যেইলা পূজা করা দরকার, ঐলা করেক । ইয়াতে মানষিলারটে সাক্ষী হইবে তুই শুদ্ধি হয়া ভাল্ হইচিস ।”

১৫ তাঙো যীশুর কতা চাইরো পাকে ছড়া-ছড়ি হয়া পড়িলেক।
উয়ার কতা শুনিবার বাদে, আর নিজের নিজের অসুখ ভাল্ হবার
বাদে ম্যেলা মানষি উয়ারটে আসির ধরচে। ১৬ কিন্তুক অনেক
বার ভিড়ের মানষির বাদে যীশু শুনশান জাগাত যায়া প্রার্থনা
করির নাগিলেক।*
১৭ একদিন যীশু য্যেলা শিক্ষা দিবার ধরচে, স্যেলা ফরীশী
ধর্মগুরুলা আর পণ্ডিত মানষিলা ওটেকোনা বগলত বসিয়া
আছিলেক। উমরা গালিল প্রদেশের আর যিহূদীয়া প্রদেশের
সউগ গেরাম থাকি আর যিরূশালেমের গঞ্জ থাকি আইসচে।
সেই দিন অসুকিয়া মানষিলাক ভাল্ করির বাদে পরমপরভু
ভগবানের মহাশক্তি যীশুর মইদ্ধোত আছে।
১৮ স্যেলা কয়জন মানষি দাগিলা-কেতাত করিয়া একটা নুলা
রুগীক উবিয়া আনিলেক। উয়ার চলা-ফেরা করির ক্ষমতা
অক্ষম হয়া গেইচে। যীশু যেই ঘরত বসিয়া আছিলেক, রুগীটাক
ঐটে নিয়া যাবার চাইলেক। ১৯ কিন্তুক ভিড়ের বাদে যীশুরটে
নিয়া যাবার পাইলেক না, এই বাদে উমরা ঘরত চড়িয়া চাল
ফাকা করিয়া রুগীটাক দাগিলা-কেতাত করি ভিড়ের মইদ্ধোত
যীশুর আগপাকে নামেয়া দিলেক। ২০ উমারলার এমনে বিশ্বাস
আছিলেক যে, রুগীটাক যীশুরটে নিয়া গেইলে ভাল্ হয়া যাবে।

৫:১৬ অইন্য ভাল্ খবরের চায়া লূকের নেখা ভাল্ খবরত প্রার্থনার বিষয় বেশি জোর দেওয়া হইচে। য্যেলা যর্দন নদীত যীশুর উপরত পবিত্র আত্মা নামি আসিলেক, স্যেলাও যীশু প্রার্থনা করির ধরচে, লূক ৩:২১। কোন কোন সমায় যীশু একলায় শুনশান জাগাত যায়া প্রার্থনা করিলেক, লূক ৫:১৬। বারো জন শিষ্য বাছাই করার আগোত গোটায় রাতি প্রার্থনা করিচে, লূক ৬:১২। শিষ্যলাক পুচ করার আগোত প্রার্থনা করিচে, লূক ৯:১৮। শিষ্যলাক প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার সমায় প্রার্থনা করিচে, লূক ১১:১। কষ্ট ভুগিবার আগত প্রার্থনা করিচে, লূক ২২:৪৪। যীশু প্রার্থনা করিতে করিতে মরি গেইচে, ২৩:৪৬। আরো দেখ, মথি ১১:২৫-২৮; যোহন ১১:৪১-৪২; লূক ২২:৩২।

এই নাকান বিশ্বাস দেখিয়া যীশু অসুকিয়া মানষিটাক কইলেক,
"বাউ, তোর পাপ ক্ষমা হয়া গেইচে।"
২১ এই শুনিয়া পণ্ডিতলা আর ফরীশী ধর্মগুরুলা মনে মনে কবার
নাগিলেক, "এই মানষিটা কায় ? ইয়ায় ভগবানের নিন্দা করির
ধরচে ! ভগবান ছাড়া কায় পাপ ক্ষমা করির পারে ?"
২২ কিন্তুক যীশু উমারলার মনের কতা বুঝির পায়া কইলেক,

তোমরা মনে মনে ক্যেনে এই নাকান ভাবির নাগচেন ?
২৩-২৪ মুই যদি কং তোর পাপ ক্ষমা করা হইলেক, তা দেখির
পাবেন না। কিন্তুক নুলা রুগীটা হাটিবার পায় না, আর মুই
যদি উয়াক হাটিবার কং, আর উয়ায় স্যেলায় স্যেলায় হাটে,
তা হইলে ইয়াতে বুঝির পাবেন মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা।
এই দুনিয়াত পাপ ক্ষমা করিবার অধিকার মোর* আছে।

স্যেলা যীশু নুলা রুগীটাক কইলেক, "উঠেক তোর দাগিলা-
কেতা নিয়া বাড়ি চলি যা, ক্যেনেনা তুই ভাল্ হয়া গেইচিস।"
২৫ আর স্যেলায় স্যেলায় রুগীটা সগারে আগত দাগিলা-কেতা
তুলি নিয়া ভগবানের মহিমার গুনগান করিতে করিতে বাড়ি চলি
গেইলেক। ২৬ এই দেখিয়া সউগ মানষি অচানক হয়া ভগবানক
মানি নিয়া উয়ার মহিমার গুনগান করিবার নাগিলেক। উমরা
ভয়ে ভক্তিতে কবার নাগিলেক, "আজি হামরা অচানক ঘটনা
দেখিলং !"
২৭ যীশু স্যেলা চলি গেইলেক। যাইতে কালে একজন মাসুল
আদায়কারীক দেখিলেক।* উয়ার নাম লেবিয়। উয়ায় একটা
ঘরত বসিয়া মাসুল আদায় করির ধরচে। যীশু উয়ার ভিতি
দেখিয়া কইলেক, "তুই মোর সাথত আয়, আর মোর শিষ্য

৫:২৩-২৪ *মোর* — গ্রীক ভাষাত "মানষির বেটা", অর্থাত "মুই যে বাছাই করা মানষিটা"। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক। **৫:২৭** মাসুল আদায়কারীর বিষয় দেখ লূকা ৩:১২।

হঃ।”* [২৮] স্যেলা লেবিয় উঠিয়া সউগ ছাড়ি দিয়া যীশুর সাথত
গেইলেক।
[২৯] যীশুক সন্মান দেখের জইন্যে লেবিয় নিজের বাড়িত
খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিলেক। যীশু, লেবিয়, ম্যেলা মাসুল
আদায়কারী, আর অইন্য মানষিলা, সগায় একে সাথত বসিয়া
খাওয়া-দাওয়া করিলেক। [৩০] এই দেখিয়া ফরীশী ধর্মগুরুলা
আর পণ্ডিত মানষিলা যীশুর শিষ্যলাক বকর বকর করি কবার
নাগিলেক, “আরে, ইয়ায় বেয়া মাসুল আদায়কারী আর পাপী
মানষির নগত খাওয়া-দাওয়া করে ক্যেনে?”
[৩১] যীশু স্যেলা কইলেক, “যার অসুখ নাই এই নাকান মানষির
ডাক্তারের দরকার নাই। যার অসুখ আছে উয়ার ডাক্তারের
দরকার। [৩২] মুই সাধু মানষিক ড্যেকেবার আইসং নাই। কিন্তুক
মুই এই বাদে আইসচুং পাপী মানষিক পাপের ঘাটা থাকি মন
ঘোরেয়া ভাল্ ঘাটাত নিয়া যাবার।”

উপাসের বিষয় যীশুর শিক্ষা

(মথি ৯: ১৪-১৭ মার্ক ২:১৮-২২)

[৩৩] পাছত ধর্মগুরুলা যীশুক কইলেক, “যোহনের শিষ্যলা উপাস-
প্রার্থনা করে। আর ফরীশী দলের শিষ্যলাও করে, কিন্তুক তোমার
শিষ্যলা সউগ সমায় খাওয়া-দাওয়া করে ক্যেনে?” [৩৪] যীশু স্যেলা
কইলেক, “বর সাথত থাকিতে বরের সঙ্গী সাথীলা কী উপাস
করিবে? উমরা তো আনন্দ করিবে; উপাস করিবে না। [৩৫] কিন্তুক
এমন দিন আসিবে য্যেলা উমারটে হাতে বরক নিয়া যাওয়া হইবে,
আর সেই দিন উমরা উপাস করিবে।” [৩৬] যীশু উপমা দিয়া কইলেক,

৫:২৭ এই মাসুল আদায়কারী মানষির আরেক নাম হইলেক মথি। (দেখ, মথি ৯:৯; মার্ক ২:১৪; ৩:১৮; লূক ৬:১৫)

নয়া কাপড় কাটিয়া কাঙোয় বুড়া জামাত তালি নাগায়
না। যদি নাগে দেয়, ধুবার পাছত নয়া তালিটা টান ধরিয়া
ছোট হয়া যায়, আর ইয়াতে ছিড়া জাগাখান আরও ওসার
হয়া যায়।

৩৭ এইটা দেখেন যে, বুড়া চামড়ার ঝোলাত কাঙোয়
টাটকা আংগুরের রস থয় না। যদি থয় তাইলে টাটকা রস
পচিয়া রস বাড়ি যায়া অল্পতে ঝোলা ফাটিয়া যায়। ইয়াতে
ঝোলা আর রস দুইটায় নষ্ট হয়, ৩৮ টাটকা আংগুরের রস
নয়া ঝোলাতে থুবার নাগে।

৩৯ যায় পুরানা রস খাইচে, উয়ায় কয়, পুরানটায় ভাল্।
আর উয়ায় নয়া রস খাবার চায় না।*

গুরু যীশু জিরানের দিনের মালিক

(মথি ১২:১-৮; মার্ক ২: ২৩-২৮)

৬ এক দিন যীশু আর উয়ার শিষ্যলা পবিত্র জিরানের দিনত
ডাবরি বাড়ির আল্লি দিয়া হাটিয়া যাবার ধরচে, আর
উয়ার শিষ্যলা ফসলের শীষ ছিড়িয়া হাতত মথলেয়া খাবার
নাগিলেক। ২ এই দেখিয়া কয়জন ফরীশী ধর্মগুরুলা কইলেক,
“আরে ! তোমরা এইটা ক্যেনে করির ধরচেন ? হামার ধর্মের
বিধান অনুসারে পবিত্র জিরানের দিনে এইটা করা উচিত নোঁয়ায় !
তাঙো তোমরা এটা করেন ক্যেনে ?”

৩ যীশু ফরীশীলাক কইলেক, “তোমরা কী সনাতন পবিত্র
শাস্ত্র পড়েন নাই ? পড়িচেন, যেলা মহারাজা দায়ূদ আর উয়ার
সঙ্গীলাক ভোগ ধরচে স্যেলা কী করিলেক ? ৪ দায়ূদ ভগবানের

৫:৩৯ যীশু বুঝিয়া দিলেক যে, উয়ার শিক্ষা হইলেক নয়া ধরনের। আর ফরীশীলার শিক্ষা অনেক দিনের পুরানা। পুরানা শিক্ষাটা বাদ দিয়া যীশুর শিক্ষা গ্রহন করির নাগিবে।

ঘরত সোন্দেয়া পবিত্র রুটি নিয়া নিজে খাইলেক আর উয়ার সঙ্গীলাকো দিলেক। কিন্তুক এই রুটি বামন ছাড়া কারও খাবার নিয়ম আছিলেক না।"
৫ যীশু ফরীশীলাক আরো কইলেক, "জিরানের দিনের বিধির বিধানের উপরাত মোর* অধিকার আছে।"

যীশু বাসুলী হাত ভাল্ করিলেক

(মথি ১২:৯-১৪; মার্ক ৩:১-৬)

৬ পাছত অইন্য আরেক দিন, জিরানের দিনত যীশু য্যেলা
উপাসনা ঘরত শিক্ষা দিবার ধরচে, ওটেকোনা একটা মানষি
আছিলেক যার ডাইন হাতটা বাসুলী ধরি শুকি গেইচে। ৭ পণ্ডিতলা
আর ফরীশী ধর্মগুরুলা যীশুর দোষ ধরির বাদে ভাল্ করি নজর দিবার নাগিলেক, যে উয়ায় জিরানের দিনত অসুকিয়া মানষিটাক ভাল্ করে কী না।
৮ যীশু কিন্তুক উমারলার মনের কতা জানির পাইলেক, এই বাদে শুকান হাতওলা মানষিটাক কইলেক, "তুই সগারে আগপাকে আসিয়া খাড়া হঃ।" স্যেলায় স্যেলায় মানষিটা ওটেকোনা আসিয়া সগারে আগপাকে খাড়া হইলেক।
৯ যীশু ফরীশীলাক পুছিলেক, "শ্রী মোশির বিধান মতন পবিত্র জিরানের দিনটা কিসের বাদে? ভাল্ কামাই না বেয়া কামাই করির বাদে? জিউ বত্তেবার, না মারি ফেলেবার বাদে?"
১০ যীশু স্যেলা চাইরো পাকে সগারে ভিতি দেখিয়া, ঐ শুকান হাতওয়ালা মানষিটাক কইলেক, "তোর হাতটা আগে দে।" আর মানষিটা কি করিলেক? উয়ার শুকান হাতটা আগেয়া

৬:৫ *মোর* — গ্রীক ভাষাত "মানষির বেটা", অর্থাত "মুই যে বাছাই করা মানষিটা"। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।

দিলেক, আর স্যেলায় স্যেলায় একেবারে ভাল্ হয়া গেইলেক,
১১ কিন্তুক ফরীশী ধর্মগুরুলা আর পণ্ডিতলা গোসা হয়া অগুনের
নাকান জ্বলির নাগিলেক। যীশুক নিয়া কী করা যায়, এই নিয়া
উমরা আলোচনা করির নাগিলেক।

গুরু বারোজন শিষ্যক অধিকার দিয়া পরচর করির বাদে প্যেঠাইলেক

(মথি ৪:২৩-২৫; ১০:১-১১; মার্ক ৩:১৩-১৯)

১২ ঐ সমায় যীশু প্রার্থনা করির বাদে পাহাড়ের উপরত গেইলেক,
আর গোটায় রাতি ভগবানেরটে প্রার্থনা করি কাটাইলেক।
১৩ আর রাতি পোহাইতে কালে উয়ার শিষ্যলাক ড্যেকেয়া
উমারলার মাঝিলা হাতে বারোজন অধিকার পাওয়া খবরিয়ার
পদ দিলেক। ১৪ উমরা হইলেক শিমোন, যার নাম যীশু থুইলেক
পিতর*, শিমোনের ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব, যোহন, ফিলিপ আর
বর্থলময়, ১৫ মথি, থোমাস, আলফেয়ের বেটা যাকোব, শিমোন
যায় স্বাধীনতা সংগ্রামী আছিলেক, ১৬ আর যাকোবের বেটা যিহূদা,
আর ইস্কারিয়োতের যুদাস যায় পাছত বিশ্বাস ঘাতকতা করি
যীশুক শত্রুর হাতত ধরে দিচিলেক।
১৭ পাছত যীশু আর উয়ার খবরিয়ালা পাহাড় হাতে নামিয়া
সমান জাগাত খাড়া হইলেক, ওটেকোনা আরো ম্যেলা শিষ্য
আসিয়া জোটো হইলেক। যিহূদীয়া প্রদেশের সউগ জাগা থাকি,
যিরূশালেম গঞ্জ, সাগরের পারের দুইটা গঞ্জ সোর, সীদোন
নামের এলাকা থাকি, ম্যেলা মানষি আসিয়া জোটো হইলেক।
১৮ উমরা যীশুর কতা শুনিবার বাদে আরো ফির ম্যেলা অসুকিয়া
মানষিও ভাল্ হবার বাদে ওটেকোনা আসির নাগিলেক। আর

৬:১৪ পিতর যার মানে শিল

যাক যাক অপদেবতা ধরিয়া কষ্ট পাবার ধরচে, উমরালাও ভাল্
হইলেক। ১৯ যীশুর দেহার ভিতিরা থাকি ভাল্ হবার শক্তি বাইর
হয়া সগাকে ভাল্ করির ধরচে। এই বাদে সউগ মানষি উয়াক
নারিবার চেষ্টা করির নাগিলেক।

কায় ভগবানের আশুর্বাদ পায়?

(মথি ৫:১-১২)

২০ তার পাছত যীশু শিষ্যলার ভিতি দেখিয়া কইলেক,
হে! তোমরা দীন দুঃখী মানষিলা, ভগবানের শাসন
ব্যবস্থার আশুর্বাদ তোমারে।
২১ হে! তোমারলাক যাক এলা ভোগ ধরচে, ভগবানের
আশুর্বাদে তৃপ্তি করি খাবেন।
হে! তোমরা যায় এলা কান্দির ধরচেন, ভগবানের
আশুর্বাদে, আনন্দের হাসি হাসিবেন।
২২ মোর* শিষ্য হবার জইন্যে মানষি তোমাক ঘিন
করিবে, সমাজ থাকি বাইর করি দিবে, নিন্দা করিবে,
তোমার নাম মুখত আনিবার চাইবে না। এইটা হইচে
তোমার আশুর্বাদ। ২৩ খুশি হন, আনন্দে নাচো! ক্যেনেনা
স্বর্গত তোমার বাদে একটা বড় পুরুস্কার থোয়া হইচে। মনে
করেন যে, পুরানা কালের মানষিলা ভগবানের খবরিয়ালার
নগত একে নাকান ব্যবহার করিচে।*
২৪ কিন্তুক ধিক্কার দ্যেং ধনি মানষিলাক;
ক্যেনেনা তোমারলার যতকোনা সুখ পাওয়ার,
অতকোনা সউগে পাইচেন।

৬:২২ *মোর* — গ্রীক ভাষাত "মানষির বেটা", অর্থাত "মুই যে বাছাই করা মানষিটা"। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।
৬:২৩ ১ রাজাবলি ১৯:১০; মথি ৫:১২; ২৩:৩১, ৩৭

২৫ ধিক্কার দ্যেং তোমারলাক, যায় যায় মনের হাউসে প্যেট
ভরেয়া খাবার ধরচেন;
তোমরালা একদিন হাইখাই করিবেন।
ধিক্কার দ্যেং তোমারলাক, যায় যায় হাসিবার ধরচেন;
তোমরালা একদিন শোকের কান্দন কান্দিবেন।
২৬ ধিক্কার দ্যেং তোমারলাক, য্যেলা সউগ মানষি তোমার
গুনগান করে;
ক্যেনেনা এই মানষিলার চৌদ্দ গুষ্টি একে নাকান করি
ভণ্ড খবরিয়ালার গুনগান করিচিলেক।

তোমার শত্রুক পিরিত কর

(মথি ৫:৩৮-৪৮; ৭:১২)

২৭ কী রেঃ, তোমরা যায় যায় শুনির নাগচেন! মুই
তোমারলাক কবার ধরচুং, তোমার শত্রুলাক পিরিত কর।
যায় যায় তোমাক ঘিন খায়, উমারলার বাদে ভাল্ কাম
কর। ২৮ যায় তোমাক শাও দেয়, উমাক আশুর্বাদ করো।
আর যায় তোমার নগত বেয়া ব্যবহার করে, উমার বাদে
প্রার্থনা কর। ২৯ কাঙো যদি তোমার এক গালত চওড়ায়,
তাইলে অইন্য গালটাও আগে দেও। কাঙো যদি তোমার
চাদরখান নিয়া নেয় তাইলে উয়াক তোমার জামাটাও
দিয়া দেও। ৩০ তোমারটে কাঙো কোন জিনিস চাইলে
দেন; আর যদি কাঙো কোন কিছু জিনিস নিয়া না দেয়,
তাইলে ফিরিয়া আর চান না। ৩১ তোমরা মানষিরটে থাকি
যেই নাকান ব্যবহার আশা করেন, তোমরাও মানষির নগত
সেই নাকান ব্যবহার করেন।

৩২ যায় তোমাক পিরিত করে, তোমরা যদি খালি ঐ
নাকান মানষিক পিরিত করেন, তাইলে তোমারটে কি

আশুর্বাদ আসিবে ? ঐ নাকানের পিরিত তো পাপী মানষিলাও
করে। ৩৩ যায় তোমার উপকার করে, তোমরা যদি খালি ঐ
নাকানের মানষিক উপকার করেন, তাইলে ভগবান কি
তোমারলাক সাবাস দিবে ? ঐ নাকান তো পাপীলাও করে।
৩৪ যায় টাকা শোধ করিবার পায়, যদি খালি উমাকে টাকা ধার
দেন, ইয়াতে তোমারটে কি আশুর্বাদ আসিবে ? এই নাকান
করি পাপীলাও পাপীলাক ধার দেয়, যাতে আরো ফিরি পায়।
৩৫ কিন্তুক তোমরা তোমার শত্রুলাকও পিরিত কর,
উমারলারও উপকার কর। মানষিলা টাকা শোধ করির
পাবে কি পাবে না, এইটা চিন্তা না করিয়া উমাক ধার
দেন। তাইলে তোমারলাক মহাপুরুস্কার দেওয়া হইবে।
আর তোমরা পরমপরভুর ছাওয়া হইবেন, ক্যেনেনা ভগবান
অধম পাপীকো দয়া করে। ৩৬ তোমার স্বর্গের বাপ যেই
নাকান দয়ালু, তোমরালাও ঐ নাকান দয়ালু হন।

অইন্যের বিচার করেন না

৩৭ পরার বিচার করেন না, তাইলে তোমরাও বিচারত
পরিবেন না। পরার দোষ দেখেন না, তাইলে তোমারো দোষ
ধরা হইবে না। অপরক ক্ষমা কর, তাইলে তোমাকো ক্ষমা
করা হইবে। ৩৮ অপরক দান করো, তাইলে তোমারলাকো
ভগবান দান করিবে। তোমারলাক বেশী করি উথুলি পড়ার
নাকান করি মাপিয়া কোলাত দেওয়া হইবে। ক্যেনেনা
তোমরা যেই নাকান করি মাপি দিবেন, ঐ নাকান করি
তোমারলাকো মাপি দিবে।
৩৯ যীশু উমারলাক উপমা দিয়া কইলেক,
একজন কানা অইন্য আরেকজন কানাক ঘাটা দেখের
পারে কী ? দুইজনে কি খালত পড়ি যাবে না ? ৪০ একজন

শিষ্য উয়ার গুরুর থাকি বড় হবার পারে না। কিন্তুক
য্যেলা সাধন সিদ্ধি লাভ করে, স্যেলা উয়ায় উয়ার গুরুর
নাকান হয়। ৪১ তোর ভাইয়ের চখুত খোঁচা আছে এইটায়
দেখিবার ধরছিস, কিন্তুক তোর নিজের চখুত তো একটা
গছের ডুম আছে, আর ঐটার সমন্ধে ভাবিস না ক্যেনে?
৪২ নিজের চখুর গছের ডুম যদি দেখির না পাইস, তাইলে
তুই ভাইয়োক ক্যেংকরি কবু, "ভাই আয়, তোর চখু হাতে
খোঁচা খান নিকিলিয়া দেং।" ভণ্ড কোঠেকার? পইলা তোর
নিজের চখু থাকি গছের ডুমটা নিকলাও! পাছত ভাল্ করি
দেখিয়া ভাইয়ের চখু থাকি খোঁচাখান নিকিলি দিবার পাবু।
৪৩ ভাল্ গছত বেয়া ফল ধরে না। আর বেয়া গছত ভাল্
ফল ধরে না। ফল দেখিয়া সউগ গছ চেনা যায়। ৪৪ খুরিয়া
কাটাত ডুমুর ফল হয় না, আর কাটা ঝোপ থাকি আংগুর
ফলে না। ৪৫ সেই নাকান ভাল্ মানষির অন্তর থাকি ভাল্
চিন্তা ভাবনা বিরায়। বেয়া মানষির অন্তর থাকি বেয়া চিন্তা
ভাবনা বিরায়। মানষির অন্তরত যেইলা চিন্তা ভাবনা ভরা
থাকে, সেইলা চিন্তা ভাবনায় মুখ দিয়া বিরিয়া আইসে।

দুই নাকানের ঘর বানা মিস্ত্রি

(মথি ৭:২৪-২৭)

৪৬ তোমরা মোক "হে গুরু, হে গুরু" করি ড্যেকান,
কিন্তুক মুই যেইলা করির কং সেইলা করেন না ক্যেনে?
৪৭ একজন যদি মোর বগলত আসিয়া মোর শিক্ষার মতন
চলে, তাইলে উয়াক কার নগত তুলনা করিম? ৪৮ উয়ায়
এই ধরনের একজন ঘর বানা মিস্ত্রির নাকান, যায় একটা
ঘর বানের বাদে মাটির নিচাৎ খাল খুড়িয়া শক্ত করি ভিটি
বানাইলেক। আর নদীর বানা আসিয়া ঘরত ধাক্কা মারিলেও

ঘরটাক নড়েবার পাইলেক না। ক্যেনেনা ঘরটা ভাল্ করি
বানা হইচে। ⁴⁹ কিন্তুক যায় মোর কতা শুনিয়া পালন করে
না, উয়ায় এই ধরনের ঘর বানা মিস্ত্রির নাকান, যায় ভিটি
ছাড়া ঘর বানাইলেক। আর বানার জলের ঢেউ আসিয়া
ঐ ঘরটাক ধাক্কা মারিয়া ঘরটাক স্যেলায় স্যেলায় ভাঙ্গিয়া
সর্বনাশ করিলেক।

যীশু সেনাপতির চাকরক ভাল্ করিলেক

(মথি ৮:৫-১৩)

৭ যীশু শিক্ষা দেওয়া শ্যেষ করিয়া কফরনাহূম গঞ্জত
গেইলেক। ² ওটেকোনা আছিলেক একজন রোমের
সেনাপতি। উয়ার এক চাকর অসুখোত মরি যাবার নাকান হইচে।
কিন্তুক এই চাকরটা সেনাপতির খুব আদরের আছিলেক। ³ যেলা
এই সেনাপতি যীশুর কতা শুনিলেক, স্যেলা উয়ায় কয়েকজন
মানিগুনী যিহূদী বুড়া নেতাক যীশুর ওটেকোনা প্যেঠেয়া দিলেক,
যাতে যীশু আসিয়া আধামরা চাকরটাক ভাল্ করি দেয়। ⁴ এই
মানিগুনী মানষিলা যীশুর বগলত যায়া খুব কাউলা-কাউলি করি
কবার নাগিলেক, "রোমের এই সেনাপতি তোমার সাহায্য পাবার
যোগ্য। ⁵ ক্যেনেনা উয়ায় হামার জাতির মানষিলাক খুব ভাল্
পায় বুলিয়া, হামার বাদে একটা উপাসনা ঘর বানেয়া দিচে।"
⁶ যীশু এই মানষিলার সাথত সেনাপতির বাড়ি যাবার নাগিলেক।
কিন্তুক বাড়িটা আর বেশী দূরত নাই, এই নাকান সমায় সেনাপতি
উয়ার সখালাক দিয়া খবর প্যেঠেয়া এই কতাটা উমারলাক
কবার কইলেক, "হে গুরু! আর কষ্ট করেন না, ক্যেনেনা
তোমরা মোর বাড়িত সোন্দান, ইয়ার মুই যোগ্য না হং। ⁷ এই
বাদে মুই তোমার ওটেকোনা নিজে যাবার উপযুক্ত মনে করং
নাই। তোমরা খালি মুখ দিয়া এইটে হাতে কয়া দেও। ইয়াতে

মোর চাকরটা ভাল্ হয়া যাবে। [৮] ক্যেনেনা মুইও তো কাঙোরো
অধীনে কাম করং, আর সেনালাও মোর অধীনে কাম করে।
আর মুই কাঙোকো যদি কং, তুই যা, স্যেলা উয়ায় যায়, যদি
কং তুই আয়, তা হইলে উয়ায় আইসে। আর মোর চাকরক যদি
মুই কং, তুই এই কামটা করেক, স্যেলা উয়ায় সেইটায় করে।”
[৯] যীশু য্যেলা এই কতা শুনিলেক স্যেলা কী হইলেক, উয়ায়
অচানক হইলেক! আর যেইলা ভিড়ের মানষি উয়ার পাছে
পাছে আসিবার ধরচে, উমারলার ভিতি ঘুরিয়া কইলেক, “মুই
তোমারলাক কবার নাগচুং, ইস্রায়েলী মানষিলার মইদ্ধোত এত
বড় বিশ্বাস মুই কোন দিনও দেখির পাং নাই।”
[১০] সেনাপতিটা যেইলা মানষিক যীশুরটে প্যেঠাইচে, উমরালা
বাড়ি ঘুরি আসিয়া দেখির পাইলেক, চাকরটা ভাল্ হয়া গেইচে!

বিধুয়াটার বেটা

[১১] কিছু দিন পাছত, যীশু নায়িন নামের গঞ্জত গেইলেক, আর
উয়ার নগত শিষ্যলা আর অইন্য ম্যেলা মানষি ভিড় করি সাথে সাথে
যাবার নাগচে। [১২] এমন সমায় য্যেলা গঞ্জের বগলা বগলি আসিয়া
পৌছাইলেক, স্যেলা কয়েকজন মানষি একটা মরা চ্যেংরাক নিয়া
যাবার দেখিলেক। যেই চ্যেংরাটা মরি গেইচে, উয়ায় এক বিধুয়া
বেটিছাওয়ার একমাত্র বেটা। মরা চ্যেংরার সাথত গঞ্জের মানষি
ভিড় করি যাবার ধরচে। [১৩] বিধুয়া বেটিছাওয়াটাক দেখিয়া গুরুর
খুব মায়া হইলেক, আর কইলেক, “তুই আর না কান্দিস।”* [১৪] তার
পাছত যীশু আগপাকে যায়া মরার মৈর্চলি খান নাগিলেক, আর যায়

৭:১৩ এই বিধুয়ার প্রতি যীশুর দয়া এইটা প্রমান করে যে, এই দুনিয়াত যায় নিঃসহায় শাস্ত্র শিক্ষা দেয়। যার বাপ-মাও নাই ভগবান উয়ার বাপ-মাও। আর বিধুয়ার বিচারক, ভগবান উমার বাদে নিরাপদ ব্যবস্থা করে। দেখ যাত্রা বইয়ের ২২:২২-২৩; দ্বিতীয় বিবরন ১০:১৮; হিতোপদেশ ১৫:২৫।

যায় মরার মৈর্চলি খান নিয়া যাবার ধরচে, উমরা খাড়া হইলেক। যীশু
স্যেলা কইলেক, "কী রে গাবুর চ্যেংরা ! মুই তোক কবার নাগচুং, তুই
উঠেক।" [১৫] স্যেলা কী হইলেক? মরা চ্যেংরাটা উঠি বসিয়া কতা
কবার নাগিলেক, আর যীশু চ্যেংরাটাক উয়ার মাওক ফিরি দিলেক।
[১৬] এই দেখিয়া সগায় ভয় খায়া ভগবানের মহিমার গুনগান
করির নাগিলেক। উমরা আরো কবার নাগিলেক, "ভগবান
উয়ার মানষিলাক দেখা দিবার বাদে, হামার মইদ্ধোত একজন
মহান খবরিয়াক প্যেঠে দিচে। আজি হামরা ভগবানের কাম
দেখির পাইলোং।"
[১৭] এই ঘটনার কতা গোটায় যিহূদীয়া প্রদেশের চাইরো পাকের
সউগ অঞ্চলত ছড়িয়া পড়িলেক।

যীশুর সমন্ধে যোহনের প্রশ্ন

(মথি ১১:২-১৯)

[১৮-১৯] যীশুর সউগ ঘটনার কতা দীক্ষাদাতা যোহনের শিষ্যলা
যোহনক যায়া জানাইলেক। স্যেলা এই কতা পুছিবার বাদে যোহন
উয়ার দুইজন শিষ্যক ড্যেকেয়া গুরুরটে প্যেঠেয়া দিলেক, "যায়
আসিবার কতা আছে তোমরায় কী সেই বাছাই করা রাজা? না
হামরা অইন্য কারো বাদে বাচ্চে রমো?"
[২০] উমরা যীশুরটে আসিয়া কইলেক, "দীক্ষাদাতা যোহন হামাক
পুছিবার বাদে তোমারটে প্যেঠাইচে। যার আসিবার কতা আছে
তোমরায় কী সেই বাছাই করা রাজা? না হামরা অইন্য কারো
বাদে বাচ্চে রমো?"
[২১] ঐ সমায় যীশু ম্যেলা মানষিক নানা নাকান রোগ ব্যাধির
জ্বালা-যন্তনা থাকি ভাল্ করিলেক। মানষিলার ভিতিরা থাকি
অপদেবতালাকো খ্যেদাইলেক, আর ম্যেলা কানা মানষিক
দেখিবার ক্ষমতা ফিরি দিলেক।

২২ এইলা করিয়া যীশু যোহনের শিষ্য দুইজনাক কইলেক,
তোমরা যেইলা দেখিলেন আর শুনিলেন, সেইলায় যায়া
যোহনক কন্। কানা মানষি দেখির পাবার নাগচে, খোড়া
মানষি হাটির পাবার নাগচে, কুষ্ঠরুগী শুদ্ধি হয়া ভাল্ হবার
নাগচে, টসা শুনির ধরচে, মরা মানষি বত্তি উঠির ধরচে, আর
গরীব মানষিলারটে ভাল্ খবর প্রচার করা হবার নাগচে।
২৩ মোক মানি নিবার বাদে যায় বাধা মনে না করে, ভগবান
উয়াক আশুর্বাদ করিবে।
২৪ যোহনের শিষ্যলা যাবার পাছত, যীশু ভিরের মানষিলাক
যোহনের বিষয়ে পুছিলেক,
তোমরা নিধুয়া পাথারত কী দেখির গেইচেন? নেলফেলা
একটা বেত গছ হাওয়াতে ঢুলিবার ধরচে এইটা কী?*
২৫ নাঃ! তা না হইলে কী দেখির গেইচেন? খুব ভাল্
দামি জামা-কাপড় পেন্দা একটা বেটাছাওয়াক? যায় যায়
ভাল্ জামা-কাপড় পেন্দে, আরামে জীবন যাপন করে,
উমরা তো রাজবাড়িত থাকে, নিধুয়া পাথারত থাকে না।
২৬ তোমরায় কন্, কী দেখিবার গেইচেন? একজন ভগবানের
খবরিয়াক? হ্যাঁ এইটা ঠিক! তোমরা যাক দেখিচেন উয়ায়
একজন ভগবানের খবরিয়ার চায়াও মহান। ২৭ যোহনে সেই
খবরিয়া যার সমন্ধে পবিত্র সনাতন শাস্ত্রত নেখা আছে,
দেখ, তোর আইসার আগত মোর খবরিয়াক
প্যেঠোইচুং।

৭:২৪ যোহন বাতাসে ঢুলা বেত গছ আছিলেক না। যোহন সাধু ভাল্ স্বভাবের চরিত্রবান একজন প্রচারক যার সুনাম আছে। উনায় বিবেক হীন কাম কোন দিন করে নাই। অন্যায়ের নগত আপস করে নাই। উয়ায় হেরোদের বিরুদ্ধত পাহাড়ের নাকান খাড়া হয়া আছিলেক। যোহন ভগবানের সাথত, পাপের বিরুদ্ধত খাড়া দিয়া আছিলেক। এই বাদে উয়ার মরণ হইচে।

খবরিয়াটা মানষিলার মনের ঘাটা বানাবে।*
[২৮] মুই তোমাক কবার নাগচুং, কোন বেটিছাওয়ার
গর্ভত জন্ম নেওয়া, সউগ মানষির মইদ্ধে যোহনের চায়া
বড় আর কাঙো নাই। তাঙো কোন মানষি ভগবানের শাসন
ব্যবস্থা মানিলে, যদিও উয়ায় সউগ চায়া ছোট, উয়ায় তো
যোহনের চায়া মহান।
[২৯] যায় যায় যীশুর প্রচার শুনিবার ধরলেক, উমরা যোহনের
দীক্ষা নিচে। এই দীক্ষা নিয়া উমরা সগায় মানিলেক যে ভগবান
ভাল্, ন্যায়, নিষ্ঠাবান। এমন কি অসাধু মাসুল আদায়কারীলাও
এইটা মানিলেক। [৩০] কিন্তুক ফরীশী ধর্মগুরু আর পণ্ডিত মানষিলা,
দীক্ষাদাতা যোহনের দীক্ষা মানি না নেওয়াতে উমারলার জীবনের
বাদে ভগবানের যে ইচ্ছা, সেইটা অস্বীকার করিলেক।
[৩১] যীশু কইলেক,
এই কালের মানষিলাক কিসের সাথত তুলনা করিম?
উমরা কী পছন্দ করে? [৩২] এই কালের ছাওয়ার নাকান
করি হাটত বসিয়া একজন অইন্য জনাক চিকিরিয়া কয়,
“তোমার বাদে হামরা বিয়ার বাঁশি বাজাইলং কিন্তুক
তোমরা নাচিলেন না;
হামরা শোকের গান গাইলং, কিন্তুক তোমরা কান্দিলেন
না!”
[৩৩] দীক্ষাদাতা যোহন আসিয়া উপাস থাকিলেক; রুটি,
আংগুরের রস খাইলেক না, আর তোমরা কইলেন, “উয়াক
অপদেবতা ধরচে।” [৩৪] আর এলা বাছাই করা মানষিটা*
খাবার খায়, এই বাদে তোমরা কন্, “উয়ায় পেটুক, মদারু।

৭:২৭ মালাখি ৩:১ **৭:৩৪** *বাছাই করা মানষিটা* — গ্রীক ভাষাত “মানষির বেটা”, অর্থাত “মুই যে বাছাই করা মানষিটা”। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।

আর সমাজ থাকি বাইর করি দেওয়া মাসুল আদায়কারী,
পাপী মানষিলা হইলেক উয়ার বন্ধু।"
৩৫ কিন্তুক যাক ভগবানের জ্ঞান দিয়া চালনা করি
নেওয়া হয়, উয়ায় জিবন দিয়া প্রমান করে, যে ঐ জ্ঞান
খাঁটি।

পাপী বেটিছাওয়ার ক্ষমা

৩৬ এক দিন একজন ফরীশী ধর্মগুরু, যীশুক বাড়িত খাবার বাদে
নিমন্তন করিলেক। যীশু উয়ার বাড়িত যায়া খাবার বসিলেক।
৩৭ ঐ গেরামত একজন বেয়া চরিত্রের বেটিছাওয়া আছিলেক।
উয়ায় শুনির পাইলেক, "যীশু ফরীশী ধর্মগুরুর বাড়িত নিমন্তন
খাবার আসিচে।" এইটা শুনিয়া উয়ায় একটা সাদা শিলের বানা
শিশিত দামী আতর আনিলেক, ৩৮ আর বাড়ির ভিতরত সোন্দেয়া
হাংকুড়া পাড়ি যীশুর ঠ্যেংগত পরিয়া কান্দিবার নাগিলেক,
কান্দিতে কান্দিতে যীশুর ঠ্যেং চখুর জল দিয়া ধুইয়া, চুলি দিয়া
মুছি দিবার নাগিলেক। তার পাছত ঠ্যেংগত চুমা দিয়া আতর
নাগে দিলেক।
৩৯ যেই ফরীশী ধর্মগুরুটা নিমন্ত্রন করিচে, উয়ায় এই দেখিয়া
মনে মনে ভাবিবার নাগিলেক, "যীশু যদি ভগবানের একজন
খবরিয়া হইলেক হয়, তাইলে জানির পাইলেক হয়, উয়ার
ঠ্যেং যায় নাড়িচে ইয়ায় কি নাকানের বেটিছাওয়া, ইয়ায় তো
পাপী!"
৪০ যীশু স্যেলা ফরীশীটাক কইলেক, "শিমোন মুই তোক
কিছু কতা কবার চাং।" শিমন কইলেক, "হে গুরু কন্! মোক
তোমরা কী কইবেন।"
৪১ যীশু কইলেক, "দুইজন মানষি একটা মহাজনেরটে কিছু
টাকা ধার নিলেক। একজন ধার নিলেক পাঁচশো দিনের মুজুরীর

টাকা; অইন্য জন নিলেক পঞ্চাশ দিনের মুজুরীর টাকা।* ৪২ পাছত
উমার দেনা শোধ করার সাধ্য নাই। এই দেখিয়া মহাজন দুই
জনারে দেনা মুকুব করি দিলেক। ইমার দুই জনের মইদ্ধে কায়
বেশী মহাজনক মায়া করিবে?"

৪৩ শিমোন কইলেক, "মোর মনে হয় যার বেশী দেনার
টাকা মাফ করা হইচে, তায়ে।" যীশু কইলেক, "তুই ঠিকেই
কইছিস।"

৪৪ তার পাছত যীশু বেটিছাওয়াটার ভিতি ঘুরিয়া শিমোনক
কইলেক,

তুই এই বেটিছাওয়াটাক দেখিছিস? যে্যলা মুই তোর
বাড়ি আসলুং, সে্যলা তুই ঠ্যেং ধুবার বাদে জল পর্যন্ত দিলু
না। কিন্তুক উয়ায় উয়ার চখুর জল দিয়া মোর ঠ্যেং ধুইয়া
দিলেক, আর চুলি দিয়া ঠ্যেং মুছিয়া দিলেক। ৪৫ তুই মোক
সন্মান দেখেবার বাদে চুমা খালু না, এমন কি বরণ করি
নিলু না! কিন্তুক মুই যে্যলা হাতে আইসচুং সে্যলা হাতে
উয়ায় আদর করির বাদে মোর ঠ্যেংগত চুমা খাবার চায়।
৪৬ হামার রীতি-নিতী অনুসারে মাথাত জলপাই ত্যেল দিয়া
বরণও করিলু না। কিন্তুক উয়ায় দেহাত নাগেবার বাদে
ভাল্ গন্ধের আতর আনিয়া মোর ঠ্যেংগত মাখিয়া বরণ
করিচে। ৪৭ এই বাদে মুই তোমাক কবার ধরচুং, উয়ায়
মোক বেশী পিরিত করিচে বুলিয়া বুঝা যায় যে, উয়ার
মে্যলা পাপ হইলেও, সউগ পাপ ক্ষমা করা হইলেক।
কিন্তুক যার অল্প পাপ ক্ষমা করা হইচে, ঐ মানষিটা মোক
অল্প পিরিত করে।

৭:৪১ গ্রীক ভাষাত নেখা আছে, "পাঁচশো দীনার" (যেইলা হইলেক পাঁচশো দিনের মুজুরীর টাকা), আর "পঞ্চাশ দীনার" (যেইলা হইলেক পঞ্চাশ দিনের মুজুরীর টাকা)।

৪৮ স্যেলা যীশু বেটিছাওয়াটাক কইলেক, "তোর পাপ ক্ষমা
করা হইল।" ৪৯ ফির উয়ার সাথত যায় যায় খাবার বসিচে,
উমরা মনে মনে কবার নাগিলেক, "ইয়ায় কায়, যে পাপও
ক্ষমা করি দেয়?"
৫০ স্যেলা যীশু বেটিছাওয়াটাক কইলেক, "মাই, বিশ্বাস
করিচিস বুলিয়া তুই পাপ থাকি মুক্তি পাচিস। যা! শান্তিতে
চলি যা।"

যীশু শিষ্যলার সাথত

৮ ১-২ ইয়ার পাছত যীশু ভগবানের শাসন ব্যবস্থার
ভাল্ খবর শোনেবার বাদে গেরামে-গেরামে গঞ্জে
ঘুরিয়া প্রচার করির ধরলেক। উয়ার সাথত আছিলেক ঐ
বারোজন খবরিয়া আর কয়জন বেটিছাওয়া। ঐ বেটিছাওয়ালা
কয়েক জন এই নাকান, যায় নানা নাকান অসুখ থাকি
ভাল্ হইচে বা অপদেবতার কবল থাকি মুক্তি পাইচে।
ইমারলার মইদ্ধোত আছিলেক মগদলীনী মরিয়ম (উয়ার
ভিতিরা থাকি যীশু সাতটা অপদেবতাক খ্যেদাইচে*)
৩ আর রাজা হেরোদের কর্মচারী কূষের বনুস যোহানা,
আর শোশন্না, আরো ম্যেলা বেটিছাওয়াও আছিলেক।
যীশু আর উয়ার শিষ্যলার সেবা, যতন করির বাদে, ঐ
বেটিছাওয়ালা নিজের টাকা-পাইসা ধন-সম্পত্তি থাকি খরচ
করির ধরছিলেক।

৮:১-২ মরিয়ম যাক মগদলীনী কওয়া হয়, মগদলা নামে একটা ছোটো গঞ্জ থাকি আইসচে যেইটা কফরনাহূম আর তিবিরিয়াসের মইদ্ধোত। কিন্তুক যীশুর সঙ্গী-সাথীলার মইদ্ধত মরিয়ম নামের অইন্য বেটিছাওয়াও আছে: যীশুর নিজের মাও মরিয়ম; ক্লোপাসের বউ মরিয়ম; মার্থা যায় লাজারের বইনি, উয়ারও মরিয়ম নামে এক বইনি আছিলেক।

যীশু বিচন ছিটাইয়ার উপমা দিলেক

(মথি ১৩:১-৭; মার্ক ৪:১-১২)

৪ একদিন যীশুর বাইক্য শুনির বাদে দলে দলে নানান গঞ্জ
থাকি মানষি আসিয়া জড়ো হবার নাগিলেক। যীশু স্যেলা গল্পের
নাকান করি উমাক উপদেশ দিলেক।

৫ "শোন! একজন চাষা ভূঁইয়োত বিচন ছিটিবার
গেইলেক। আর বিচন ছিটাইতে ছিটাইতে কতলা বিচন
ঘাটার বগলত পরিলেক, কিন্তুক এইলা বিচন মানষি
ঠ্যেং দিয়া খচিলেক, আর পখিও খায়া নিলেক। ৬ আরো
কতলা বিচন পরিলেক শিলবাড়ির ভূইয়োত, আর গাজেয়া
উঠিলেক। কিন্তুক রস না থাকার বাদে রৌদের ঝালাত
বিচনলা ঝেমরী গেইলেক। ৭ আরো কতলা বিচন পড়িলেক
কাটাঝোপের মাঝত, আর কাটাঝোপ বড় হয়া ঐলাক চিপি
ধরলেক। ৮ আরো কতলা বিচন পড়িলেক ভাল্ ভূইয়োত,
আর সেইলা বড় হয়া একশো গুন বেশী ফসল হইলেক।"

গল্পের শ্যেষত যীশু জোরে জোরে কইলেক, "যার শুনিবার
কান আছে উয়ায় শুনুক।"

৯ শিষ্যলা যীশুক কইলেক, "এই উপমার মানে কী?" ১০ যীশু
উত্তর দিলেক,

ভগবানের শাসন ব্যবস্থার গোপন তত্ত্বর বিষয়লা তোমাক
জানে দেওয়া হইলেক। কিন্তুক অইন্য মানষিলাক গল্প
দিয়া কওয়া হয়। ইয়াতে,

উমরা দেখিবে কিন্তুক ভাব বুঝির পাবে না,
শুনিবে কিন্তুক মানে বুঝির পাবে না।*

৮:১০ যিশাইয় ৬:৯

[১১] ইয়ার মানে এই নাকান, যে, বিচন হইলেক ভগবানের
বাইক্য। [১২] বিচনলা যে ঘাটার বগলত পড়িচে মানে যেইলা
মানষি ভগবানের বাইক্য শোনে, কিন্তুক শোনার পাছত
শয়তান-অসুরটা উমার অন্তর হাতে সেই বাইক্য উকুরি
ফেলায়, যাতে উমরা বিশ্বাস না করিয়া উদ্ধার পায় না।
[১৩] যেইলা বিচন শিলবাড়ির ভূইয়োত পড়িচে, তার মানে
এই নাকান মানষিক বুঝায় যে, বাইক্য শুনতে কালে আনন্দে
মানি নেয়। কিন্তুক উয়ার শিপা মাটির বেশী তলত না যাবার
বাদে অল্প দিন বিশ্বাস রয়। শয়তানের পরীক্ষা আসিলে
পাছত পড়ি রয়।* [১৪] কাটাঝোপত বিচন পড়া মানে যেই
মানষিটা বাইক্য শোনে কিন্তুক সংসারের চিন্তা ভাবনায়, ধন
সম্পত্তির সুখ ভোগের লোভ লালসাত পড়ি বিশ্বাস হারে
ফেলায়। এই নাকান মানষির জীবনত ভগবানের বাইক্যের
কোন পাকা ফল দেখা দেয় না। [১৫] ভাল্ ভূইয়োত বিচন পড়া
মানে সৎ সরল মানষি বুঝাইছে, যায় ভগবানের বাইক্য
শুনিয়া মন-পরান দিয়া পালন করিয়া শক্ত করি ধরি রয়।
উয়ার জীবনত ভগবানের বাইক্যের ভাল্ ফল দেখা দেয়।

গচা জ্বলের গল্প

(মার্ক ৪:২১-২৫)

[১৬] কাঙো গচা জ্বলেয়া ডেলি দিয়া ঢাকি থোয় না,
বা চাংরার তলত থোয় না। মানষিটা গচা জ্বলেয়া ঠগার

৮:১৩ যে কোন মানষি বিশ্বাস করির পারে, কিন্তুক লোভ নালসার পরিক্ষা জয় করির না পারিলে পাপের ফান্দোত পরি যাবে। যীশু এটেকোনা যে শিক্ষা দিচে তা হইলেক উদ্ধারের ভগবানের বাইক্য শুনিয়া পালন করা। (১১:২৮; যোহন ৮:৫১; ১ম করিন্থিয় ১৫:১-২; কল ১:২১-২৩; ১ম তীম ৪:১৬; ২য় তীম ৩:১৩-১৫; ১ যোহন ২:২৮-২৯)

উপরত থোয়, যাতে ঘরের ভিতিরা সোন্দেয়া মানষিলা
আলো দেখির পায়।
[১৭] এই নাকান নুকি থোয়া কোন কিছুই নাই যে নিকলা
হইবে না। আরো এমন কিছুই গোপন নাই যে জানা যাবে না।*
[১৮] এই বাদে মোর কতা মন দিয়া শোন! ভগবানের শাসন
ব্যবস্থার বিষয় যার বুঝিবার মন আছে, উয়াক আরো বুঝির
দেওয়া হইবে। কিন্তুক যার বুঝিবার মন নাই, উয়ার মন থাকি
ভগবানের বাইক্যের সউগ কিছু কাড়ি-কুড়ি নেওয়া হইবে।

যীশুর সচাং সংসার

(মথি ১২:৪৬-৫০; মার্ক ৩:৩১-৩৫)

[১৯] এক দিন যীশুর মাও আর উয়ার ভাইলা যীশুর নগত দেখা
করির আসিলেক। কিন্তুক ভিড়ের বাদে যীশুরটে যাবার পারিলেক
না। [২০] একটা মানষি স্যেলা যীশুক কইলেক, "তোমার মাও
আর তোমার ভাইলা তোমার সাথত দেখা করির বাদে বাইরাত
খাড়া হয়া আছে।"
[২১] যীশু স্যেলা উত্তর দিলেক, "উমরায় মোর মাও, উমরায়
মোর ভাই, যায় ভগবানের বাইক্য শুনিয়া পালন করে।"

হুড়কা থামার ঘটনা

(মথি ৮:২৩-২৭; মার্ক ৪:৩৫-৪১)

[২২] এক দিন যীশু উয়ার শিষ্যলাক নিয়া একখান নাওয়োত
উঠিয়া কইলেক, "চলো হামরা সাগরের ওপার যাই।" আর

৮:১৭ শিক্ষার অর্থ এই নাকান যে, ভগবানের শাসন ব্যবস্থার কিছু তত্ত্বর বিষয়লা যদিও এলা গোপন রয়, এক দিন সউগ নিকিলি আসিবে। আরো এই নাকান যে, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা কায় মানে, কায় মানে না, এইটাও এলা নুকি থোয়া রয়, কিন্তুক এক দিন সউগ নিকিলি আসিবে।

উমরা যাবার নাগিলেক। [২৩]নাও যাইতে যাইতে যীশু নাওয়োতে
নিন গেইলেক। ঠিক সেই সমায় সাগরত অচানক একটা হুড়কা
উঠিলেক, আর নাও সাগরের ঢেউয়ের জলত ভরতি হবার
নাগিলেক। ইয়াতে উমরা খুব বিপদত পড়িলেক।
[২৪] স্যেলা শিষ্যলা যীশুক জাগেয়া কইলেক, “গুরু! গুরু!
হামরা যে ডুবি যাবার নাগচি।” যীশু উঠিয়া হুড়কার বাতাসক
আর সাগরের জলের ঢেউওক ধমক দিয়া কইলেক, “নিঝুম হঃ!”
আর কইতে কালে সউগ কিছু নিঝুম হয়া ঝিত হয়া গেইলেক।
[২৫] স্যেলা যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, “তোমারলার বিশ্বাস
কোটে?”

কিন্তুক উমরালা ভগবানের প্রতি ভক্তিতে আকুল হয়া ভয় খায়া আরো অচানক হয়া গেইলেক। উমরালা নিজের মানষিলার মইদ্ধোত কওয়া-কয়ি করির নাগিলেক, “আরেঃ, ইঙায় কায়? হুড়কার বাতাস আর জলের ঢেউওকও ইয়ায় হুকুম দেয়, আর সেইলা উয়ার কতা শোনে!”

যীশু অপদেবতা ধরা মানষিক ভাল্ করিলেক

(মথি ৮:২৮-৩৪; মার্ক ৫:১-২০)

[২৬] ইয়ার পাছত যীশু আর শিষ্যলা গালীল সাগরের অইন্য
পারত, গেরাসেনী অঞ্চলত পৌছিলেক। [২৭] যীশু নাও থাকি
নামিতে কালে ঐ অঞ্চলের গঞ্জের একটা অপদেবতা ধরা মানষি
যীশুর বগলত আসিলেক। উয়ায় ম্যেলা দিন থাকি বাড়িত রয়
না, সমাধির জাগাত রয়। উয়ায় কাপড় পিন্দে না।* [২৮-২৯] এই
অপদেবতাটা বার বার মানষিটাক পিচাসের নাকান করি

৮:২৭ মার্কের বই আর লূকের বইয়ত একটা মানষির উল্ল্যেখ করা আছে, কিন্তুক মথির বইয়ত দুইটা মানষির উল্ল্যেখ করা আছে। মথি ৮:২৮।

ধরছিলেক। যদিও সেই সমায় উয়াক পাহাড়া দিয়া শিকোল
বেড়ি নাগেয়া ঠ্যেং হাত বান্দিয়া থোয়, তাঙো উয়ায় ঐলা ছিড়ি
ফেলায়। অপদেবতাটা উয়াক বশ করি নিধুয়া পাথারত খ্যেদেয়া
নিয়া যাবার ধরছিলেক।
কিন্তুক মানষিটা যীশুক দেখিয়া আগ পাকে হাংকুড়া পাড়ি
মাটিত পড়িয়া জোরে জোরে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, "হ্যে
বাহে, মহান ভগবানের বেটা যীশু, তুই কী চাইস মোরটে?
মুই ভিক্ষা চাং মোক জ্বালা যাতনা দিবু না।" মানষিটা ক্যেনে
এই নাকান কইলেক, ক্যেনেনা যীশু মানষিটার ভিতিরা থাকি
অপদেবতাক নিকিলি যাবার হুকুম দিলেক।
৩০ যীশু স্যেলা উয়াক পুছিলেক, "তোর নাম কী?" উয়ায়
কইলেক, "হাজারিয়া।" ক্যেনেনা এই মানষিটার ভিতিরাত
হাজারে হাজারে অপদেবতা সোন্দেয়া আছিলেক। ৩১ এই
অপদেবতালা বারে বারে কাউলা-কাউলি করি যীশুক কবার
নাগিলেক, "হামাক রসার তলে যাবার হুকুম দেন না!"
৩২ সেই সমায় পাহাড়ের বগলোত খুব বড় একটা শুয়োরের পাল
চরের ধরচে। অপদেবতালা কাউলিয়া যীশুক কইলেক, "হামাক
ঐ শুয়োরের পালত সোন্দের অনুমতি দেও।" যীশু অপদেবতালার
কতাত রাজি হইতে কালে, ৩৩ অপদেবতালা মানষিটার ভিতিরা
হাতে নিকলিয়া শুয়োরলার ভিতিরাত সোন্দাইলেক। এই বাদে
শুয়োরের পাল পাহাড়ের বগল থাকি জোরে দৌড়ি যায়া সাগরের
জলত পড়িয়া ডুবি মরিলেক। ৩৪ এই ঘটনা দেখিয়া, যায় যায়
শুয়োর চরের ধরচে, উমরা ভয়ে দৌড়ি পালেয়া বগলা বগলি
গেরাম গঞ্জের মানষিলাক খবর দিলেক।
৩৫ স্যেলা কী ঘটনা হইচে এইটা দেখির বাদে মানষিলা
আসিলেক। উমরা যীশুর ওটে আসিয়া দেখিলেক, ঐ মানষিটাক যার
ভিতিরা থাকি অপদেবতালা নিকিলি গেইচে, উয়ায় ভাল্ হয়া কাপড়

পিন্দি চুপ করি যীশুর ঠেংগের বগলত বসি আছে। এই দেখিয়া
ভিরের সউগ মানষিলা ভয় খাইলেক। [৩৬] যায় যায় এই ঘটনা দেখিচে
উমরাও অইন্য মানষিলাক এই ঘটনাটা কবার ধরচে, কি নাকান
করি অপদেবতা ধরা মানষিটা ভাল্ হইলেক। [৩৭-৩৯] স্যেলা যীশুক
গেরাসেনী অঞ্চলের সউগ মানষিলা খুব ভয় খায়া কাউলা-কাটি করি
কবার নাগিলেক, যাতে যীশু উমার গেরাম ছাড়ি চলি যায়।

ঐ মানষিটা যার ভিতিরা হাতে অপদেবতালা বাইর হয়া
গেইচে, উয়ায় যীশুর সাথত যাবার বাদে কাউলা-কাউলি করির
নাগিলেক। যীশু উয়াক প্যেঠে দিয়া কইলেক, "তুই বাড়ি ফিরি
যা। ভগবান তোর বাদে কত বড় কাম করিচে, তুই যায়া সগাকে
এইলা কঃ"। এই কতা কয়া যীশু অইন্য পারত নাওত ফিরি
গেইলেক। মানষিটা স্যেলা চলি গেইলেক, আর উয়ার জীবনের
বাদে যীশু যেইলা অচানক কাম করিচে, সেইলা গঞ্জের সগাকে
কয়া প্রচার করির নাগিলেক।

যীশু অসুকিয়া বেটিছাওয়াক ভাল্ করিলেক, আর মরা চেংড়িক বত্তে উঠাইলেক

(মথি ৯:১৮-২৬; মার্ক ৫:২১-৪৩)

[৪০] যীশু য্যেলা সাগরের ঐ পার হাতে এই পারত ফিরি
আসিলেক, স্যেলা ম্যেলা মানষি খুশি মনে মানি নিলেক। ক্যেনেনা
উমরা উয়ার ফিরি আইসার বাদে বাচ্চে আছিলেক। উমরা খুব
জয় ধ্বনি দিয়া যীশুক অভিনন্দন জানাইলেক। [৪১-৪২] ঠিক ঐ
সমায় যায়ীর নামে একটা মানষি ওটেকোনা আসিলেক। উয়ায়
উপাসনা ঘরের পরধান নেতা। উয়ার এক মাত্র ছাওয়া বারো
বছরের বেটি মরণ কালের শ্যেষ দশাত পরিয়া আছে। এই
বাদে যীশুর ঠেংগের বগলত হাংকুড়া পাড়ি কাউলা-কাউলি
করির নাগচে, "হে বাহে যীশু ! মোর বাড়ি চল !"

যীশু যেলা যায়ীরের বাড়ি যাবার ধরচে, স্যেলা চাইরো পাকে
ভিরের মানষিলা হুড়াহুড়ি করি পরির নাগচে। ৪৩ ওটেকোনা
ভিড়ের মইদ্ধোত একটা বেটিছাওয়া আছিলেক, উয়ায় বারো
বছর হাতে অক্ত স্রাব অসুখে ভুগিবার ধরচে। উয়ার সারা
জীবনের কামাইয়ের টাকা-পাইসা, ডাক্তার, কবিরাজের পাছত
খরচ করিয়াও অসুখ ভাল্ হয় নাই। ৪৪ এই বেটিছাওয়াটা পাছ
পাকে আসিয়া চুপ করি যীশুর চাদরের আঁচালের কিনারটা
নাড়িলেক। আর নাড়িতে কালে কি হইলেক? উয়ার অক্ত স্রাব
বন্দ হয়া গেইলেক।
৪৫ যীশু স্যেলা পুছিলেক, "কায় মোক নাড়িলেক?"
ভিড়ের মানষিলা সগায় অস্বীকার করলেক। পিতরও কইলেক,
"হে গুরু তোমরা দেখির নাগচেন, তোমার চাইরো পাকে ভিড়ের
মানষিলা ঠেলা ঠেলি করি তোমার উপরত পরিবার নাগচে।"
৪৬ যীশু কইলেক, "মুই জানং কাঙো মোক নাড়িচে, ক্যেনেনা মুই
বুঝির পারলুং অসুখ ভাল্ করার শক্তি মোরটে থাকি নিকলিচে।"
৪৭ স্যেলা বেটিছাওয়াটা ভাবিলেক যে, এই ঘটনাটা আর
নুকি থোয়া যাবে না। বেটিছাওয়াটা স্যেলা থরথরে কাপিতে
কাপিতে যীশুর আগ পাকে হাংকুড়া পাড়ি সগারে আগত কবার
নাগিলেক, "মুই নাড়িচোং আর এলা মোর অসুখ ভাল্ হয়া
গেইচে।" ৪৮ যীশু কইলেক, "মাই, তুই বিশ্বাস করিচিস দেখি
ভাল্ হয়া গেইচিস। যা, শান্তিতে চলি যা।"
৪৯ যীশু স্যেলাও বেটিছাওয়াটার সাথত কতা কবার ধরচে, এই
নাকান সমায় উপাসনা ঘরের নেতা যায়ীরের বাড়ি হাতে একটা
মানষি আসিয়া কইলেক, "তোমার বেটি এই সংসারের মায়া
ছাড়ি চলি গেইচে, গুরুক আর কষ্ট দিয়া লাভ নাই।" ৫০ যীশু
এই কতা শুনিয়া উপাসনা ঘরের নেতাটাক কইলেক, "ভয় না
খাইস! খালি মোর প্রতি বিশ্বাস করেক, উয়ায় ভাল্ হয়া যাবেই।"

৫১ য্যেলা উমরা যায়ীরের বাড়ি পৌছিলেক, স্যেলা যীশু চেংড়ীটার
বাপ, মাও আর পিতর, যাকোব, আর যোহন ছাড়া কাঙোকে ঘরের
ভিতিরা সোন্দের দিলেক না। ৫২ শোকে ভরা মানষি দিয়া বাড়িটা
ভরতি হয়া গেইচে। যীশু কইলেক, "কিসের এত শোকের কান্দন!
উয়ায় তো মরে নাই, উয়ায় তো নিন যাবার ধরচে।"
৫৩ এই কতা শুনিয়া সগায় যীশুক ঠাট্টা টিটকারি করির
নাগিলেক, ক্যেনেনা উমরা জানে চেংড়িটা মরি গেইচে। ৫৪ যীশু
চেংড়িটার হাত ধরিয়া কইলেক, "মাই ওঠেক।"
৫৫ এই কতা কইতে কালে চেংড়িটার জীউটা ফিরি আসিলেক, আর
স্যেলায় স্যেলায় উঠিয়া বসিলেক। যীশু চেংড়িটাক খাবার দিবার
বাদে উমাক আদেশ দিলেক। ৫৬ উয়ার বাপ-মাও খুব অচানক
হইলেক, কিন্তুক যীশু এই ঘটনাটা কাঙোকে কবার না দিলেক।

যীশু বারো জন খবরিয়াক প্যেঠাইলেক

(মথি ১০:৫-১৫; মার্ক ৬:৭-১৩)

৯ একদিন যীশু উয়ার বারোজন খবরিয়াক ড্যেকেয়া তামান
অপদেবতালাক খ্যেদেবার আর অসুকিয়া মানষিলাক
ভাল্ করিবার ক্ষমতা আরো অধিকার দিলেক। ২ তার পাছত
উমাক, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা প্রচার করিবার আর অসুকিয়া
মানষিলাক ভাল্ করির বাদে প্যেঠাইলেক।*
৩ যীশু শিষ্যলাক কইলেক, "তোমরা ঘাটা চলার সমায় নাটি,
ঝোলা, খাবার, টাকা পাইসা আর পিন্দিবার বাদে অইন্য জামা-
কাপড় কোন কিছুই নেন না। ৪ গেরামের যেই বাড়িত সোন্দাবেন,

৯:২ এই পইলাবার যীশু বারোজন শিষ্যক বাছাই করিয়া উয়ার প্রতিনিধি হিসাবে বাইক্য প্রচার করির প্যেঠায়, ইস্রায়েল জাতির হারে যাওয়া মানষিলাক উদ্ধার করির (মথি ১০:৬); পাছত সউগ জাতির বাদে, সারা দুনিয়া যাবার আদেশ দেয়। (মথি ২৮:১৮-২০; মার্ক ১৬:১৫-২০)

ঐ গেরামটা না ছাড়া পর্যন্ত ঐটে থাকেন। ৫ যদি মানষিলা তোমাক
মানি না নেয়, অইন্যটে যাবার সমায় তোমার ঠ্যাংএর ধূলা ঝাড়ি
ফেলান, উমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে। ইয়াতে উমরা জানির
পাবে ভগবানের গোসা উমার উপরাত আছে।”
৬ শিষ্যলা উমার যাত্রা শুরু করিলেক, উমরা গেরামে গেরামে
চাইরো পাকে যায়া ভগবানের ভাল্ খবর প্রচার করির নাগিলেক,
আরো অসুকিয়া মানষিলাক ভাল্ করির নাগিলেক।

শাসনকর্তা হেরোদ যীশুক সন্দেহ

(মথি ১৪:১-১২; মার্ক ৬:১৪-২৯)

৭ যীশু যেইলা করির নাগলেক, সেইলা শাসনকর্তা হেরোদ
শুনিয়া ব্যাকুল হয়া গেইলেক। কাঙো কাঙো কবার নাগিলেক
দীক্ষাদাতা যোহন বত্তি উঠিচে। হেরোদ কিন্তুক কিছুই বুঝির
পারিলেক না। ৮ কাঙো বা কবার নাগিলেক আগের কালের
ভগবানের খবরিয়া এলিয় — উয়াক দেখা গেইচে। আরো
কবার নাগিলেক আগের কালের অইন্য একজন ভগবানের
খবরিয়া মরণ থাকি বত্তি উঠিচে। ৯ হেরোদ কইলেক, “মুই তো
যোহনের মাথা কাটিয়া ফেলাইচুং। তাইলে যার বিষয়ে মানষিলা
এত অচানক কতা কবার ধরচে উয়ায় কায়?” হেরোদ যীশুক
দেখিবার বাদে আকুল হইলেক।

যীশু পাঁচ হাজার মানষিক খাবার দিলেক

(মথি ১৪:১৩-২১; মার্ক ৬:৩০-৪৪; যোহন ৬:১-১৪)

১০ যীশুর অধিকার দেওয়া খবরিয়ালা ফিরি আসিয়া, কী কী
কাম করিচে সউগে যীশুক কইলেক। যীশু উমারলাক বৈৎসৈদা
গেরামের একটা নির্জন জাগাত নিয়া গেইলেক। ১১ কিন্তুক ভিড়ের
মানষিলা জানির পায়া উমারলার পাছে পাছে যাবার ধরলেক।

যীশু স্যেলা মানষিলাক গ্রহন করিয়া ভগবানের শাসন ব্যবস্থার
বিষয়ে শিক্ষা দিলেক। আর যে অসুকিয়া মানষিলার ভাল্ হবার
দরকার আছিলেক উমারলাক ভাল্ করিলেক।
১২ য্যেলা বেলা ডুবোং ডুবোং হইলেক, স্যেলা বারোজন শিষ্য
আসিয়া যীশুক কইলেক, "হামরা এলা যে জাগাখানত আছি,
এইখান হইলেক নিধুয়া পাথার, এলায় মানষিলাক বিদায় কর,
যাতে উমরা বগলা বগলি গেরামত যায়া নিজের থাকির জাগা
আর খাবার যোগার করির পায়।"
১৩-১৪ যীশু কইলেক, "তোমরায় উমারলাক খাবার দেও!"
ওটেকোনা পরায় পাঁচ হাজার বেটাছাওয়া আছিলেক। এই বাদে
শিষ্যলা উত্তর দিলেক, "এইটা অসম্ভব! হামারটে মাত্র পাঁচখান
রুটি আর দুইটা মাছ আছে। তাছাড়া আর কিছুই নাই। তোমরা
কী চান যে হামরা এই মানষিলার বাদে খাবার কিনি আনি?"
স্যেলা যীশু শিষ্যলাক কইলেক, "উমারলাক সারি সারি পঞ্চাশ
জন করি এক একদলে বসে দেও।"
১৫ শিষ্যলা ঐ নাকানে করিয়া, সগাকে বসেয়া দিলেক। ১৬ যীশু
পাঁচখান রুটি আর দুইটা মাছ হাতত নিয়া, স্বর্গের ভিতি চায়া
দেখিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিলেক। পাছত মানষিলাক খাবার
দিবার বাদে, রুটি ছিড়ি ছিড়ি শিষ্যলার হাতত দিলেক। ১৭ সগায়
শান্তি করি প্যেট ভরে খাইলেক, বাকি যেইলা পড়ি রইলেক ঐলা
একটে জড়ো করি আরো বারো ডেলি হইলেক।

পিতর কইলেক যীশুই বাছাই করা রাজা

(মথি ১৬:১৩-১৯; মার্ক ৮:২৭-২৯)

১৮ এক দিন যীশু য্যেলা একলায় প্রার্থনা করির ধরচে, স্যেলা
খালি শিষ্যলায় উয়ার সাথত আছিলেক। যীশু উমারলাক
পুছিলেক, "মুই কায়, মোর সমন্ধে মানষিলা কী কয়?"

[১৯] উমরালা কইলেক, "কাঙো কাঙো কয় দীক্ষাদাতা যোহন,
কাঙো কাঙো কয় এলিয়, আরো অইন্য কাঙো কাঙো কয়
তিনপুরানি ভগবানের খবরিয়ার মইদ্ধোত কাঙো বত্তি উঠিচে।"
[২০] যীশু উমারলাক পুছিলেক, "কিন্তুক তোমরা মোর সমন্ধে
কী কন্, মুই কায়?" পিতর উত্তর দিলেক, "তোমরা হইলেন
ভগবানের সেই বাছাই করা রাজা।"
[২১] যীশু শিষ্যলাক সাবধান করি দিয়া কইলেক, "এই কতাটা
কাঙোকে না কন্। [২২] মোক* খুব দুঃখ কষ্ট সহ্য করির নাগিবে।
যিহূদী বুড়া নেতালা, পরধান বামনলা আরো পণ্ডিত মানষিলা
মোর বিরুধিতা করিবে, উমরা মোক গ্রাহ্য করিবে না। তুচ্ছ মনে
করি মারি ফেলাইবে। কিন্তুক তিন দিনের দিন মোক মরণক
জয় করি বত্তি উঠির নাগিবে।"
[২৩] ইয়ার পাছত যীশু সগাকে কইলেক,

যদি কাঙো মোর শিষ্য হবার চান, তাইলে নিজের ইচ্ছা
আর সুবিধা ছাড়ির নাগিবে। প্রতিদিন ক্রুশের বোঝা তুলি
নিয়া মোর পাছে পাছে আসির নাগিবে।* [২৪] ক্যেনেনা যায়
ইহকালের জীবন রক্ষা করির চায় উয়ায় পরকালের জীবন
হারাবে। আর যায় মোর বাদে ইহকালের জীবন হারেবার
চায় উয়ায় পরকালের জীবন রক্ষা পাবে।

[২৫] যদি কোন মানষি গোটায় দুনিয়াটাক জয় করে, কিন্তুক
নিজের জীবন হারে ফেলায়, তাইলে লাভ কী? [২৬] মোক
নিয়া শরম না খান! মোর শিক্ষালাও নিয়া শরম না খান!
যদি খান, তাইলে যেই দিন মুই নিজের মহিমা আর স্বর্গের

৯:২২,২৬ *মোক* — গ্রীক ভাষাত "মানষির বেটা", অর্থাত "মুই যে বাছাই করা মানষিটা"। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক। **৯:২৩** যীশু ক্রুশের বোঝা তুলি নিবার কইছে, তার মানে পতি দিনের দুঃখ কষ্টের ভোগ করির কইছে।

বাপ আর পবিত্র স্বর্গের দূতলার মহিমা নিয়া বিচার করির
ফিরি আসিম, সেই দিন মুইও তোমারলাক শরম খাইম।
২৭ কিন্তুক মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং, এটেকোনা
এমন কয়জন মানষি আছে, যায় যায় ভগবানের শাসন
ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত মরিবে না।

যীশুর সাথত মোশি আর এলিয়

(মথি ১৭:১-৮; মার্ক ৯:২-৮)

২৮ এই কতালা কবার আঠ দিন পাছত, যীশু প্রার্থনা করির
বাদে, পিতর, যাকোব আর যোহনক নিয়া পাহাড়ত চড়িলেক।
২৯ যীশু য্যেলা প্রার্থনা করির ধরচে, স্যেলা উয়ার মুখের চেহারা
পালটি গেইলেক, আর উয়ার কাপড় চোপড় একেবারে সাদা
ধপ-ধপা হয়া ঝল-মল করির নাগিলেক। ৩০-৩১ অচমকায়
দুইজন মানষি উয়ার সাথত কতা কবার ধরিলেক। উমরা স্বগীয়
মহিমায় দেখা দিলেক। সেই দুইজন হইলেক মহাপুরুষ মোশী
আর ভগবানের খবরিয়া এলিয়। উমরা ভগবানের পরিকল্পনা
মত যিরূশালেমোত যীশুর ক্যেংকরি মরণ হইবে, এই নিয়া
কওয়া-কয়ি করিবার ধরচে।
৩২ স্যেলায় পিতর আর উয়ার সঙ্গী সাথীলা ঘোর নিন্দোত
আছিলেক। উমরা চেতন পায়া দেখিলেক যে, যীশুর মহিমা,
বেলার নাকান ঝল-মল করির নাগচে, আরো উয়ার বগলোত
দুইজন মানষি খাড়া হয়া আছে। ৩৩ পাছত য্যেলায় মোশী আর
এলিয় যীশুর বগল হাতে যাবার ধরচে স্যেলায়, পিতর যীশুক
কইলেক, "গুরু, ভালে হইচে যে হামরা এটেকোনা আছি।
হামরা তিনটা খ্যেরের ঘর বানাই, একটা তোমার বাদে, একটা
মহাপুরুষ মোশির, আর একটা এলিয়র বাদে।" কিন্তুক পিতর
কী কবার ধরচে সেইটা ভাবিয়া কূল কিনারা পাইলেক না।

৩৪ পিতর য্যেলা এইলা কতা কবার ধরচিলেক, স্যেলায়
একখান ম্যেঘ ওটেকোনা আসিয়া উমারলাক ঢাকি নিলেক।
আর উমরালা সেই ম্যেঘের মইদ্ধোত ঢাকা পড়াতে শিষ্যলা
খুব ভয় খাইলেক। ৩৫ আর ঐ ম্যেঘ থাকি একটা আওয়াজ
শুনা গেইলেক, "ইয়ায় মোর বেটা, মোর বাছাই করা মনের
একজন। তোমরা ইয়ার কতা শোন।"
৩৬ আওয়াজ বন্ধ হয়া যীশু একলায় উমার সাথত আছে।
শিষ্যলা যেইলা ঘটনা দেখিলেক, সেইলা ম্যেলাদিন কাঙোকে
কয় নাই।

যীশু অপদেবতা ধরা চ্যেংরাটাক ভাল্ করিলেক

(মথি ১৭:১৪-১৮; মার্ক ৯:১৪-২৭)

৩৭ পরের দিন যীশু আর উয়ার শিষ্যলা য্যেলা পাহাড় থাকি নামি
আসিলেক, স্যেলা ম্যেলা মানষি যীশুর সাথত দেখা করিলেক।
৩৮ আর এই ভিরের মানষিলার মইদ্ধোত একটা মানষি খুব জোরে
চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, "হে গুরু দয়া করি মোর বেটাটাক
দেখ, ইয়ায় মোর একমাত্র বেটা। ৩৯ উয়াক একটা অপদেবতা
ধরচে, স্যেলা উয়ায় অচমকায় চিকিরিয়া উঠে। অপদেবতাটা
স্যেলা উয়াক মোচরে, আছড়ে ফেলে দিয়া, উয়ার মুখ দিয়া
ফ্যেপেনা বির করি দিয়া, টট্টরা নাগেয়া খুব কষ্ট দিয়া ছাড়ি দেয়।
৪০ মুই তোমার শিষ্যলাক কাউলা কাউলি করিয়া কইলুং, এই
অপদেবতাটাক খ্যেদেয়া দেও। কিন্তুক উমরা পাইলেক না।"
৪১ যীশু স্যেলা কইলেক, "অবিশ্বাসীর গুষ্ঠি ! ছলুয়া মানষিলা !
মুই ধৈর্য্য ধরি কত কাল তোমার সাথত থাকিম ? তোর বেটাক
এটেকোনা আনেক।"
৪২ চ্যেংরাটাক য্যেলা আনির ধরচে, স্যেলা অপদেবতাটা
চ্যেংরাটাক মাটিত আছড়েয়া মোচড়ে ধরিলেক। যীশু

অপদেবতাটাক ধমক দিয়া চ্যেংরাটাক ভাল্ করিয়া উয়ার
বাপক ফিরি দিলেক। ৪৩ ভগবান যে কত মহান আর উয়ার
শক্তি দেখিয়া সগায় অচানক হইলেক।

যীশু নিজের মরণের ভবিষ্যত বাণী দিলেক

(মথি ১৭:২২-২৩; মার্ক ৯:৩০-৩২)

যীশুর এই কাম দেখিয়া সগায় অচানক হয়া ভাবিবার নাগিলেক।
স্যেলা যীশু নিজের শিষ্যলাক কইলেক, ৪৪ "মোর কতা মন দিয়া
শোন, আর ফম থোন, বাছাই করা মানষিটাক* মানষির হাতোত
ধরে দেওয়া হইবে।"
৪৫ কিন্তুক যীশুর এই কতার মানে শিষ্যলা বুঝির পারিলেক
না। ক্যেনেনা ভগবান উমারটে কতালা গোপন থুইচে যাতে
উমরা বুঝির না পারে। শিষ্যলা যীশুক এই কতাটার মানে কী,
পুছিবার ভয় খাইলেক।

বড় কায়?

(মথি ১৮:১-৫; লূক ৯:৪৬-৪৮)

৪৬ এক দিন শিষ্যলার মইদ্ধোত কায় বড়, এই নিয়া নিয়াই
করির ধরচে। ৪৭ যীশু উমার মনের চিন্তা ভাবনা বুঝির পায়া,
একটা ছোট ছাওয়াক নিজের বগলোত খাড়া করিলেক। ৪৮ তার
পাছত উমারলাক কইলেক, "যায় ইয়াক গ্রহন করে, উয়ায়
মোকে গ্রহন করে। আর যায় মোক গ্রহন করে উয়ায় ভগবানক
গ্রহন করে। তোমারলার মইদ্ধোত যায় সগারে চায়া ছোটো তায়
সগারে চায়া বড়।"

৯:৪৪ *বাছাই করা মানষিটাক* — গ্রীক ভাষাত "মানষির বেটা", অর্থাত "মুই যে বাছাই করা মানষিটা"। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।

৪৯ যোহন কইলেক, “গুরু তোমারে নামে একটা মানষিক
অপদেবতা খ্যেদেবার দেখিচি, উয়ায় হামার সঙ্গী-সাথী না হয়,
এই বাদে উয়াক বাদা করি দিচি।” ৫০ যীশু কইলেক, “বাদা
করেন না, ক্যেনেনা যায় তোমার বিপক্ষে নোয়ায়, উয়ায় তোমার
পক্ষে আছে।”

শমরীয় গেরামের মানষিলা যীশুক মানি নিলেক না

৫১ এদিয়া যীশুর স্বর্গত যাবার সমায় হয়া আসিয়া উয়ায়
যিরূশালেমত যাবার মন থির করিলেক। ৫২ যাবার সমায়
শমরীয় মানষিলার একটা গেরামত ঢুকিবে বুলিয়া ঐ গেরামত
সউগ কিছু ব্যবস্থা করির বাদে উয়ার আগোত খবরিয়ালাক
প্যেঠাইলেক। ৫৩ কিন্তুক যীশু যিরূশালেম যাবার ধরচে বুলিয়া
ওই গেরামের মানষিলা উয়াক মানি নিলেক না। ৫৪ এই খবরটা
যীশুর শিষ্য যাকোব আর যোহন জানিয়া কইলেক, “হে গুরু,
তোমরা কী চান যে, উমারলাক ছোবা দিবার বাদে স্বর্গ হাতে
অগুন নামেয়া আনিমো?”* ৫৫ যীশু কিন্তুক উমারলার ভিতি
ঘুরি দেখিয়া ধমক দিলেক। ৫৬ স্যেলা অইন্য গেরামত চলি
গেইলেক।

যীশুক দেখিয়া চল

(মথি ৮:১৯-২২)

৫৭ উমরা ঘাটা দিয়া যাবার ধরচে, স্যেলায় একজন মানষি
যীশুক কইলেক, “তোমরা যেটেকোনা যাবেন মুইও তোমার
পাছে পাছে যাইম।”

৯:৫৪ কোন কোন পাণ্ডুলিপিত এইটা যোগ করা হইচে যে, “ভগবানের আগের কালের খবরিয়া এলিয়র নাকান করি”। দেখ, ২য় রাজাবলি ১:১০-১২

৫৮ যীশু মানষিটাক কইলেক, “শিয়ালের খাল আছে, পখিরও
ভাসা আছে, কিন্তুক মোর* মাথা থুবার জাগা নাই।” ৫৯ যীশু
অইন্য একটা মানষিক শিষ্য হবার কইলেক, কিন্তুক ঐ মানষি
উয়ার বাপের সদগতি আর কাম-কিরিয়া না করা পর্যন্ত দেরি
করির চায়। ৬০ যীশু স্যেলা কইলেক, “যায় অমৃত জীবন পায়
নাই, উমাক মরণের চিন্তা করির দেও। কিন্তুক তোর কর্তব্য
হইলেক ভগবানের শাসন ব্যবস্থার ভাল্ খবর প্রচার করা।”
৬১ আরেকজন আরো কইলেক, “গুরু, মুই তোমার শিষ্য
হইম। কিন্তুক মোর বাড়ির থাকি বিদায় নিয়া আসির দেও।”
৬২ যীশু উয়াক কইলেক, “যায় নাঙ্গলের মুঠি ধরিয়া পাঁচিলা
পাকে দেখিয়া রয়, উয়ায় ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত থাকিবার
উপযুক্ত নোয়ায়।”

যীশু উয়ার শিষ্যলাক প্যেঠাইলেক

১০ ইয়ার পাছত গুরু আরো সত্তর জন শিষ্যক প্রচার
করির বাদে বাছাই করিলেক। উয়ায় নিজে যেইলা
গেরাম-গঞ্জ যাবে ঠিক করিচে, সেইলা জাগাত দুইজন দুইজন
করি শিষ্য প্যেঠেয়া দিলেক।* ২ যীশু উমাক কইলেক যে,

ক্ষ্যেতের ম্যেলা ফসল পাকি গেইচে, কিন্তুক ফসল কাটির
কামলা কম। এই বাদে ক্ষ্যেতের মালিকেরটে প্রার্থনা কর,
যাতে উয়ায় ফসল কাটির বাদে আরো কামলা প্যেঠেয়া দেয়।
৩ এলা যাও! ফম থন য্যেনে, তোমারলাক মুই নেকড়ে বাঘেরটে
ভেড়ার নাকান করি প্যেঠের ধরচুং। ৪ তোমার সাথত টাকা-

৯:৫৮ *মোর* — গ্রীক ভাষাত “মানষির বেটা”, অর্থাত “মুই যে বাছাই করা মানষিটা”। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক। **১০:১** কোন কোন গ্রীক পাণ্ডুলিপিত সত্তর জন শিষ্য আর কোন কোন গ্রীক পাণ্ডুলিপিত বাহাত্তর জন লেখা আছে।

পাইসা, ঝোলা, জুতা জোড়া না নেন। আর ঘাটা দিয়া যাবার সমায় অকাজের কতা কয়া সমায় নষ্ট করেন না।
[৫] তোমরা যে বাড়িত সোন্দাবেন, সোন্দাইতে কালে ঐ
বাড়ির মানষিলাক কন্, তোমার বাড়িত শান্তি হউক। [৬] যদি
উমরালা শান্তি পাবার যোগ্য হয়, তাইলে শান্তি পাবে, না হইলে
তোমার শান্তি তোমারটে ফিরি আসিবে। [৭] যেলা কোন গেরামত
যাবেন, যেই বাড়িত সোন্দাবেন ঐ বাড়িত রন্। উমরা যেইলা খাবার দিবে ঐলায় খান, ক্যেনেনা যায় কাম করে উয়ায় হাজিরা পাবার যোগ্য। এই বাড়ি ঐ বাড়ি করি না বেড়ান।
[৮] যদি তোমরা কোন গঞ্জত যান আর ওটেকার মানষিলা খুশি
হয়া তোমাক মানি নেয়, তাইলে মানষিলা যেইলা খাবার দিবে
ঐলায় খান। [৯] ঐ গঞ্জের অসুকিয়া মানষিলাক ভাল্ করেন, আর
উমারলাক কন্ যে ভগবানের শাসন ব্যবস্থা বগলত আসিচে।
[১০] যদি তোমরা কোন গঞ্জত যান আর ওটেকার মানষিলা
তোমাক মানি না নেয়, তাইলে ঐ গঞ্জের ঘাটা দিয়া বেড়েয়া এই
নাকান কন্ যে, [১১] "তোমাক ছাড়ি দিয়া হামরা এই চিন দিবার
নাগচি, তোমারলার গঞ্জের যে ধূলা হামার ঠ্যেংগত নাগিচে, ঐলাও হামরা ঠ্যেং থাকি ঝাড়ি ফেলাইলং। কিন্তুক এই কতাটা ফম করেন যে ভগবানের শাসন ব্যবস্থা বগলত আসিচে।"
[১২] মুই তোমাক কবার ধরচুং বিচারের দিনত, এই গঞ্জের মানষিলার চায়া সদোম গঞ্জের মানষিলা যে বেয়া, উমার অবস্থা ভাল্ হইবে।

অবিশ্বাসীলার শ্যেষ কালত আপদ

(মথি ১১:২০-২৪)

[১৩] ধিক্কার দ্যেং কোরাসীন আর বৈৎসৈদা গঞ্জের ধর্মীয়
মানষিলাক! যেইলা মহাশক্তির অচানক কাম তোমারলার

বাদে করচুং, ঐলা যদি সোর আর সীদোন গঞ্জের বিধর্মীয়
মানষির বাদে করা হইলেক হয়, তাইলে ম্যেলা দিন আগত
উমরা পাপ থাকি মন পস্তেয়া কপালত ছাই মাখিয়া চটির
কাপড় পিন্দিলেক হয়। [১৪] হ্যাঁ, এইটা সচাং! বিচারের
দিনত সোর আর সীদোন গঞ্জের বিধর্মীয় মানষিলার চায়া
তোমারলার বেশী সাজা হইবে! [১৫] ও বাহে! কফরনাহূমের
মানষিলা তোমারলাক কী কইম? তোমরা স্বর্গের মহান
হবার চান, কোন দিনও হবার পাবেন না। তোমারলাক
নরকত ফ্যেলে দেওয়া হইবে।
[১৬] যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, "যায় তোমাক মানি
নেয়, উয়ায় মোকও মানি নেয়। আর যায় তোমাক মানি না
নেয়, উয়ায় মোকও মানি না নেয়। ভগবান মোক প্যেঠাইচে
বুলিয়া যায় মোক মানি না নেয় উয়ায় ভগবানক মানি না
নেয়।"

শয়তান-অসুরের ধ্বংস

[১৭] স্যেলা সত্তর জন শিষ্য আনন্দে ঘুরি আসিয়া যীশুক
কইলেক, "হে গুরু তোমার নাম নিলে অপদেবতালাও হামার
বশ হয়া যায়।" [১৮] যীশু উমাক কইলেক, "মুই শয়তান-
অসুরক দ্যাওয়া হাতে ঝিলিকের নাকান করি পড়ির দেখিলুং।
[১৯] শোন! মুই তোমারলাক সাপ আর বিষ কাকড়াক ঠ্যেং
দিয়া ডল্লেবার ক্ষমতা দিচুং আর তোমার শত্রু শয়তানের
সউগ শক্তির উপরাত জয় করিবার ক্ষমতাও দিচুং। কোন
কিছুই তোমারলার ক্ষতি করির পাবে না। [২০] অপদেবতালা
তোমার বশ হয়া গেইচে বুলিয়া তোমরা আনন্দ করেন না,
বরং স্বর্গত তোমার নাম নেখা হইচে, এই বাদে তোমরা
আনন্দ কর।"

যীশু পরম ভগবানেরটে প্রার্থনা করিলেক

(মথি ১১:২৫-২৭, ১৩:১৬-১৭)

২১ ঠিক ঐ সমায় যীশু পবিত্র আত্মাত আনন্দে ভরি যায়া
কইলেক,

হে মোর বাপ, স্বর্গ আর দুনিয়ার মালিক, মুই তোক সাবাসি দ্যেং, ক্যেনেনা তুই এইলা বিষয় জ্ঞানীগুনি মানষিলারটে নুকিয়া থুইয়া ছাওয়ার নাকান মানষিলারটে উদিলি দিচিস। হে মোর বাপ তোক ধন্যবাদ দ্যেং। ক্যেনেনা এইটায় তোক ভাল্ নাগিচে।

২২ মোর বাপ মোক সউগ কিছুই দিচে। বাপ ছাড়া
কাঙোয় জানে না, বেটা কায়। আর বেটা ছাড়া কাঙো জানে না, বাপ কায়। খালি বেটাটার ইচ্ছাতে অইন্য কাঙোকে এইটা জানে দেওয়া যায়, বাপ কায়।

২৩-২৪ যীশু বারো জন শিষ্যর ভিতি ঘুরিয়া গোপনে কইলেক,
"মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, তোমরা যেই ঘটনালা দেখির ধরছেন, তিনপুরানী ভগবানের খবরিয়ালা আর রাজালা দেখির ইচ্ছা করিয়াও দেখির পায় নাই, শুনির ইচ্ছা করিয়াও শুনির পায় নাই। এইলা ঘটনা তোমরা দেখির ধরচেন বুলিয়া তোমরায় ধন্য!"

শমরীয় ভাল্ মানষির গল্প

২৫ এক দিন একজন পণ্ডিত মানষি যীশুরটে আসিয়া, উয়াক
ফান্দোত ফ্যেলের বাদে পুছিলেক, "গুরু, অমৃত জীবন লাভ করির বাদে মোক কী করির নাগিবে?"
২৬ যীশু উয়াক কইলেক, "পবিত্র সনাতন শাস্ত্ররত মোশীর
বিধানত কি নেখা আছে? তুই ঐলা পড়িয়া কী বুঝিস?"

২৭ মানষিটা উত্তর দিলেক,
"তোর সউগ মন-পরান, গেয়ান, শক্তি সঁপে দিয়া
পরমপরভু ভগবানক পিরিত করেক।*
আর নিজের দেহাক যেই নাকান করি যতন করিয়া পিরিত
করিস, ঐ নাকান করি তোর পাড়াপরশীক পিরিত
করেক।"*
২৮ যীশু মানষিটাক কইলেক, "তোর কতা তো ঠিক। এই
নাকান করিলে তুই অমৃত জীবন পাবু।"
২৯ এই পণ্ডিত মানষিটা নিজক নির্দোষ দেখেবার বাদে যীশুক
পুছিলেক, "কায় মোর পড়শি?"
৩০ যীশু একটা গল্পের উপমা দিয়া কইলেক,
একজন যিহূদী মানষি যিরূশালেম থাকি যিরীহো শহর
যাবার ধরচে, আর এই সমায় ডাকুর হাতত পড়িলেক।
ডাকুলা এই মানষিটাক ডাঙা-মারি করিয়া পাইসা কড়ি,
কাপড় খুলি নিয়া আধামরা করিয়া ঘাটার বগলোত ফ্যেলেয়া
চলি গেইলেক। ৩১ সেই সমায় একজন বামন ওই ঘাটা দিয়া
যাবার ধরছিলেক, উয়ায় ওই মানষিটাক পড়ি থাকা অবস্থাত
দেখিয়াও না দেখিবার ভান্ করি পাশ কাটেয়া চলি গেইলেক।
৩২ ঠিক একে নাকান করি মন্দিরের একজন সহকারী ওই
নাকান অবস্থা দেখিয়া উয়ায়ও পাশ কাটে চলি গেইলেক।
৩৩ কিন্তুক শমরীয় প্রদেশের অইন্য সম্প্রদায়ের একটা
মানষি বগলোত আসি দেখিতে কালে উয়ার উপরা খুব
মায়া হইলেক। ৩৪ উয়ায় মানষিটারটে যায়া উয়ার থেতলে
যাওয়া জাগাখানের উপরা জলপাই ত্যেল আর মদ দিয়া
পট্টি বান্দি দিলেক। তার পাছত রুগীটাক নিজের গাধার

১০:২৭ দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৫ **১০:২৭** লেবীয়র বই ১৯:১৮

পিটিত চড়েয়া একটা ডাড়িঘরত নিয়া যায়া উয়ার সেবা
যতন করিবার নাগিলেক।
৩৫ তার পরের দিন শমরীয় মানষিটা দুই দিনের মজুরির
টাকা* ঐ ডাড়িঘরের মালিকটাক দিয়া কইলেক, “ইয়াক
দেখাশুনা করেন। আর যদি ইয়ার চায়াও বেশি খরচা হয়,
তাইলে মুই আসিয়া শোধ করি দিম।”
৩৬ শ্যেষত যীশু কইলেক, “এলা তোমরা কি মনে করেন?
এই তিন জনের মাঝিলাত ডাকুর হাতত পড়া মানষিটার পাড়া
পড়শী কায়?”
৩৭ পণ্ডিত মানষিটা উত্তর দিলেক, “যায় ওই মানষিটাক মায়া
করিলেক তায়।” আর স্যেলা যীশু কইলেক, “যাও তোমরাও
ওই নাকান কর।”

মরিয়ম আর মার্থা

৩৮ ইয়ার পাছত যীশু আর উয়ার শিষ্যলা ঘাটা হাটতে হাটতে
একটা গেরামত পৌছিলেক, ওই গেরামত মার্থা নামের একটা
বেটিছাওয়া খুব খুশি হয়া উমাক বাড়িত জাগা দিলেক। ৩৯ মার্থার
বইনি মরিয়ম, উয়ায় গুরু যীশুরটে আসিয়া ঠ্যেংয়ের বগলোত
বসিয়া উয়ার কতা শুনির নাগিলেক। ৪০ মার্থা কিন্তুক খাবারের
জোগার করিবার বাদে খুব ব্যস্ত আছিলেক। এই বাদে মার্থা
যীশুর বগলোত আসিয়া কইলেক, “হে গুরু! এইটা কী ঠিক
হবার ধরচে? মুই একলায় সউগ কাজ কামাই করিবার ধরচুং,
আর মোর বইনি বসিয়া আছে? উয়াক তোমরা কন্ যেনে উয়ায়
আসিয়া মোক সাহায্য করে।”

১০:৩৫ গ্রীক ভাষাত: “দুইটা দীনার”, হইলেক একটা কামলার দুই দিনের
মজুরীর টাকা।

৪১ স্যেলা যীশু মার্থাক আদর করিয়া কইলেক, "মার্থা,
মার্থা, তুই ম্যেলা বিষয় নিয়া চিন্তা করি ঘাবড়েবার ধরচিস।
৪২ কিন্তুক একটাই মাত্র দরকারী বিষয় আছে। মরিয়ম সেই
ভাল্ বিষয়টা বাছাই করিচে। ঐটা উয়ারটে থাকি নেওয়া
হইবে না।"

প্রার্থনার শিক্ষা

(মথি ৬:৫-১৫; মার্ক ৭:৭-১১)

১১ এক দিন যীশু এক জাগাত প্রার্থনা করির ধরচে।
যেলা উয়ার প্রার্থনা করা শ্যেষ হইলেক, স্যেলা
উয়ার একজন শিষ্য আসিয়া কইলেক, "হে গুরু! ভগবানের
খবরিয়া যোহন তো উয়ার শিষ্যলাক প্রার্থনা করা শিখাইচে,
এলা তোমরাও হামাক প্রার্থনা করা শিখান।"
২ আর যীশু স্যেলা শিষ্যলাক কইলেক, "তোমরালা এই নাকান
করি প্রার্থনা করেন,

হে হামার স্বর্গের বাপ,
তোমার পবিত্রতা মানুক,
তোমার রাইজ্য আসুক।
৩ প্রতি দিনের খোরাক হামাক প্রতি দিনে দেও।
৪ হামারলার পাপ ক্ষমা করি দেও,
ক্যেনেনা হামার বিরুদ্ধে যায় অন্যায় করে,
হামরাও উমাক ক্ষমা করিচি।
আর হামাক পরীক্ষাত পরিবার না দিস।"

৫ যীশু ভাল্ করি বুঝি দিবার বাদে একটা উপমা দিয়া কইলেক,
ধরি নেও মইদ্ধো রাতি তোমার একজন সখার বাড়ি
যায়া কইলেন, "হে বাহে, মোক তিনখান রুটি হাওলাত
দেও, ৬ মোর আর এক সখা ঘাটা দিয়া যাইতে যাইতে

মোর এটেকোনা আইসচে, উয়াক খারার দিবার মতন
মোর কিছুই নাই।”
৭ স্যেলা তোমার সখা ঘরের ভিতিরা হাতে কইলেক,
“নাঃ রে ভাই, মোক আর কষ্ট না দিস, দুয়ার বন্ধ আছে,
এলা মুই ছাওয়া ছোট নিয়া বিছানাত শুতিয়া আছং। এই
বাদে মুই এলা তোক কোনয় দিবার পাইম না।”
৮ শুনেন ! উয়ায় সখা হবার বাদে যদিও কোন কিছুই
নাও দেয়, তবু তোমরা অনেক ক্ষন ধরি দুয়ারত খটখটেয়া
কাউলা কাটি করির ধরচেন বুলিয়া উয়ায় উঠিয়া যা দরকার
তা তোমাক দিবে।
৯ আর তারে বাদে মুই তোমারলাক কবার ধরচুং,
প্রার্থনা এই নাকানের হয়, চাইতে থাকিবেন স্যেলা তোমাক
দেওয়া যাবে; চান্দাইতে থাকিবেন তোমরালা পাবেন; দুয়ার
খটখটান তোমারলার বাদে দুয়ার খুলিয়া দেওয়া হইবে।
১০ ক্যেনেনা যায় চায় উয়াক দেওয়া হয়। যায় চান্দায়
উয়ায় পায়, আর যায় দুয়ার খট খটায় উয়ার বাদে দুয়ার
খোলে দেওয়া হয়।
১১ হে ছাওয়ালার বাপলা ! তোমার ছাওয়া মাছ চাইলে
তোমরা উয়াক একটা সাপ দিবেন কী ? ১২ বা, ছাওয়াটা
একটা ডিমা চাইলে উয়াক বিষ কাকড়া দিবেন কী ?
নাঃ ! ১৩ তোমরা বেয়া মানষি হয়াও তোমার ছাওয়ার
বাদে ভাল্ ভাল্ জিনিস দেন। স্বর্গের বাপ তো দয়ালু,
কাঙো উয়ারটে পবিত্র আত্মা চাইলে, নিশ্চয় দিবেই
দিবেই।*

১১:১৩ এই পবিত্র আত্মা পাবার গেইলে নয়া করি জন্ম হবার নাগিবে। যোহন ৩:৩

যীশুর ভিতিরাত ভগবানের শক্তি

(মথি ১২:২২-৩০; মার্ক ৩:২০-২৭)

১৪ এক দিন যীশু একটা মানষির ভিতিরা থাকি বোবা
অপদেবতাক খ্যেদাইলেক। অপদেবতা ধরাতে মানষিটার
জবান বন্ধ হয়া গেইচে। কিন্তুক অপদেবতাটা বিরি যাইতে কালে
মানষিটা কতা কবার ধরিলেক, আর এই দেখিয়া ভিড়ের মানষিলা
সগায় অচানক হইলেক। ১৫ কিন্তুক উমারলার মইদ্ধে কাঙো কাঙো
কবার নাগিলেক, "উয়ায় যে অপদেবতালাক খ্যেদায় সেইটা
হইলেক শয়তান বেলসবূল-অসুরের ক্ষমতা দিয়া!"
১৬ আর অইন্য মানষিলাও, যীশুর ক্ষমতা ভগবান হাতে
কী না, সেইটা যাচাই করির বাদে স্বর্গ হাতে একটা চিন্
দেখির চাইলেক। ১৭ যীশু উমারলার মনের কতা বুঝির
পায়া কইলেক,

যেই রাইজ্য ঝগড়া করি খণ্ড খণ্ড হয়া যুদা হয়, সেই রাইজ্য
ধ্বংস হয়। আরো কোন পরিবার যদি নিজের মইদ্ধোত ঝগড়া
করে তাইলে উমরাও ধ্বংস হয়। ১৮ তোমরালা কবার ধরচেন
যে মুই বেলসবূল-অসুরের ক্ষমতা দিয়া অপদেবতালাক
খ্যেদাং। কিন্তুক শয়তান-অসুর যদি নিজের শক্তি দিয়া
নিজের বিরুদ্ধে নড়াই করে তাইলে উয়ার রাইজ্য ক্যেমন
করি টিকিবে? ১৯ যদি শয়তান বেলসবূল-অসুরের শক্তি
নিয়া মুই অপদেবতাক খ্যেদাং, তাইলে তোমার সাথীলা
কোটে থাকি শক্তি পায়া অপদেবতাক খ্যেদায়? তোমরা
ঠিক কতা কইছেন কী না তোমার সাথীলা সেইটা বিচার
করিবে! ২০ কিন্তুক এইটা মনে করেন যে, মুই যদি ভগবানের
শক্তি নিয়া অপদেবতালাক খ্যেদাং তাইলে ভগবানের শাসন
ব্যবস্থা তোমার মইদ্ধোত শুরু হইচে।

২১ একজন শক্তিশালি মানষি অস্ত্র-সস্ত্র নিয়া যে্যলা উয়ার
বাড়ি পাহাড়া দেয়, সে্যলা উয়ার তামান কিছুই ঠিকঠাক রয়।
২২ কিন্তুক যে্যলা উয়ার চায়া কোন বলবান মানষি আইসে
সে্যলা উয়াক নড়াই করি হারে দিয়া অস্ত্র সস্ত্র কাড়ি নেয়। তার
পাছত সউগ কিছু কাড়ি কুড়ি নিয়া জিনিসলা ভাগ করি দেয়।
২৩ তাইলে মুই জানিম, যে মানষি মোর পক্ষে না হয়,
উয়ায় মোর বিরুদ্ধে। আর যায় মোর কামত ঢোকা না দেয়,
উয়ায় মোর কামের বাধা দেয়।

অপদেবতা ফিরি আইসে

(মথি ১২:৪৩-৪৫)

২৪ কোন মানষির ভিতিরা থাকি অপদেবতাটা যে্যলা
বিরিয়া যায়, সে্যলা সেই অপদেবতাটা জিরিবার বাদে
কোন এক শুনশান জাগা চান্দায়। কিন্তুক জিরিবার জাগা
না পায়া কয়, "মুই যেই মানষিরটে থাকি বিরিয়া গেইচুং,
উয়ার ভিতিরাত আসি আরো সোন্দাম।" ২৫ আর ফিরি
আসিয়া দেখে যে, ঐ মানষির জীবন খুব ঝকঝকা আরো
সাজা গোছা ঘরের নাকান আছে। ২৬ সে্যলা উয়ায় যায়া
উয়ার চায়া বেয়া আরো সাতটা অপদেবতাটাক ডে্যকে নিয়া
আসিয়া ঐ ঘরত সোন্দেয়া রয়। এই বাদে মানষিটার পইলা
দশার চায়া শে্যষ দশা আরো বেশী বেয়া হয়।
২৭ যীশু যে্যলা এইলা কতা কবার ধরচে, সে্যলা ভিরের মইদ্ধো
হাতে একটা বেটি ছাওয়া জোরে চিকিরিয়া যীশুক কইলেক,
"ধইন্য সেই মাও, যায় তোমাক গর্ভত ধারন করিচে, আর যার
বুকের দুধ তোমরা খাইচেন।"
২৮ কিন্তুক যীশু কইলেক, "ইয়ার চায়াও উমরা ধইন্য যায়
ভগবানের বাইক্য শুনিয়া পালন করে!"

যীশুরটে চিন্ চান্দায়

(মথি ১২:৩৮-৪২; মার্ক ৮:১১, ১২)

[২৯-৩০] যীশু উয়ার চাইরো পাকে জড়ো হওয়া ভিরের মানষিলাক
কইলেক,

এই কালের মানষিলা কত পাঁজি ! সউগ সমায় স্বর্গ হাতে প্রমান দেখেবার বাদে একটা চিন্ চান্দায় । শুনেন ! যোনা নামে ঐ পুরানা দিনের খবরিয়া আছিলেক । ভগবানের বাইক্য প্রচার করির বাদে উয়ায় নীনবী গঞ্জের মানষিলারটে গেইলেক, আর উমারলার নজরত উয়ায় হইচে ভগবানের একটা চিন্ । যোনার নাকান মুই* এই কালের মানষির নজরত একটা চিন্ । এই চিন্ ছাড়া আর কোন চিন্ দেখির পাইবেন না ।

[৩১] মনে করেন, ম্যেলা দিন আগোত শিবা দেশের যে
রাণী আছিলেক । শলোমন রাজার জ্ঞানের কতা শুনির বাদে দুনিয়ার শ্যেষ সীমনা থাকি এই রাণী যাত্রা করিলেক । কিন্তুক এলা তোমার এটেকোনা শলোমনের চায়াও একজন মহান মানষি আছে । এই বাদে বিচারের দিনত শিবা দেশের রাণী উঠি আসিয়া এই কালের মানষিলার দোষ
দেখেয়া দিবে । [৩২] নীনবী গঞ্জের মানষিলাও বিচারের
দিনত উঠিয়া এই কালের মানষিলার দোষ দেখে দিবে । ক্যেনেনা উমরা যোনার প্রচার শুনি পাপ থাকি পস্তেয়া মন ফিরাইলেক । কিন্তুক এলা যোনার চায়াও একজন মহান মানষি আছে ।

১১:২৯-৩০ *মুই* — গ্রীক ভাষাত “মানষির বেটা”, অর্থাত “মুই যে বাছাই করা মানষিটা” । যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক ।

পবিত্র আলো

(মথি ৫:১৫; ৬:২২-২৩)

৩৩ কাঙো বাতি জ্বলেয়া গোপন জাগাত থোয় না, বা
ডেলি দিয়া ঢাকি থোয় না। ঠগার উপরত থোয়, যাতে
ঘরত সোন্দেয়া মানষিলা আলো দেখির পায়। ৩৪ তোমার
চখু হইলেক তোমার দেহার বাতি, চখু ভাল্ হইলে গোটায়
দেহা আলোত পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তুক তোমার চখু যদি বেয়া
হয় তাইলে দেহা আন্ধারত পরিপূর্ণ হইবে। ৩৫ এই বাদে,
তোমার মইদ্ধোত যেইটা আলো আছে, সেইটা আন্ধারের কী
না, সাবধান হন ! ৩৬ যদি তোমার ভিতিরাত পবিত্র আলো
থাকে, খানিকো আন্ধার না থাকে, তাইলে গোটায় জীবন
আলোময় হবে। যেই নাকান করি বাতির আলো তোমার
উপরত পড়ে, ঐ নাকান তোমার জীবন আলোময় হবে।

যীশু ফরীশী ধর্মগুরুলার সমালোচনা করিলেক

(মথি ২৩:১-৩৬; মার্ক ১২:৩৮-৪০; লূক ২০:৪৫-৪৭)

৩৭ গুরুর এই কতা কওয়া শ্যেষ হইতে কালে, একজন ফরীশী
ধর্মগুরু উয়াক খাবার নিমন্তন দিলেক। স্যেলা যীশু বাড়ির
ভিতিরাত যায়া খাবার বসিলেক। ৩৮ কিন্তুক ওই ফরীশী ধর্ম
গুরুটা য্যেলা দেখিলেক যে, যীশু ধর্মের নিয়ম মতন খাবার
আগত হাত ধুইলেক না স্যেলা উয়ায় এই দেখিয়া অচানক
হইলেক। ৩৯ গুরু উমারলাক কইলেক,

তোমরা থালি খুরির বাইরা খান পরিস্কার করেন।
কিন্তুক তোমার মনের ভিতিরা খান, লোভ-নালসা আর বেয়া
চিন্তা-ভাবনাত ভরপুর হয়া গেইচে। ৪০ মূর্খ কোটেকার !
ভগবান তোমার কী খালি বাইরা খান বানাইচে, ভিতিরা

খান বানায় নাই? [৪১] তোমার থালা বাটিত যেইলা আছে
ঐলা গরীব মানষিক দান কর, তাইলে সউগে শুদ্ধি হয়া
যাবে। [৪২] ছিঃ ধিক্কার দ্যেং ফরীশী ধর্মগুরুলাক! ক্যেনেনা
তোমার পুদিনা, তেজপাতা আরো সউগ নাকানের সাগের
দশ ভাগের একভাগ ভগবানক সঁপে দিবার নিয়া আসির
ধরচেন। কিন্তুক ন্যায়-বিচার আর ভগবানের প্রেম-পিরিতি
একেবারে ভুলি গেইচেন। আগেরলা পালন করার সাথে
সাথে পরেরলাও পালন করা উচিত।

[৪৩] ছিঃ ফরীশী ধর্মগুরুলা তোমাক ধিক্কার দ্যেং!
তোমরালা উপাসনা ঘরের পরধান আসনত বসিবার ভাল্
পান, আর হাট বাজারত সগায় তোমাক ভক্তি করুক এই
নাকান চান। [৪৪] ফরীশীলা! তোমরালা চিন্ না দেওয়া
সমাধির নাকান। যেই নাকান কোন মানষি না জানিয়া
সমাধির উপর দিয়া হাটিয়া যায়, উমরা জানির পায় না যে,
ছুঁয়া বাড়ির উপরা দিয়া হাটি যাবার ধরচে।*

যিহূদী পণ্ডিতলার সোদে যীশুর কতা

[৪৫] স্যেলা একজন পণ্ডিত মানষি যীশুক কইলেক, "হ্যাঁ বাহে
গুরু! তোমরা এই নাকান কতা কয়া হামারলাকও অপমান
করির ধরচেন।"

[৪৬] যীশু কইলেক,

হে পণ্ডিতের ঘর, তোমারলাকও মুই ধিক্কার দ্যেং! তোমরা
মানষির উপরা খুব ভারি বোঝা চাপেয়া দেন, কিন্তুক এই বোঝা
উবিবার বাদে তোমরা নগুল নাগেয়াও সাহায্য করেন না।

১১:৪৪ ফরীসী মানষিলা বাইরাখান দেখে, কিন্তুক উমার মনটা বেয়া চিন্তা ভাবনা দিয়া ভরি। মানষির প্রতি প্রেম পিরিতি ফম্ পাসুরিয়া ধোয়া ধুয়ি যতন করে, আরো বিধির বিধান নিয়া ব্যাস্ত থাকে। গণনা বই ১৯:১৬।

৪৭ ছিঃ ধিক্কার দ্যেং তোমারলাক ! এক পাকে তোমরালা
ভগবানের খবরিয়ালার খুব সুন্দর সমাধি বানান, অইন্য
পাকে এই খবরিয়ালাক তোমারে চৌদ্দ গুষ্টিলা খুন করিচে।
৪৮ চৌদ্দ গুষ্টিলা খুন করিয়া তোমরা সমাধি খুড়ির ধরচেন।
ইয়াতে তোমরা সাক্ষী দিচেন যে তোমারলার বাপ ঠাকুরদাদা,
যেইলা কাম করিচে, সেইলা তোমরা সঠিক বুলিয়া মানি
নিবার ধরচেন। ৪৯ তোমারে বিষয় ভগবানের জ্ঞানে কইছে,
"উমারলারটে মুই মোর খবরিয়ালাক প্যেঠাইম। কিন্তুক
উমরা কোন কোন খবরিয়ালাক খুন করিবে, কোন কোন
খবরিয়ালাক অত্যাচার করিবে।" ৫০ ইয়ার ফল হইলেক,
এই দুনিয়া সিজ্জনের গোড়ার থাকি যতলা ভগবানের
খবরিয়ালাক খুন করা হইচে, উমার খুনের দুষি এই কালের
মানষিলা। ৫১ হ্যা মুই তোমাক কবার ধরচুং হেবেলের খুন
থাকি আরম্ভ করিয়া খবরিয়া সখরিয়ক খুন করা পর্যন্ত (উয়াক
ভগবানের বেদি আর মন্দিরের পবিত্র জাগার মইদ্ধোত মারি
ফ্যেলা হইচে), এইলা তামান খবরিয়ার অক্তের দায়ী এই
কালের মানষিলা।
৫২ ছিঃ ধিক্কার দ্যেং পণ্ডিত মানষিলাক ! ক্যেনেনা
ভগবানের জ্ঞান যেইটা, সেইটা তোমরা মানষিরটে থাকি
নুকি থুবার ধরচেন। তোমরা নিজেও ভগবানক জানেন
না, আর অইন্য মানষিলাকো ভগবানোক জানিবার দেন
না।
৫৩-৫৪ উয়ায় যেলা সেই জাগাখান ছাড়িয়া চলি গেইলেক,
স্যেলা পণ্ডিত মানষিলা আর ফরীশী ধর্মগুরুলা যীশুর শত্রুমি
করির বাদে খুব উঠি-পড়ি নাগিলেক। নানা নাকান বিষয়ে প্রশ্ন
পুছিয়া উয়াক কথার ফান্দোত ফ্যেলেবার বাদে বাচ্চে রবার
নাগিলেক।

ভণ্ডলার মত না হন।

(মথি ১০:২৬-৩১)

১২ ইয়ার মইদ্ধে যীশুর ওটেকোনা হাজারে হাজারে মানষি
ভিড় করি আসির নাগিলেক। আর ভিড়ের মানষিলা
ঠেলা ঠেলি করি একজন আরেক জনের উপর পরির নাগিলেক।
যীশু স্যেলা উয়ার শিষ্যলাক কইলেক,
ফরীশী ধর্মগুরুলার ভণ্ডামি শিক্ষা হাতে সাবধান থাকেন।
এইলা শিক্ষার প্রভাব ছিল্লা-ছিল্লী হয়া যায় যেই নাকান
করি খাবারের জিনিসত অল্প খানিক সোডা দিলে পুরা
খাবারের স্বাদ বদলি যায়। ২ নুকি থোয়া তামানে নিকলা
হইবে, গোপন সউগে জানে দেওয়া হইবে। ৩ তোমরা
আন্ধারত যেইলা কতা কইলেন, সেইলা দিনের আলোত
সউগে শোনা যাবে। তোমরা দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘরত যেইলা
ফুসুর ফাসার করি কইলেন, ঐলা সউগে বারান্দাত প্রচার
করা হইবে।
৪ শোন বন্ধু, যায় তোমার দেহাটাক ধ্বংস করি
দিবার পারে, বেশী কিছু করির পারে না উয়াক ভয়
না খান। ৫ কিন্তুক কাক ভয় খাবেন, সেইটা মুই জানে
দেং। তোমাক মারি ফেলের পাছত নরকত প্যেঠেবার
ক্ষমতা যার আছে, উয়াকে ভয় খান! হ্যা মুই কবার
ধরচুং উয়াকে ভয় খান।
৬ পাঁচটা চোচ পখি খুব কম দামে বেচায় কী না? কিন্তুক
ভগবান সেইলার একটারো ফম্ পাসুরি যায় না। ৭ তোমার
মাথাত কতলা চুলি আছে সউগে ভগবানের গণতি করা
আছে। কোন দিনও ভয় না খান। তোমরা তো ম্যেলা চোচ
পখির চায়াও বেশী দামী।

যীশুর বাদে নইজ্জা না খান।

(মথি ১০:৩২-৩৩; ১২:৩২; ১০:১৯-২০)

৮ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, যায় এই দুনিয়ার
মানষিলার আগত মোক গুরু বুলিয়া মানি নিবে, মুই* উয়াক
ভগবানের স্বর্গ দূতলার আগত মানি নিয়া আদর করিম।
৯ কিন্তুক এই দুনিয়াত কাঙো যদি মোক মানষিলার আগত
মানি না নেয়, তাইলে ভগবানের স্বর্গ দূতলার আগত উমাকও
মানি নেওয়া হইবে না। ১০ বাছাই করা মানষিটার* বিরুদ্ধে
কোন কতা কওয়া হইলে ক্ষমা করা হইবে, কিন্তুক পবিত্র
আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করিলে ক্ষমা করা হইবে না।
১১ মানষিলা যেলা তোমাক উপাসনা ঘরত নেতালা
আর শাসনকর্তালার টে নিয়া যাবে, নিজের সমন্ধে কী
কবার নাগিবে সেই বিষয়ে চিন্তা করেন না। ১২ কী কতা
কবার নাগিবে পবিত্র আত্মা তোমাক কতা কইতে কালে
শিখিয়া দিবে।

অহংকারী ধনি মানষি।

১৩ এক দিন ভিড়ের মইদ্ধো থাকি একটা মানষি যীশুক
কইলেক, "গুরু, বাবা যে সম্পত্তি হামার বাদে থুইয়া গেইচে,
মোর ভাইয়োক কন্ সেইলা মোর সাথে ভাগা-ভাগি করি নিবার।"
১৪ যীশু মানষিটাক কইলেক, "বিচার করির আর তোমার সম্পত্তি
ভাগ করি দিবার অধিকার মোক কায় দিচে?" ১৫ যীশু স্যেলা
ভিড়ের মানষিলাক আরো কইলেক, "সাবধান! সউগ নাকানের

১২:৮ *মুই* — গ্রীক ভাষাত "মানষির বেটা", অর্থাত "মুই যে বাছাই করা মানষিটা"। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক। **১২:১০** যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।

লোভ থাকি নিজক দূরত থোন। ক্যেনেনা কারো ধন-সম্পত্তি
উথিলিয়া পড়িলেও, জীবনের আসল উদ্দেশ্য পূরন হয় না।”
[১৬] যীশু স্যেলা গল্পের উপমা দিয়া কইলেক,
একজন ধনি মানষি আছিলেক। উয়ার ভুঁইয়োত খুব
ভাল্ ফসল ফলছিলেক। [১৭] এই দেখিয়া উয়ায় মনে মনে
ভাবিবার নাগিলেক, এলা মুই কী করিম? এত ফসল থুবার
জাগা তো মোর নাই। [১৮] ঠিক আছে, এলা মুই একটা কাম
করিম, মোর গোলাঘরলা ভাঙ্গিয়া বড় বড় গোলাঘর বানাইম।
আর সউগ ফসল আর ধন-সম্পত্তি মুই ওটেকোনা থুইম।
[১৯] পাছত মুই নিজক কইম বাঃ, ম্যেলা বছরের বাদে ম্যেলা
ভাল্ জিনিস জমা করি থোয়া আছে। এলা খাওয়া দাওয়া
করি, আরাম আল্লাদ করি জীবন কাটাইম। [২০] কিন্তুক ভগবান
উয়াক কইলেক, কিরে ভোদাই কোটেকার! আজি রাতিতে
তোক মরিবার নাগিবে। আর তুই যেইলা জমা করি থুচিস
সেইলা কায় ভোগ করিবে?
[২১] গল্পের শ্যেষত যীশু কইলেক, “যায় নিজের বাদে জগতের
ভাল্ ভাল্ সম্পত্তি জমা করে, কিন্তুক ভগবানের সাথত ভাল্
সম্পর্ক নাই, উয়ার অবস্থা ঐ নাকানের হইবে।”

ভগবানের চায়া অইন্য কোন জিনিস বড় না হয়।

(মথি ৬:১৯-২১, ২৫-৩৪)

[২২] ইয়ার পাছত যীশু শিষ্যলাক কইলেক,
এই বাদে মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, জিউ বত্তের
বাদে কি খাবেন, আর দেহার বাদে কী পিন্দিবেন, এই
নিয়া চিন্তা না করেন। [২৩] ক্যেনেনা খাবার জিনিসের চায়া
পরানটা দামী, কাপড় চোপড়ের চায়া দেহাটার গুরুত্ব বেশী।
[২৪] তোমরালা পখিলার ভিতি দেখ, উমরা বীচন ফেলায় না,

ফসলো কাটে না। আর গোলা ঘরও নাই। তাঙো ভগবান
উমাক খাবার দেয়। এই পখিলার চায়া তোমরা তো কত
বেশী দামী! ২৫ তাইলে ভয়ে দুশ্চিন্তা করি কী কোন লাভ
হয়? এই নাকান চিন্তা করি কাঙো কী নিজের আয়ু খানিক
বাড়ের পাইচে, না! ২৬ ঐ ছোট উদ্দেশ্যের বাদে দুশ্চিন্তা
করিলেও কোন লাভ নাই, তাইলে অইন্য উদ্দেশ্যের বাদে
দুশ্চিন্তা করিবেন ক্যেনে?

২৭ জঙ্গলের ফুললার কতা চিন্তা করি দেখ, উমরা ক্যেমন
করি আপেনে আপেনে বড় হয়। কাম করে না, নিজের
পিন্দিবার কাপড়ও বানায় না। তাঙো ফুললা শলোমন রাজার
ভাল্ দামী কাপড় চোপড়ের তুলনায় ঐ ফুললার সৌন্দর্য
অনেক বেশি। ২৮ ভগবান এই ঘাস ফুললাক, যেইলা আজি
আছে কালি ঝেমরি যাবে, ভগবান এইলাক এত সুন্দর করি
সাজায়। কি রেঃ অল্প বিশ্বাসীর দল! এইটা নিশ্চয় যে,
ভগবান তোমাক আরো বেশী সুন্দর করি সাজাবে।

২৯ কি খাবেন এইলা নিয়া দুশ্চিন্তা করেন না, অস্থির হন
না। ৩০ এই দুনিয়ার যেইলা মানষি ভগবানক জানে না উমরা
এইলা পাবার বাদে অস্থির হয়। কিন্তুক যায় স্বর্গের বাপ
উয়ায় জানে তোমারলার কী কী দরকার! ৩১ পইলা তোমরা
ভগবানের শাসন ব্যবস্থা মানিবার বাদে ব্যস্ত থাকো, তাইলে
ভগবান সউগ দরকারি জিনিস তোমাক দিবে।

৩২ নাখোয়াল যেই নাকান করি উয়ার ভেড়ার পালক মায়া
করে, যীশু অবলা জীবের নগত তুলনা করি কইলেক,

হে মোর ভেড়ার ছোট দল তোমরা ভয় না খান, স্বর্গের
বাপ আনন্দ করি তোমারলাক উয়ার শাসন ব্যবস্থাত
থুইবে। ৩৩ তোমারটে যেইলা ধন-সম্পত্তি আছে, ঐলা
বেচেয়া গরীবলাক দেও। এই নাকান করিলে স্বর্গত তোমার

অক্ষয় ধন জমা হইবে। ওটেকোনা চোরও আইসে না আর
পোকাও টিকিবে না। [৩৪] ক্যেনেনা যেটেকোনা তোমার ধন,
ওটেকোনা তোমার মনও থাকিবে।

সউগ সমায় তৈরি থাকেন।

(মথি ১০:৩৪-৩৬; ১৬:২, ৩; ২৪:৪৫-৫১)

[৩৫-৩৬] তোমরা এই নাকান চাকরলার নাকান হন যে
কমরত কাপড় বান্দিয়া গচা জ্বলেয়া কাজ করিবার তৈয়ার হয়া
থাকেন। যেলা তোমার মালিক বিয়াও বাড়ি থাকি নিমন্তন
খায়া আসিবে, স্যেলা দুয়ার খট খটাইতে কালে দুয়ার খুলি
দিবেন। [৩৭] যে চাকরলাক মালিক আসিয়া জাগনা দেখির
পাবে, উমরালা ধইন্য। আর মুই সচাং কবার ধরচুং যে,
স্যেলা মালিক কমরত কাপড় বান্দিয়া ঐ চাকরলাক খাবার
বসির কবে আর নিজে যতন করি খাবার দিবে। [৩৮] আধা
রাতি হউক, বা শ্যেষ রাতি যে কোন সমায় মালিক আসিয়া
সেই চাকরলাক জাগনা দেখির পাবে, উমরালা ধইন্য।
[৩৯] এই কতা মনত থোন যে, চোর কোন পলকে আসিবে
বাড়ির মালিক যদি জানির পাইলেক হয়, তাইলে জাগনা
থাকিলেক হয়। নিজের ঘরত সিঁধ কাটি চোরক সোন্দের
দিলেক না হয়। [৪০] ঐ নাকান করি সউগ সমায় তোমরালা
সতর্ক থাকেন, ক্যেনেনা বাছাই করা মানষিটা* ঠিক ঐ
সমায় আসিবে, যেলা তোমরালা সতর্ক থাকিবেন না।*

১২:৪০ *বাছাই করা মানষিটা* — যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।
১২:৪০ যেহেতু ভগবান আইসার সমায় ঠিক করা হয় নাই। এই বাদে ভগবানক যায় মানিয়া চলে আর শিষ্যলার উচিত সউগ সমায় ভগবানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা আর বাধ্য হয়া চলা। (মথি ২৪:৩৬, ৪২-৪৪; লূক ২১:৩৪; ১ম থিসলনীকীয় ৫:২-৪)

৪১ পিতর স্যেলা পুছিলেক, "হে গুরু এই শিক্ষা খালি হামাক
দিবার নাকচেন না সগাকে ?"
৪২ যীশু স্যেলা কইলেক,
জ্ঞানী আর বিশ্বস্ত কর্মচারী কায় ? উয়ায় এই নাকানের, যাক
মালিক উয়ার অইন্য চাকরলাক ঠিক সমায় খাবার-দাবার ভাগ
করি দিবার ভার দিবে। ৪৩ মালিক ফিরি আসিয়া দেখিবে, যেই
নাকান করি কাম করির কইছে, সেই নাকান করি কাম করিচে।
ঐ চাকরটা আশুর্বাদ পাবে। ৪৪ মুই সচাং করি কবার ধরচুং,
মালিকটা সেই চাকরটাক সউগ ধন-সম্পত্তির দেখা শুনার ভার
দিবে। ৪৫ যদিও সেই চাকরটা মনে মনে ভাবিবার নাগিলেক যে,
মোর মালিক তো আইসার দেরি আছে। আর ধরি নেও উয়ায়
অইন্য চাকর-চাকরানীলাক ডাঙামারি করির নাগিলেক, আর
খাওয়া দাওয়া করি মদ খায়া মাতাল হইলেক। ৪৬ স্যেলা কি
হইবে ? চাকরটা যেই দিন সতর্ক থাকিবে না, সেই দিন মালিকটা
আসি হাজির হইবে। মালিকটা কি করিবে ? উয়ায় চাকরটাক
বড় শাস্তি দিয়া অবাধ্য চাকরের জাগাত খ্যেদেয়া দিবে।
৪৭ যে চাকরটা নিজের মালিকের ইচ্ছা জানিয়াও কাম
করে নাই, মালিকের ইচ্ছা মতন তৈরি হয় নাই, ঐ নাকান
চাকরটার মালিক আসিয়া উয়াক খুব শাস্তি দিবে। ৪৮ যেই
মানষিক বেশী দেওয়া হইচে উয়ারটে থাকি বেশী পাবার
আশা করা হইবে। যারটে বেশী থোয়া হইচে, উয়ারটে
থাকি বেশী পাবার আশা করা হইবে।

যীশুক নিয়া মানষিলা একমত হবে না

(মথি ১৬:২, ৩)

৪৯ মুই এই দুনিয়াত অগুন জ্বলেবার বাদে আসিচুং।
আরেঃ সেইটা এলায় জ্বলিলে খুব ভাল্ হইলেক হয়।

৫০ আর মোক যাতনার দীক্ষা নিবার নাগিবে। যতক্ষণ মুই
এই দীক্ষাটা না নেং, তত ক্ষণ মোর মনটা ব্যাকুল হয়া
থাকিবে। ৫১ তোমরা কী ভাবিবার নাগচেন, এই দুনিয়াত
মুই শান্তি দিবার আইসচুং? না সেইটা মনে করেন না। মুই
তোমারলাক যুদা করির বাদে আইসচুং।

৫২ এলা থাকি বাড়ির পাঁচ জন ভাগ হয়া যাবে।
দুইজন তিনজনের বিরুদ্ধে। ৫৩ বাপ বেটার বিরুদ্ধে
বেটা বাপের বিরুদ্ধে; বেটি মাওয়ের বিরুদ্ধে, মাও বেটির
বিরুদ্ধে; বউ শাশুড়ির বিরুদ্ধে, শাশুড়ি বউ-এর বিরুদ্ধে
যুদা হয়া যাবে।

৫৪ যীশু ভিড়ের মানষিলার ভিতি দেখিয়া কইলেক,

তোমরা পশ্চিম পাকে ম্যেঘ দেখেন, আর ম্যেঘ দেখিয়া
কন্ জল পড়িবে, আর ঐ নাকান হয়। ৫৫ আরো দক্ষিনা
বাতাস উঠিলে কন্, গরম পড়িবে। আর ঐ নাকান হয়।
৫৬ ভণ্ডের দল, তোমরালা দ্যাওয়া আর দুনিয়ার অবস্থা
বুঝিবার পারেন, কিন্তুক এইটা কী নাকানের! তোমরা
বর্তমানের অবস্থা কিছুই বুঝির পারেন না।

৫৭ যেইলা ন্যায্য সেইলা নিজেই বিচার করেন না
ক্যেনে?

৫৮ য্যেলা তোমার বিবাদীটার নগত বিচারকের ওটে
যাবেন, স্যেলা ঘাটাতে উয়ার সাথে মিমাংসা করির চেষ্টা
করেন। আর তা না করিলে তোমাক বিচারের বাদে
কোর্ট-কাঁচারি যাবার নাগিবে। আর বিচারক তোমাক
পুলিশের হাতত দিবে। আর পুলিশ তোমাক জেলোত
ভরে থুবে। ৫৯ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, কোন
মতেই জেল থাকি ছাড়া পাবেন না, যতক্ষন না টাকা-
পাইসা শোধ করেন।

মন ঘুরিবার বিষয়ে উপদেশ

১৩ সেই সমায় কয়জন মানষি আসিয়া যীশুক কইলেক,
রোমীয় শাসনকর্তা পীলাত, গালীল প্রদেশের কয়জন
যিহূদী মানষিক মারিয়া উমার অক্ত সপেঁ দিছিলেক, উয়ার সাথত
বলির অক্তও মিশি দিছিলেক।
২ যীশু উমাক কইলেক,
তোমরা কী মনে করেন, গালীল প্রদেশের মানষিলা যার
যার দুর্গতি হইচে, উমরা গালীল প্রদেশের অইন্য মানষির
চায়া বেশী পাপী আছিলেক? ৩ মুই তোমারলাক কবার
ধরচুং, এই নাকান না হয়। আর তোমরা যদি পাপ থাকি
মন ফিরিয়া ভগবানের ঘাটাত না চলেন, তাইলে তোমরাও
সগায় ঐ নাকান করি নষ্ট হয়া যাবেন। ৪ আর য্যেলা
আঠারোজন মানষির উপরত শীলোহ চূড়া ভাঙ্গিয়া চিপা
খায়া মরণ হইচে, উমার বিষয়ে তোমরা কী ফম্ করেন?
উমরা কী যিরূশালেমের অইন্য মানষির চায়া বেশি দোষি
আছিলেক? ৫ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, সেইটা এই
নাকান না হয়! তোমরা যদি পাপ থাকি মন না ফিরান,
তোমরাও ঐ নাকান করি নষ্ট হয়া যাবেন।

অকামের গছ

৬ যীশু উপমা দিয়া কইলেক,
একজন মানষি উয়ার আংগুরের বাগানত একটা ডুমুর
গছ গাড়িচে। এক দিন গছটাত ফল ফলিচে কিনা দেখির
আসিলেক কিন্তুক কোন ফল চান্দেয়া পাইলেক না।*

১৩:৬ একটা নিফলিয়া ডুমুর গছ যিহূদী মানষিলাক কওয়া হইচে।

৭ শ্যেষত বাগানের মালিক, যায় বাগান দেখাশুনা করে
তাক কইলেক, "তিন বছর থাকি এই ডুমুর গছটাত কোন
ফল দেখির পাং নাই। এই বাদে গছটাক কাটি ফ্যেলে দেও,
ক্যেনে গছটা ফাকতে জমিন নষ্ট করিবে?" ৮ মালী স্যেলা
কইলেক, "বাবু এই বছরটা দেখ! মুই গছটার গোড়াত
চাইরও পাকে খুড়িয়া সার দিম। ৯ আইসা বছরত যদি
ফল ধরে তো ভাল্, না হইলে মুই গছটা কাটি ফ্যেলাইম।"*

জিরানের দিনত যীশু একটা বেটিছাওয়াক সুস্থ করিলেক

১০ এক বার জিরানের দিনত যীশু উপাসনা ঘরত শিক্ষা দিবার
ধরছিলেক। ১১ ওটেকোনা একটা বেটিছাওয়া আছিলেক, যাক
অপদেবতা আঠারো বছর ধরি অসুখোত ভোগেয়া কাহিল করিচে।
উয়ায় কুজা ছিলেক সিদা হবার পায় না। ১২ যীশু বেটিছাওয়াটাক
দেখিয়া বগলত ড্যেকেয়া কইলেক, "ও মাও, তোমরা অসুখ থাকি
ভাল্ হয়া গেইচেন।" ১৩ যীশু বেটিছাওয়াটাক নাড়িতে কালেই
উয়ায় একেবারে সিদা হয়া খাড়া হইলেক। আর ভগবানের
মহিমার গুনগান করিবার নাগিলেক।

১৪ কিন্তুক যীশু জিরানের দিনত ভাল্ করিল বুলিয়া যিহূদী
উপাসনা ঘরের নেতা রাগ হয়া ভিরের মানষিলাক কইলেক,
"হাপ্তার ছয়দিন তো কামাই করির বাদে আছে। অসুখ থাকি ভাল্
হবার বাদে ঐ ছয় দিনলাত আইসেন, কিন্তুক পবিত্র জিরানের
দিনত আইসেন না।"

১৫ কিন্তুক গুরু কইলেক, "ভণ্ড কোঠেকার! জিরানের দিনত
তোমরা গোয়ালী থাকি গরু বা অইন্য কোন পশু বাইর করি

১৩:৯ এই ডুমুর গছ সমন্ধে যেইলা কতা কওয়া হইচে, সেইলা ইস্রায়েলী মানষিক কওয়া হইচে। (লূক ৩:৯; হোশেয় ৯:১০; যোয়েল ১:৭)

জল খোয়ের নিয়া যান কী না ? ১৬ তাইলে এই বেটিছাওয়াটার
ভিতি দেখো, উয়ায় অব্রাহামের বংশত জন্ম নিচে আর শয়তান
উয়াক আঠারো বছর থাকি বন্দি করি থুইচে। জিরানের দিন
বুলিয়া কী উয়ায় মুক্তি পাবে না ?” ১৭ এই কতা কওয়াতে যীশুর
শত্রুলা সগায় নইজ্জা খাইলেক। আর যীশু যেইলা অচানক কাম
করিচে, অইন্য সউগ মানষি এই কামের বাদে খুব খুশি হয়া
আমোদ করির নাগিলেক।

সইষ্যা দানা আর সোডার গল্প

(মথি ১৩:৩১-৩৩; মার্ক ৪:৩০-৩২)

১৮ ইয়ার পাছত যীশু কইলেক,
ভগবানের শাসন ব্যবস্থা ক্যেমন ? মুই কীসের সাথত
উয়ার তুলনা করিম ? ১৯ ভগবানের শাসন ব্যবস্থা হইলেক,
একটা ছোট সইষ্যা দানার নাকান। য্যেলা দানাটা নিয়া
একজন মানষি জমিত ফ্যেলে দেয়, স্যেলা গছটা বড় হয়া
এই নাকান হয় যে, উয়ার ঠাইলোত পখিও ভাসা বান্দিয়া
রয়।
২০-২১ ভগবানের শাসন ব্যবস্থা হইলেক সোডার নাকান,
কোন একজন বেটিছাওয়া আঠারো কেজি ময়দাত যদি
অল্প সোডা মিশায় তাইলে সউগ ময়দায় ফাপিয়া ফুলি
ওঠে।*

১৩:২০-২১ উপমার অর্থ এই নাকান হয়, পরভু যীশু য্যেলা এই দুনিয়াত আসিলেক, স্যেলা ভগবানের শাসন ব্যবস্থা শুরু হইলেক, কিন্তুক শুরু হবার সাথে সাথে পূরন হয় নাই। ভগবানের শাসন ব্যবস্থা পুরন হবার বাদে সমায় নাগিবে। এইটা ভগবানের ইচ্ছা। শুরুতে ভগবানের শাসন ব্যবস্থা ছোট দেখা যায়, সইষ্যা দানার নাকান, বা অল্প সোডার নাকান। পাছত বিরাট বড় হয়া যাবে।

সরু ঘাটা

(মথি ৭:১৩, ১৪, ২১-২৩; মার্ক ৩:২০-২৭)

২২ যীশু ম্যেলা গেরাম গঞ্জত শিক্ষা দিয়া যাইতে যাইতে
যিরূশালেমের ওদি যাবার ধরচে। ২৩ একজন মানষি যীশুক
পুছিলেক, "হে গুরু! খালি অল্প কয়জন মানষি উদ্ধার পাবে
কী?" যীশু কইলেক,

২৪ ভগবানের শাসন ব্যবস্থা একটা ঘরের নাকান যার
দুয়ার খুব সরু। ম্যেলা মানষি ঐ ঘরত সোন্দেবার চাইলেও
সোন্দের পাবে না। এই বাদে তোমরালা ঐ ঘরের সরু
দুয়ারখান দিয়া সোন্দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ২৫ য্যেলা
ঘরের মালিক দুয়ার বন্দ করি দিবে, স্যেলা তোমরা
বাইরাত খাড়া হয়া দুয়ারত খট্-খটাইতে, খট্-খটাইতে
কবেন, "মালিক হামার বাদে দুয়ার খুলি দেও।" কিন্তুক
ঘরের মালিক কইবে, "তোমরালা কোটে থাকি আসচেন,
মুই তোমাক চেনং না।" ২৬ স্যেলা তোমরা কইবেন,
"তোমার সাথত হামরা খাবার খাইছিলং। আর তোমরা
তো হামারলাক ঘাটায় ঘাটায় শিক্ষা দিচেন।" ২৭ স্যেলা
উয়ায় কবে, "তোমরা কোটে হাতে আইসচেন, মুই তো
তোমাক চিনং না। পাজিরঘর! তোমরা সগায় মোর এটে
থাকি চলি যাও।"

২৮ তোমরা স্যেলা বাইরাত খাড়া হয়া রবেন। আর
ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোব আরও
ভগবানের খবরিয়ালাক দেখির পাবেন। স্যেলা কান্দিবেন
আর যন্তনাত দাঁতে দাঁত কিড়-মিড়াবেন। ২৯ ভগবানের
শাসন ব্যবস্থা য্যেলা পূরন হয়, স্যেলা পুব, পশ্চিম, উত্তর,
দক্ষিন এই চাইরো পাকের মানষিলা আসিয়া একটে বসিয়া

খাওয়া-দাওয়া করিবে। ৩০ ফম্ থোন, যায় পাছত আছে,
উয়ায় আগত পাটত জাগা করি নিবে। আর যায় আগত
আছে উয়ার জাগা হইবে সগারে পাছত।*

যিরূশালেমোত যীশুর মরণের ভবিষ্যত বাণী

(মথি ২৩:৩৭-৩৯)

৩১ খানিক পাছত কয়জন ফরীশী দলের মানষি আসিয়া যীশুক
কইলেক, "এলায় তুই এটে হাতে চলি যা। ক্যেনেনা হেরোদ
রাজা তোক মারি ফেলেবার বাদে চান্দের নাগচে।"
৩২ যীশু উমাক কইলেক,
তোমরা যায়া ঐ চালাক শিয়ালটাক কন্, মুই আজি
আর কালি, এই দুই দিন অপদেবতালাক খ্যেদাইম আর
ভাল্ করির বাদে অচানক কাম করিতে থাকিম। পরশু
দিন মোর নিজের কাম শ্যেষ করিম। ৩৩ যাই হউক
আজি-কালি আর পরশু মোক আগেয়া যাবার নাগিবে।
যিরূশালেম ছাড়া অইন্য কোনটে ভগবানের খবরিয়ার
মরন হবার পায় কী?
৩৪ ছিঃ যিরূশালেম, হায়, হায় যিরূশালেম! ভগবানের
খবরিয়াক তোমরা খুন করেন, ভগবান তোমারটে যাক
প্যেঠাইচে তাক তোমরা শিল দিয়া ঢেলান। মুরগী যেই
নাকান করি উয়ার বাচ্চাক পাখার তলত একটে করি থোয়
ঐ নাকান করি মুইও তোমারলাক কতবার একটে করির

১৩:৩০ যিহূদী মানষিলা প্রথমে ভগবানের শাসন ব্যবস্থার কতা শুনিলেক। তার পাছত দুনিয়ার অইন্য সউগ জাতি এই কতা শুনিলেক। ভগবানের শাসন ব্যবস্থা য্যেলা পূরন হইবে, স্যেলা এই নাকান না হয় যে যিহূদীলা বড় হইবে আর অইন্য জাতি ছোট। যায় পাছত আছে, উয়ায় আগত পাটত জাগা করি নিবে।

চেষ্টা করিচুং, কিন্তুক তোমরালা রাজি হন নাই। ৩৫ তোমরা
দেখেন, তোমার বাড়ি খালি পড়ি রবে।
আর যত দিন তোমরা না কন্ যে, "যায় ভগবানের
নামে আসিচে তায় ধইন্য," তত দিন তোমরা মোক দেখির
পাবেন না।*

জিরানের দিনত মানষিক ভাল্ করা কী ঠিক

১৪ ১-২ একদিন যীশু জিরানের দিনত একজন ফরীশী দলের
নেতার বাড়িত নিমন্তন খাবার গেইলেক, ওটেকোনা
একজন পাণ্ডু রুগী আছিলেক, যার গোটায় দেহাত জল ধরি ফুলি
গেইচে। ফরীশী মানষিলা যীশুক খুব ভাল্ করি নজর দিয়া দেখির
নাগিলেক। ৩ যীশু ফরীশী ধর্মগুরুলা আর পণ্ডিত মানষিলাক
পুছিলেক, "শাস্ত্রেরের বিধির বিধান মতে জিরানের দিনত কোন
অসুকিয়া মানষিক ভাল্ করা কি ঠিক?" ৪ ধর্ম গুরুলা উত্তর না
দিয়া চুপ করি রইলেক। যীশু অসুকিয়া মানষিটার দেহাত হাত
দিয়া নারিয়া ভাল্ করিলেক, আর উয়াক প্যেঠেয়া দিলেক।
৫ তার পাছত ধর্ম গুরুলার ভিতি দেখিয়া পুছিলেক, "তোমারলার
মইদ্ধোত কায় এমন আছে? জিরানের দিনত কারো গরু বা
ছাওয়া-ছোট যদি ইন্দিরাত পরি যায়, তাইলে কী উয়াক জিরানের
দিনের বাদে ইন্দিরা থাকি তুলিবেন না?" ৬ উমরা যীশুর কতার
কোন উত্তর দিবার পাইলেক না।

নিজক উচা না করেন

৭ নিমন্তনিয়া মানষিলা বসিবার বাদে সন্মানের জাগা বেছি নিবার
ধরচে, এই দেখিয়া যীশু উমাক উপমা দিয়া কবার নাগিলেক,

১৩:৩৫ গীত ১১৮:২৬

[৮] যদি কাঙো তোমাক বিয়াও বাড়িত ভোজের নিমন্তন
করে, তোমরা সম্মানের ভাল্ জাগাত যায়া না বইসেন, হয়
তো তোমার থাকিও আরো বেশী সম্মানের মানষি নিমন্তন
পাইচে। [৯] যদি অইন্য মানষিটা আইসে, তাইলে নিমন্তন
দেওয়া মানষিটা, তোমাক কবে, "তোমরা এই জাগাখান
ইয়াক এটে বসির দেও।" স্যেলা তোমরা শরম খায়া নিচা
মানের জাগাত বসির যাবেন।

[১০] এই নাকান যাতে না হয়, তোমরা নিমন্তন পায়া
কী করিবেন? নিমন্তন বাড়িত যায়া সউগ চায়া নীচা
জাগাত বসিবার যান। স্যেলা যায় তোমাক নিমন্তন
করিচে, উয়ায় তোমারটে আসিয়া কবে, "সখা চলো,
আরো ভাল্ জাগা খালি পরি আছে ওঠেকোনা বইসো।"
এই নাকান করিলে সউগ নিমন্তনিয়ার আগত সন্মান
পাবেন। [১১] যায় নিজক উচা করে উয়াক নিচা করা
হইবে, আর যায় নিজক নিচা করে, উয়াক উচা করা
হইবে।

[১২] স্যেলা যীশু নিমন্তন দেওয়াইয়া-টাক কইলেক,

যেলা তুই দুপুরা বা রাতির ভোজের খাওয়া-দাওয়ার
ব্যবস্থা করিবু, স্যেলা তুই তোর সাগাই-সোদর, বন্ধু-বান্ধব,
আর ধনী পাড়া-পড়শীক নিমন্তন করিস না। ক্যেনেনা, এই
নাকান করিলে, নিমন্ত্রনের বদলে উমরাও তোক নিমন্তন
করিবে। ইয়াতে তোমার নিমন্তন শোধ হয়া যাবে। [১৩] কিন্তুক
তুই যেলা নিমন্তন করিবু দিন-দুঃখী, কানা-খোড়াক নিমন্তন
দিস। [১৪] ইয়াতে তুই ভগবানের আশুর্বাদ পাবু। ক্যেনেনা
উমরা তোর নিমন্তন শোধ করির পাবে না। আর যেলা
মরণ থাকি ভগবানক মানা মানষিলা বত্তি উঠিবে, স্যেলা
তুই পুরুস্কার পাবু।

একটা বড় ভোজের উপমা

(মথি ২২:১-১৪)

১৫ এই কতালা শুনতে কালে, খাবার বইসা মানষিলার মইদ্ধো
থাকি একটা মানষি যীশুক কইলেক, "ভগবানের রাইজ্যত যায়
খাবার বইসবে, উয়ায়-এ ধইন্য।"
১৬ যীশু একটা গল্পের উপমা দিয়া কইলেক,

একজন মানষি বড় একটা ভোজের ব্যবস্থা করিয়া,
ম্যেলা মানষিক নিমন্তন করিলেক। ১৭ য্যেলা ভোজের
সময় হইলেক, স্যেলা উয়ার একজন চাকরোক, নিমন্তনিয়া
মানষিলাক ড্যেকের বাদে প্যেঠেয়া দিলেক। উয়ায় যায়া
মানষিলাক কইলেক, "তোমরা আইসো রান্দোন-বারোন
হয়া গেইচে।"

১৮ কিন্তুক উমরা একটার পর একটা তাল-বাহানা
দেখেবার নাগিলেক। পইলা জন চাকরটাক কইলেক,
"মুই অল্প খানিক জমিন কিনিচুং, মোক ঐলা যায়া দেখির
নাগিবে, দয়া করি মোক মাফ করেন।"

১৯ আর একজন কইলেক, "মুই পাঁচ হাল হালুয়া গরু
কিনিচুং, ঐলা যাচাই করির যাবার ধরচুং। দয়া করি মোক
মাফ করি দেন।"

২০ অইন্য আরেক জন কইলেক, "মুই এলায় বিয়াও
করিচুং, এইবাদে মুই যাবার পাইম না।"

২১ তার পাছত চাকরটা মালিকোক যায়া সউগ কতায়
পই-পই করি কইলেক। মালিকটা গোসা হয়া চাকরটাক
কইলেক, "তুই পচ পচে যায়া গঞ্জের ঘাটার মোড়ে মোড়ে,
অলি-গলি যায়া, দীন-দুঃখী, কানা-খোড়া, নুলা উমাক
ড্যেকেয়া আনেক।"

২২ এইলা করার পাছত চাকরটা কইলেক, “মালিক
তোমার কতা মতন সউগে করা হইচে, কিন্তুক এলাও জাগা
খালি পড়ি আছে।”

২৩ এই কতা শুনিয়া মালিক চাকরটাক কইলেক, “গঞ্জের
বাইরাত সড়কে সড়কে আর অলি-গলি যায়া মানষিলাক
এটেকোনা আসিবার বাদে জোর কর, যাতে করি বাড়ি
ভরি যায়। ২৪ মুই তোক কবার ধরচুং, পইলাত যাক যাক
নিমন্তন করা হইচে, উমার মইদ্ধে কাঙোয় এই নিমন্তন
খাবার পাবে না।”

পইলা চিন্তা-ভাবনা

(মথি ১০:৩৭,৩৮)

২৫ একদিন ম্যেলা মানষি ভিড় করি যীশুর সাথত যাবার
নাগিলেক, আর যীশু মুখ ঘুরিয়া উমারলাক কইলেক,

২৬ যদি কোন মানষি মোর পাছত আসির চায়, উয়ায়
উয়ার মাও-বাপ, মাইয়া, বেটা-বেটি, ভাই-বইনি এমন কি
নিজের জীবনের চায়া মোক যদি বেশী পিরিত না করে,
তা হইলে উয়ায় মোর শিষ্য হবার পাবে না। ২৭ যায় যায়
মোর পাছত আসির চায়, কিন্তুক নিজের ক্রুশের কষ্টের
বোঝা ঘাড়ত নিয়া মোর পাছে পাছে আইসে না, উয়ায়
মোর শিষ্য হবার পায় না।

২৮ তোমার মইদ্ধোত কাঙো যদি দালান কোটা বানেবার
চায়, তাইলে উয়ায় আগত হিসাব করি দেখিবে যে, বাড়িটা
বানাইতে কত টাকা খরচা হইবে, অতলা টাকা আছে কী
না? ২৯ আগত হিসাব না করিলে হবার পায় যে ঘরের ভিটি
বানাইতে সউগ টাকা খরচ হয়া যাবে, ঘর বানা শ্যেষ করির
না পায়া। পাছত যে মানষিলা দেখিবে উমরা সগায় হাসা

হাসি করিবে। ৩০ আর সগায় কবে, “মানষিটা ঘর বানা
শুরু করিলেক ঠিকেই, কিন্তুক শ্যেষ করির পারিলেক না।”
৩১ কোন রাজা য্যেলা আরেক রাজার সাথত যুদ্ধ করির
যায়, স্যেলা আগত পরামর্শ-দাতার নগত বসিয়া চিন্তা-ভাবনা
করিবে কি না ? যে উয়ার মাএ দশ হাজার সৈন্য, আর শত্রু
রাজার কুড়ি হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করির পাবে কি
না। ৩২ যদি না পায়, তাইলে ঐ অইন্য রাজা দূরত থাকিতে
শান্তির চুক্তি করির বাদে উয়ার খবরিয়াক প্যেঠেয়া দিবে।
৩৩ শ্যেষত যীশু কইলেক,

একেই নাকান করি তোমার মইদ্ধোত কাণ্ডো যদি উয়ার
নিজের সউগ কিছু ছাড়িয়া না আইসে, তাইলে উয়ায় মোর
শিষ্য হবার পারে না।

নিজের ভাল্ গুন নষ্ট না করেন

(মথি ৫:১৩; মার্ক ৯:৫০)

৩৪ নুন তো খুব ভাল্ জিনিস; কিন্তুক নুনের সোয়াদ যদি
হারে যায় তাইলে আরো নোন্তা করা যাবে না। ৩৫ নোন্তা
ছাড়া নুন তো অকাজের। ভুঁইয়েরও হয় না, সারের ভিড়াও
হয় না। তাইলে মানষি ফ্যেলেয়া দেয়।

যার শুনিবার মন আছে উয়ায় ধ্যান দিয়া শুনুক আর
বুঝির চেষ্টা করুক !

হারে যাওয়া ভেড়ার গল্প

(মথি ১৮: ১০-১৪)

১৫ ম্যেলা পাপী আর মাসুল আদায়কারী মানষিলা যীশুর
বগলত বাইক্য শুনিবার বাদে আসিলেক। ২ এই
দেখিয়া ফরীশী দলের ধর্মগুরুলা আর পণ্ডিতলা বিরক্তি হয়া

গোদর গোদর করিয়া কবার নাগিলেক, "আরে ! যীশু ক্যেনে
জঘন্য পাপী মানষিলাক আপন করি নিয়া উমারলার সাথত
মেলা-মেশা আর খাওয়া দাওয়া করে ?"
৩ স্যেলা ঐ মানষিলাক শিক্ষা দিবার বাদে, যীশু উপমা দিয়া
কইলেক,

৪ তোমারলার কারো একজনের একশোটা ভেড়া
আছিলেক। যদি ঐ ভেড়ার দলের মইদ্ধো থাকি একটা
হারেয়া যায়, তাইলে কী করিবেন ? ঐ নিরানব্বইটা ভেড়া
মাঠত থুইয়া হারে যাওয়া ভেড়াটাক চান্দেবার যাবেন
কী না ? যতক্ষন না পান, ততক্ষন চান্দাইতে থাকিবেন।
৫ স্যেলা পাইতে কালে খুশিতে ভেড়াটাক গদ্দনাত নিয়া
বাড়িত আসিবেন। ৬ পাছত সাগাই সোদর পাড়া-পরশীক
কবেন, "আইসো আমোদ করি, মোর যেইটা ভেড়া হারেয়া
গেইচে ঐটা মুই পাইচুং !"

৭ একে নাকান করি, কন্ দেখি যে নিরানব্বই জন সাধু
মানষি আছে, যার পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরিবার দরকার
নাই। উমারলার চায়া একজন পাপী মানষি পাপ থাকি মন
পরিবর্তন করিলে, স্বর্গত বেশী আনন্দ হয়।

হারে যাওয়া সিকি পাইসার গল্প

৮ তোমরা মনে করেন, কোন একজন বেটিছাওয়ার দশটা
রূপার কাঁচা টাকা আছে। একদিন একটা রূপার টাকা হারেয়া
গেইলেক। গচা জ্বলেয়া না পাওয়া পর্যন্ত ঘরের সউগ জাগা
ভাল্ করি ঝাটা দিয়া শাপ্টিয়া চান্দাবে কি না ? ৯ যেলা
পাবে স্যেলা উয়ার নিজের বন্ধু-বান্ধব আর পাড়া পড়শীলাক
ড্যেকেয়া কবে, "তোমরাও মোর নগত আমোদ-ফুর্তি কর !
ক্যেনেনা হারে যাওয়া টাকাটা মুই পাইচোং।" ১০ ঠিক এই

নাকান করি যে্যেলা কোন একজন পাপী নিজের পাপ থাকি
পস্তেয়া মন ফিরায়, স্যেলা ভগবানের স্বর্গ দূতলা আনন্দে
আত্তহারা হয়া যায়।

হারে যাওয়া বেটার গল্প

১১ যীশু কইলেক,
মনে করেন কোন একজন মানষির দুইটা বেটা
আছিলেক। ১২ ছোট বেটা উয়ার বাপক কইলেক, "বাবা!
যেইলা সম্পত্তির মুই ভাগ পাইম, তোমরা বত্তি থাকা
কালে ঐলা মোক দ্যেও।" এই বাদে বাপটা দুই বেটাক
সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিলেক। ১৩ স্যেলা কী হইলেক?
কিছুদিন পাছত ছোট বেটা সউগ সম্পত্তি বেচেয়া টাকা-
পাইসা নিয়া ভিন্ দ্যেশত চলি গেইলেক। ওটেকোনা বেয়া
জীবন যাপন করিয়া সউগ টাকা পাইসা খরচা করি শ্যেষ
করিলেক। ১৪ যে্যেলা উয়ার সউগ টাকা-পাইসা খরচা হয়া
গেইলেক, স্যেলায় ঐ দ্যেশের সউগ জাগাত খুব মঙ্গা
দেখা দিলেক। আর এইবাদে উয়ায়ও অভাবত পরিলেক।
১৫ স্যেলা চেংড়াটা কাম চান্দের বাদে ঐ দ্যেশের একটা
চাষার বাড়িত যায়া কাম করির চাইলেক। চাষাটা উয়াক
সউগ চায়া ঘিনের কাম, শুয়োর চরের কাম, যেইলা ছোট
জাতের মানষি ডোম, ডাওয়োই এর নাকান করে, ঐ কাম
দিলেক। ১৬ আর প্যেটের ভোকে যেই খাবারলা শুয়োরক
খাবার দেওয়া হয় ঐলা খাবার চাইলেক। কিন্তুক ঐলাও
দেওয়া হইলেক না।
১৭ পাছত একদিন উয়ার হুস ফিরি আইসতে কালে
ভাবির নাগিলেক, "মোর বাপের বাড়ির ম্যেলা কামলা
আছে, উমার খাবারের অভাব হয় না। আর মুই এটেকোনা

প্যেটের ভোকোত মরিবার ধরচুং। [১৮] মুই মোর বাপের বাড়ি যাইম, আর যায়া কইম বাবা মুই তোর বিরুদ্ধে পাপ করিচুং মোক ক্ষমা করেক। [১৯] মোর কোন যোগ্যতা নাই তোর বেটা হবার। মুই কামলার নাকান করি থাকির চাং।”

[২০] আর এই নাকান চিন্তা ভাবনা করিয়া উয়ায় বাড়ির ভিতি ফিরি যাবার ধরলেক। কিন্তুক দুর থাকি বেটাক দেখিয়া বাপের মায়া হইলেক, স্যেলা বাপটা কী করিলেক? পচপচে হাটি যায়া বেটাক বুকত জড়ে ধরিয়া গাও সোত্তেয়া আদর করির নাগিলেক।

[২১] বেটা বাপক কইলেক, “বাবা! মুই ভগবানের নজরত আর তোর বিরুদ্ধত পাপ করিচুং। মুই তোর অযোগ্য বেটা, মোর বেটা হবার যোগ্যতা নাই।”

[২২] স্যেলা উয়ার বাপ চাকরক ড্যেকেয়া কইলেক, “যাও! বাড়ি যায়া সউগ চায়া ভাল্ জামা আনিয়া ওড়ে দেও আর হাতত সোনার আংটি, ঠ্যেঙত জুতা বাপইওক পেন্দে দেও। [২৩] আর ভোজের বাদে গদ-গদা মোটা পশু মার। আইসো সগায় মিলি আমোদ ফুর্তি করি। [২৪] ক্যেনেনা তোমরা জানেন, উয়ায় মরি গেইচে, এলা ফির বত্তি উঠিচে! উয়ায় হারি গেইচে, এলা উয়াক ফিরি পাচুং।” তারে বাদে সগায় আমোদ ফুর্তি করির নাগিলেক।

[২৫] এই সমায় বড় বেটা কিন্তুক ভূঁইয়োত আছিলেক, উয়ায় বাড়ির বগলোত আসতে কালে গান বাজানার শব্দ শুনির পাইলেক। [২৬] আর চাকরটাক পুছিলেক, “আরে! বাড়িত কিসের এত গান বাজনা হবার ধরচে?” [২৭] চাকরটা স্যেলা কইলেক, “তোর ভাই নিরাপদে বাড়ি ফিরি আইসচে। এই বাদে গান বাজনা হবার নাগচে। আর মোটা গদ-গদা পশু মারিয়া ভোজের ব্যবস্থা করিচে।”

[২৮] এই কতা শুনতে কালে বড় দাদা গোসা হয়া বাড়ির
ভিতিরা যাবার চাইলেক না। স্যেলা উয়ার বাপ নিজে বাইরা
আসিয়া আদর করিয়া বাড়ি নিয়া যাবার বাদে খোসামত
করির নাগিলেক।* [২৯] স্যেলা উয়ায় কইলেক যে, “দেখ!
মুই ম্যেলা দিন থাকি চাকরের নাকান করি তোর দেখভাল্
করি আসিলুং। কোন দিন অবাদ্ধ হং নাই। তাঙো কোন
দিন মোর বন্ধু বান্ধবের সাথত আমোদ ফুর্তি করি খাবার
বাদে একটা ছাগলের বাঁচ্চাও দেন নাই। [৩০] কিন্তুক আজি
তোর এই বেটা বেশ্যালার পাছত টাকা পাইসা উড়ি ফুরি
দিচে। উয়ায় আইসার সাথে সাথে বাড়ির গদ-গদা পালা
পশুটা কাটা হইলেক।”

[৩১] স্যেলা উয়ার বাপ কইলেক, “বাপই, শোনেক! তুই
তো মোর নগত সউগ সময় আছিস, আর মোর যেইলা আছে
সউগে তোর। [৩২] এলায় খুশি হয়া হামার ফুর্তি করা উচিত।
ক্যেনেনা উয়ায় তো তোর ভাই হয় যায় মরি গেইচে, এলা
বত্তি উঠিচে। হারেয়া গেইচে, উয়াক পাওয়া গেইচে।”

একজন চালাক কর্মচারী

(মথি ৫:৩১-৩২; ১১:১২-১৩; মার্ক ১০:১১-১২)

১৬ যীশু উপমা দিয়া শিষ্যলাক আরেকটা গল্প কইলেক,
একজন ধনি মানষি আছিলেক, আর উয়ার একজন
পরধান কর্মচারীও আছিলেক। মালিক পরধান কর্মচারীর নামে
অপবাদ শুনিলেক যে, উয়ায় মালিকের ধন-দৌলত নষ্ট করির
ধরচে। [২] মালিক কর্মচারিটাক ড্যেকেয়া কইলেক, মুই তোর নামে

১৫:২৮ গোসা এটেকোনা বড় বেটাক এই নাকান করি দেখা হইচে খালি
বাইরাত ভগবানের আদেশ পালন করে, অন্তর থাকি পালন করে না। ধর্মের
ঝলকানি দেখায়।

কী শুনির ধরচুং? এলা তুই হিসাব ঠিক করি মোক বুঝিয়া দে।
ক্যেনেনা তুই আর পরধান কর্মচারির পদত থাকিবার পাবু না।
৩ "এলা পরধান কর্মচারিটা মনে মনে চিন্তা করির ধরিলেক,
কী হইবে? মোর মালিক তো মোক কাম থাকি নিকিলি দিবে।
কিন্তুক মাটি কাটির বা মানষির বাড়িত হাজিরা করির মোর
শক্তি নাই, আর ভিক্ষা করিরো মোক শরম নাগে। ৪ যেটায়
হউক, মোর কর্মচারীর কাম চলি গেইলেও মানষি যাতে মোক
আপন করি নিবার পায়, এলা থাকি তার ব্যবস্থা করিম।"
৫ এই চিন্তা করিয়া উয়ার মালিকেরটে যায় যায় দ্যেনা
করিচে, উমারলাক সগাকে ড্যেকেয়া পইলা জনক পুছিলেক,
"মোর মালিকেরটে তোর কত দ্যেনা আছে?" ৬ মানষিটা
কইলেক, "দুই হাজার চারশো লিটার ত্যেল।" কর্মচারিটা
কইলেক, "বসিয়া পচপচে উয়ার আধা করি নেখেক।"
৭ পরধান কর্মচারি আরেক জনক পুছিলেক, "তোর কত
দ্যেনা আছে?" উয়ায় উত্তর দিলেক, "চল্লিশ কুন্টাল ট্যাল
গম।" কর্মচারিটা কইলেক, "তুই তোর কাগজত ত্রিশ কুন্টাল
ট্যাল গম নেখি থো।" ৮ যদিও ওই কর্মচারিটা অসৎ তাঙো
উয়ার শিয়ালের নাকান চালাকি দেখিয়া মালিক উয়াক
সাবাসি দিলেক।

যীশু এই গল্প শ্যেষ করিয়া শিষ্যলাক শিক্ষা দিবার বাদে
কইলেক, "এইটা ঠিক যে, এই দুনিয়ার মানষিলা উমার নাকান
মানষিলার নগত নিজের আচার আচারনে সাধু মানষির তুলনায়
বেশী চালাক।* ৯ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, এই দুনিয়ার ধন

১৬:৮ যীশু এটেকোনা আত্মিক মানষিলাক জগতের মানষির নাকান চালাক হবার কইছে। যাতে এই জগতের ধন আত্মিক কামত ব্যবহার করা হয়। এটেকোনা ভাল্ উদ্দেশ্যের বাদে জগতের মানষির তুলনায় আত্মিক আরো চালাক হবার নাগিবে।

অসৎ, এইলা চিরকাল থাকিবে না। তাইলে কী করা যায়? এই দুনিয়াত তোমার যে ধন আছে, ওইলা নিয়া মানষিলাক সাহায্য করিয়া সখা পাতাও। ইয়াতে পরকালের ঘরত থাকিবার বাদে তোমাক বরণ করি নেওয়া হইবে।

১০ যে কাঙোয় ছোট বিষয়োত বিশ্বাসযোগ্য, উয়ায় বড় বিষয়ত
বিশ্বাসযোগ্য হইবে। আর যায় ছোটো বিষয়োত অসৎ, তায়
বড় বিষয়ত অসৎ হইবে। ১১ যদি তুই দুনিয়ার এই অসৎ ধন-
দৌলতের বাদে বিশ্বাসযোগ্য না হইস, তাইলে তোক স্বর্গের
আসল ধন কায় দিবে? ১২ অইন্যের সম্পদের বিষয়ে তোমারলা
যদি বিশ্বাসযোগ্য না হন, তাইলে তোমার যে নিজের সম্পদ
আছে সেইলায় বা তোমাক কায় দিবে?

১৩ কোন চাকর দুইজন মালিকের সেবা করিির পায় না। ক্যেনেনা উয়ায় একজনক ঘিন খাবে, অইন্য জনাক পিরিত করিবে। বা একজনক মায়া করিবে, অইন্য জনাক অবহেলা করিবে। তোমরা ভগবান আর ধন-সম্পদ দুইটার সেবা করিির পারেন না।”

১৪ যীশুর এই কতা শুনি ফরীশী ধর্মগুরুলা টিটকারি করিির
নাগিলেক, ক্যেনেনা উমারলার ধন সম্পত্তির খুব লোভ-নালসা
আছিলেক। ১৫ যীশু উমারলাক কইলেক,

তোমরালা নির্দোষ দেখের বাদে মানষির আগত নিজক ধার্মিক ভাব দেখান। কিন্তুক ভগবান তোমার অন্তরের কতা জানে, মানষিরটে যেইটা নামের বিষয়, ভগবানেরটে সেইটা ঘিনের বিষয়।

১৬ ধর্মের মূল বিষয় কী? দীক্ষাদাতা যোহনের আইসার আগত মূল বিষয় আছিলেক মহাপুরুষ মোশীর দেওয়া বিধির বিধান আর ভগবানের পুরানা খবরিয়ালার খবর। যোহনের আইসার পাছত ভগবানের শাসন ব্যবস্থার ভাল্

খবর প্রচার শুরু হইচে। আর সেই শাসন ব্যবস্থা সগায়
মানিবার চেষ্টা করির ধরচে। [১৭]তাইলে শুনেন, দ্যাওয়া
আর দুনিয়া ধ্বংস হওয়া সহজ। কিন্তুক শ্রী মোশীর দেওয়া
বিধানের এক বিন্দু গুরুত্ব কমা কঠিন!

[১৮]যে কাঙো নিজের বৌ-ওক ছাড়ি দিয়া অইন্য
একজনক বিয়াও করে, উয়ায় ব্যভিচার করে। আর
যায় ভাতার ছাড়ি বেটিছাওয়াক বিয়াও করে, উয়ায়ও
ব্যভিচার করে।*

এক ধনি মানষি আর লাসারের গল্প

১৯ যীশু একটা গল্প কইলেক,

একজন ধনী মানষি আছিলেক। উয়ায় বাইগুনি রংয়ের
খুব দামী কাপড়-চোপড় পিন্দে। উয়ায় ভোগ বিলাসে
আমোদ করিয়া জীবন কাটায়। [২০]ঐ ধনী মানষির দুয়ারত
লাসার নামে একজন কাঙাল ভিখারীক সউগ দিন আনি
থোয়া হয়। উয়ার গোটায় দেহাত ঘাউয়া [২১]আর কুকুর
আসিয়া লাসারের ঘাউয়া চাটিয়া দেয়। ধনী মানষিটার
খাবারের টেবিল থাকি যেইলা ছুঁয়া-আইটা খাবার পরিয়া
রয়, ঐলায় খায়া উয়ায় প্যেট ভরের আশা করি রয়।

[২২]একদিন সেই গরীব লাসার মরি গেইলেক, স্যেলা স্বর্গ
দূতলা নিয়া যায়া উয়াক অব্রাহামের কোলাত বসাইলেক।
পাছত একদিন ধনী মানষিটাও মরিলেক, আর উয়াক সমাধি
দেওয়া হইলেক।

[২৩]ধনি মানষিটার আত্মা নরকত গেইলেক, নরকের
যন্তনাত পড়িয়া উয়ায় উপরা ভিতি চায়া দূর থাকি অব্রাহামক

১৬:১৮ মথি ৫:৩২; ১ম করি ৭:১০-১১

দেখির পাইলেক। যাক সউগ জাতির বাপ কওয়া হয়,
উয়ারে কোলাত লাসার বসিয়া আছে।
২৪ স্যেলা ধনি মানষিটা চিকিরিয়া অব্রাহামক কইলেক,
"হে মোর বাপ মোক দয়া করেক, লাসারক মোর এটেকোনা
প্যেঠেয়া দেও, যাতে উয়ার নগুলের মাথা জলত ডুবিয়া,
সেই জল দিয়া মোর জীবাখান ঠান্ডা করিয়া দেয়। মুই
অগুনের আঁচের যন্তনাত পড়িয়া আছং।"
২৫ অব্রাহাম কইলেক, "বাপই তুই ফম্ করেক, সারা
জীবন সুখ-ভোগ, আমোদ করি জীবন কাটাইচিস। কিন্তুক
কাঙাল লাসার দুঃখে জীবন কাটাইচে, এলা তুই কষ্ট পাবার
ধরচিস, আর উয়ায় সুখে-শান্তিতে আছে। ২৬ এইলা ছাড়াও
তোর আর হামার মইদ্ধোত আকাশ পাতাল ফারাক আছে।
ইচ্ছা করিলেও কাঙো এটে থাকি তোমার ওটেকোনা যাবার
পাবে না, আর কাঙো ওঠে থাকি এটেকোনা আসির পাবেন
না।"
২৭ ধনি মানষিটা অব্রাহামক কইলেক, "হায় রে ! বাবা
দয়া করি লাসারক মোর বাপের বাড়িত প্যেঠেয়া দেও।
২৮ ক্যেনেনা মোর যে পাঁচ ভাই বাড়িত আছে, উমাক
সাবধান করি দিউক, যাতে উমাক নরক যন্তনাত কষ্ট পাবার
না নাগে।"
২৯ কিন্তুক অব্রাহাম কইলেক, "মোশি আর ভগবানের
খবরিয়ার নেখা সনাতন পবিত্র শাস্ত্রত সাবধান করি দেওয়া
হইচে, তোর ভাইলা ঐলা পড়িয়া মানুক।"
৩০ ধনী মানষিটা অব্রাহামক কইলেক, "বাবা ! এই নাকান
নোয়ায়, সনাতন পবিত্র শাস্ত্র উমরা পড়িবার নোয়ায়। কিন্তুক
মরা মানষির মইদ্ধো হাতে কাঙোয় উঠিয়া উমারটে গেইলে
স্যেলা উমরা পাপ থাকি পস্তেয়া ভগবানের ঘাটাত চলিবে।"

৩১ কিন্তুক অব্রাহাম কইলেক, "যদি শ্রী মোশির আর
ভগবানের খবরিয়ার কতা না শুনে, তাইলে মরা মানষির
মইদ্ধো থাকি কাঙো উঠিলেও উমরা বিশ্বাস করিবে না।"

ক্ষমা আর বিশ্বাসের শিক্ষা

(মথি ১৮:৬, ৭, ২১, ২২; মার্ক ৯:৪২)

১৭ যীশু এক দিন উয়ার শিষ্যলাক কইলেক,
পাপের ফান্দ তো সউগ সমায় বসা থাকিবেই।
কিন্তুক যায় ঐ পাপের ফান্দ বসায়, ধিক্কার দেং উয়াক!
২ যায় মোর ছোট শিষ্যলাক পাপের ফান্দত ফেলেবার চেষ্টা
করে, উয়ার বাদে ভগবানের শাস্তির তুলনায়, গালাত একটা
বড় শীল বান্দিয়া সাগরের জলত ডুবিয়া মরা অনেক ভাল্।
৩ সাবধান রন্! যদি তোমার গুরু ভাই বা বইনি পাপ
করে তাইলে উয়াক ভয় দেখান। আর যদি পাপের ঘাটা
থাকি মন ফিরায় তাইলে উয়াক ক্ষমা করেন। ৪ যদিও উয়ায়
তোমার বিরুদ্ধে দিনে সাতবার পাপ করে, আর পতিবার
পাপের বাদে পস্তেয়া তোমারটে ক্ষমা চায়, তাইলে উয়াক
ক্ষমা করেন।

৫ স্যেলা প্রভু যীশুর বারোজন খবরিয়ালা উয়াক কইলেক, "হে
গুরু! হামার মনের বিশ্বাস আরো বাড়ান।" ৬ যীশু কইলেক,
যদি তোমারলার বিশ্বাস একটা সরিষা দানার নাকান
হইলেক হয়, তাইলে ঐ বড় তুত গছটাক কবার পাইলেন
হয়, সিপা সুদায় উকুরি যায়া সাগরত হঃ। তাইলে গছটা
শুনিলেক হয়।

৭ মনে করেন, তোমারলার মইদ্ধোত কোন মালিকের
চাকর হাল বয়ের বা ভেড়া চরের গেইচে। যেলা উয়ায়
খেতবাড়ি থাকি আসিবে, স্যেলা কী মালিক উয়াক কবে,

“তুই মোর নগত বসিয়া খা।” [৮] না, মালিক কবে না।
উয়ায় কবে যে, “মোর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেক।
আর কমরত গামছা বান্দিয়া মোর সেবা যতন কর। তার
পাছত তুই খা।” মালিক এই নাকান কবে। [৯] আর এই
নাকান সাধারন কাম করির বাদে মালিকটা কি চাকরটাক
সাব্বাসি দিবে? না, দিবে না। ক্যেনেনা এইটা উয়ার কাম।
উয়াক এইটা করির নাগিবে।
[১০] একেই নাকান করি মোর সউগ আজ্ঞা পালন করিয়া তোমরা
কবেন, “হামরা তো অযোগ্য দাস। হামরা নিজের কর্তব্য পালন
করিচি মাত্র।”

দশ জন কুষ্ঠ রুগী শুদ্ধি হইলেক

[১১] যীশু যিরূশালেম যাবার সমায় গালীল আর শমরীয়া অঞ্চলের
সীমনা দিয়া যাবার ধরচে। [১২-১৩] যাবার সমায় কোন একটা
গেরামত সোন্দের সাথে সাথে উয়াক দশ জন কুষ্ঠ রুগী দেখির
পাইলেক। উমরা দূর হাতে জোরে জোরে চিকিরিয়া কবার
নাগিলেক, “হে দয়াল প্রভু! হে যীশু! হামাক দয়া করেক।”
[১৪] যীশু উমারলাক দেখিয়া কইলেক, “তোমরা সগায় যিহূদী
বামনলারটে যাও। তোমরালা যে ভাল্ হয়া গেইচেন, এইটা প্রমান
করির বাদে তোমারলার দেহা দেখান।” স্যেলা উমরা যাবার ধরচে,
আর ঘাটা দিয়া যাইতে যাইতে দশ জনেই একেবারে শুদ্ধি হয়া
ভাল্ হয়া গেইলেক। [১৫] ঐ দশ জনের মইদ্ধে একজন নিজক ভাল্
হওয়া দেখিয়া জোরে জোরে চিকিরিয়া ভগবানের মহিমার গুনগান
করিলেক। জয় ভগবানের জয়! জয় ভগবানের জয়! করিতে
করিতে যীশুরটে ফিরি আসিলেক। [১৬] উয়ায় উবুরি হয়া যীশুক
ভক্তি দিলেক, ক্যেনেনা উয়ায় একেবারে ভাল্ হয়া গেইচে। উয়ায়
আছিলেক শমরীয় জাতের মানষি, যাক যিহূদী মানষিলা ঘিন করে।

১৭ যীশু মানষিটাক কইলেক, “মুই কী তোমার দশ জনকেই
শুদ্ধি করি ভাল্ করং নাই, তাইলে বাকী নয় জন কোটে?
১৮ ভগবানের গুনগান করির বাদে এই অইন্য জাতের মানষিটা
ছাড়া আর কাঙোয় কি ফিরি আসিলেক না?” ১৯ যীশু এই
মানষিটাক কইলেক, “ওঠেক, চলি যাঃ! তুই বিশ্বাস করিচিস
বুলিয়া ভাল্ হইচিস।”

ভগবানের শাসন ব্যবস্থা আসির ধরচে

(মথি ২৪:২৩-২৮, ৩৭-৪১; মার্ক ১৩:২১-২৩)

২০-২১ একদিন ফরীশী ধর্মগুরুলা যীশুক পুছিলেক, “ভগবানের
শাসন ব্যবস্থা কোন সমায় আসিবে?” যীশু কইলেক, “ভগবানের
শাসন ব্যবস্থা এই নাকান করি আইসে না, তোমরা চখু দিয়া
দেখির পাবেন না। মানষি এই নাকান কবার পাইবে না যে এই
দেখো, এই জাগাত! বা ঐ জাগাত! ক্যেনেনা তোমরালা দেখেন
ভগবানের শাসন ব্যবস্থা তোমার মইদ্ধোত আছে।”
২২ অল্প সমায় পাছত যীশু নিজের শিষ্যলার মাঝত কতা-বার্তা
করির নাগিলেক যে,

এমন এক দিন আসিবে, য্যেলা মোক* তোমার দেখির
ইচ্ছা হইবে, কিন্তুক তোমরা দেখির পাবেন না। ২৩ মানষিলা
তোমাক খবর দিবে যে মুই ফিরি আইসচুং, উমরা কবে,
“এইটে দেখো!” না “ঐটে দেখো!” তোমরা খানিকো বিশ্বাস
করেন না আর উমার পাছত তোমরা যান না। ২৪ য্যেলা মুই
আসিম স্যেলা কোন কিছু গুপ্ত থাকির না হয়। যেই নাকান
করি বিজলি চমকাইলে আলোর ঝলকানি দ্যাওয়ার এক পাক

১৭:২২,২৪,২৬ *মোক/মুই* — গ্রীক ভাষাত “মানষির বেটা”, অর্থাত “মুই যে বাছাই করা মানষিটা”। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।

থাকি অইন্য পাকে ছড়িয়া ভইভইয়া হয় অমন করি আসিম।
২৫ কিন্তুক পইলাতে মোক খুব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করির নাগিবে।
এই কালের মানষিলা মোক মানি নিবার না হয়, উমরা মোক
অগ্রাহ্য করিবে। ২৬ নোহ্ নামের মানষিটার সমায় যেই নাকান
বানা হইচিলেক, ঐ নাকান হইবে য্যেলা মুই আসিম। ২৭ বানা
আসিয়া ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মানষিলা খাওয়া দাওয়া করে,
বিয়াও করে, বিয়াও দেয়, আর নোহ্ নাওত চড়িয়া সোন্দাইতে
কালে বড় বানা আসিয়া সউগ নাশ করিলেক।
২৮ আরো মনে করেন ম্যেলা দিন আগত লোট নামের একটা
মানষি আছিলেক। ঐ সমায়ও উমরা খাওয়া দাওয়া, বেচা-
কেনা, গছ গাড়া, ঘর বানা সউগে করির ধরচিলেক। ২৯ কিন্তুক
যেদিন লোট সদোম গঞ্জ হাতে বাইর হয়া আসিলেক, সেদিন
দ্যাওয়া হাতে অগুনের বর্ষন হয়া সগাকে নাশ করিলেক।
৩০ একে নাকান করি মানষিলা য্যেলা সাধারন জীবন যাপন
করিতে থাকিবে মুই বাছাই করা মানষিটা স্যেলা আসিম। ৩১ সেদিন
যায় ঘরের বারান্দাত আছে উয়ায় মাল-পত্র নিবার বাদে ঘরত
না সোন্দাউক, আর যায় জমিনত কাম করে বাড়িত ফিরিয়া না
আসুক। ৩২ লোটের বৌ-এর কতা ফম্ কর !* ৩৩ যায় ইহকালের
জীবন রক্ষা করির চায় উয়ায় পরকালের জীবন হারাবে। আর
যায় ইহকালের জীবন হারেবার চায় উয়ায় পরকালের জীবন রক্ষা
পাবে। ৩৪ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, সেই রাইতোত দুইজন
একে বিছানাত থাকি নিন যাবে, একজনক তুলি নেওয়া হইবে,
অইন্য জন ওটে রবে। ৩৫-৩৬ দুইজন বেটিছাওয়া একখান জাতা

১৭:৩২ শিষ্যলা যাতে লোটের বৌ-এর নাকান ভুল না করে, এই বাদে যীশু সাবধান করি দিলেক। লোটের বৌ ভগবানের কতা না মানিয়া পাছ পাকে ঘুরি দেখতে কালে একটা নুনের থাম্বা হয়া গেইলেক। (আদি পুস্তক ১৯:২৬ আরো দেখ লূক ৯:৬২)

ঘুরাইতে থাকিবে, একজনক তুলি নেওয়া হইবে অইন্য জনাক
ছাড়ি দেওয়া হইবে।*
৩৭ শিষ্যলা কইলেক, "গুরু ! কোটে কোনা এই নাকান হইবে ?"
যীশু শ্লোক দিয়া কইলেক, "মরা যেটেকোনা থাকে ওটেকোনা
শকুন আসিয়া জড়ো হয়।"

ভগবান উয়ার মানষিলার কতা শুনে

১৮ যীশু চাইছে শিষ্যলা যাতে সউগ সমায় প্রার্থনা করে। আর
নিরাশ না হয়, এইবাদে উয়ায় উপমা দিয়া কইলেক,
২ কোন একটা গঞ্জত একজন বিচারক আছে, উয়ায়
ভগবানক ভয় না খায় আরো মানষিকো অবহেলা করে।
৩ ঐ গঞ্জত একজন বেটিছাওয়াও আছে, উয়ায় বিধুয়া। এই
বিধুয়াটা বিচারকেরঠে বারে বারে আইসে। ক্যেনে আইসে
জানেন ! উয়ায় মিনতি করি বিচারকটাক কইলেক, "ন্যায়
বিচার করিয়া মোর বিরোধিটার বিরুদ্ধোত রায় দেও।"
৪ ওই বিচারকটা কিছু দিন পর্যন্ত কিছুই করিলেক না।
কিন্তুক শ্যেষত বিচারকটা মনে মনে এই নাকান ভাবিবার
নাগিলেক, "মুই তো ভগবানক ভয় না খাং, আরো মানষিক
অবহেলা করং। ৫ তাঙো এই বিধুয়াটা মোক বারে বারে
বিরক্ত করির ধরচে। তাইলে মুই কি করিম ? উয়ায় যাতে
মোক বিরক্ত না করে মুই উয়ার ন্যায় বিচার করিম।"
৬ এই উপমা শ্যেষ করিয়া যীশু কইলেক,
এলা তোমরা কি শিখিলেন। এই অধার্মিক বিচারকটাক
যাতে বিধুয়াটা বিরক্ত না করে এই বাদে ন্যায় বিচার করিবে।

১৭:৩৫-৩৬ কিছু গ্রীক পাণ্ডু লিপিত এই কতাও নেখা আছে যে, "খেত বাড়িত দুইজন কামাই করিতে থাকিবে, একজনক তুলি নেওয়া হইবে অইন্য জনাক ছাড়ি দেওয়া হইবে।"

৭ অধার্মিক বিচারকটা যদি এই নাকান হয়। তাইলে ভগবান
সমন্ধে তোমরা কি চিন্তা করেন। ভগবানের নিজের বাছাই
করা মানষিলা আছে। এই বাছাই করা মানষিলা দিন-রাতি
কাউলা কাউলি করিবার নাগচে। উমরা চায় ভগবান যাতে
ন্যায় বিচারের রায় ঘোষনা করিবে। এই বাদে উমরা দিন-
রাতি কাউলা কাউলি করির নাগচে। ভগবান উমার বাদে
কী ন্যায় বিচার করিবে না? নিশ্চয় করিবে! উমাক সাহায্য
করির বাদে উয়ায় দেরি করিবে কী? ৮ ভগবান নিশ্চয় পচ্-
পচে আসিয়া ন্যায় বিচারের রায় ঘোষনা করিবে।

ভাল্, তাইলে মুই এইটা পরিস্কার করি কইম যে মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা, আর মোর উপরাত বিশ্বাস করির নাগিবে। কিন্তুক মুই এই দুনিয়াত ফিরি আসিয়া কয় জনক বিশ্বস্ত দেখির পাইম?

ফরীশী ধর্মগুরু আর মাসুল আদায়কারী

৯ যে কাঙো এই নাকান ভুল চিন্তা করে, "মুই মহান আর অইন্য
মানষিলা তুচ্ছ।" এই বাদে ঐ নাকান মানষিলাক শিক্ষা দিবার
বাদে যীশু এই উপমাটা দিলেক।

১০ ধরেন, দুইজন মানষি আছিলেক। একজন ফরীশী
ধর্মগুরু, আরেক জন মাসুল আদায়কারী। এই দুইজন মানষি
এক দিন দশংগতি মন্দিরত প্রার্থনা করির গেইলেক।*
১১ ফরীশী ধর্মগুরুটা খাড়া হয়া নিজের বিষয়োত প্রার্থনা

১৮:১০ যিহূদী মানষিলা মনে করে যে রোমের এই মাসুল আদায়কারী, ইমরা অন্যায় করি মাসুল আদায় করে, আরো রোমের বেয়া মহারাজার সেবা করে। এই বাদে যিহূদী সমাজের মানষিলা সগায় এই মাসুল আদায়কারীক ঘিন করে। যিহূদীলা আরো মনে করে যে এই মাসুল আদায়কারী নিজের জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

করির নাগিলেক, “হে ভগবান, অইন্য মানষির নাকান মুই
না হং এই বাদে মুই তোমাক ধন্যবাদ দেং। উমরা তো
ছল-চাতুরী, অসৎ, ব্যভিচারী। মুই উমার নাকান না হং
এই বাদে মুই তোমাক ধন্যবাদ দেং। ঐ ঘুষখোর মাসুল
আদায়কারীক দেখেন নিশ্চয় মুই উয়ার নাকান না হং।
ধন্যবাদ, ভগবান ধন্যবাদ ! ১২ মুই হাপ্তাত দুই দিন উপাস
থাকং আর মোর আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দান করং।”
১৩ ঐ নাকান ফরীশী ধর্মগুরুটা প্রার্থনা করিচে। কিন্তুক
মাসুল আদায়কারী মানষিটা অইন্য নাকানের। উয়ায় দূরত
খাড়া হয়া ছিল। উয়ায় স্বর্গের ভিতি চখু তুলি দেখিবার
সাহস পাইলেক না; বরং আপশোস করি কপাল চাপড়েয়া
কইলেক, “হে ভগবান ! মুই পাপী; মোক ক্ষমা করেক।”
১৪ উমরা বাড়ি চলি গেইলেক। তোমরা কী মনে
করেন, ভগবান কাক নির্দোষ কয়া মানি নিলেক ? মাসুল
আদায়কারীটাক নির্দোষ কয়া মানি নিলেক। কিন্তুক
ফরীশীটাক নির্দোষ কয়া মানি নিলেক না। ক্যেনেনা যায়
নিজক ছোট মনে করে, উয়াক বড় করা হইবে, কিন্তুক যায়
নিজক বড় মনে করে উয়াক ছোট করা হইবে।

যীশু ছাওয়ালাক আশুর্বাদ করিলেক

(মথি ১৯:১৩-১৫; মার্ক ১০:১৩-১৬)

১৫ এক দিন যে কোনো মানষিলা উমার ছোট ছাওয়ালাক নিয়া
যীশুর ওটেকোনা আসিছে। যীশু যাতে ছাওয়ালার মাথাত হাত
থুইয়া আশুর্বাদ করিবে, এইটা উমরা চায়। কিন্তুক শিষ্যলা
ছাওয়ালাক যীশুরটে আসিবার দেয় নাই। শিষ্যলা ছায়ালাক
বাধা দিয়া দাবরেবার নাগিলেক। ১৬ যীশু এই ঘটনা জানিয়া
ঐ ছাওয়ালাক নিজের বগলত ড্যেকাইলেক। ছাওয়ালা আসিয়া

যীশু শিষ্যলাক কইলেক, "ছোট ছোট ছাওয়ালাক মোরটে আসির
দেও, উমাক বাদা করেন না। এই শিক্ষা শিখেন, ভগবানের
শাসন ব্যবস্থা আসির ধরচে, কিন্তুক ঐ শাসন ব্যবস্থা কায় মানির
পায়? যায় এই ছোট ছাওয়ার নাকান আছে। ১৭ এইটা ভাল্ করি
ফম থোন। নিজক ছোট মনে না করিলে, কোন দিন ভগবানের
শাসন ব্যবস্থা জানির পাবেন না!"

সমাজের ধনী শাসনকর্তা

(মথি ১৯:১৬-৩০; মার্ক ১০:১৭-৩১)

১৮ একদিন যিহূদী সমাজের একজন নেতা যীশুরটে আসিয়া
পুছিলেক, "হে গুরু, তোমরায় ভাল্ মানষি। এলা মুই অমৃত
জীবন লাভ করির চাং। এই অমৃত জীবন লাভ করির বাদে
মোক কী করির নাগিবে?"
১৯ যীশু উয়াক কইলেক, "মোক ক্যেনে ভাল্ কবার ধরচেন?
একমাত্র ভগবানে ভাল্। ২০ তুই তো ভগবানের আজ্ঞা জানিস।
ব্যভিচার, খুন, চোর করেন না, মিছাং সাক্ষী দেন না, তোমার
মাও-বাপক সন্মান করেন।"
২১ নেতাটা উত্তর দিলেক, "মুই তো ছাওয়াকাল থাকি এইলা
মানি আসির ধরচুং।" ২২ এই কতা শুনিয়া যীশু উয়াক কইলেক,
"এলাও তোর একনা কাম করির বাকী আছে। তোর সউগ ধন-
সম্পত্তি বেচেয়া টাকা-পাইসা কাঙ্গালক বিলিয়া দে, এই নাকান
করিলে স্বর্গত তোর ধন জমা হইবে। তার পাছত আসিয়া মোর
শিষ্য হ।" ২৩ স্যেলা কী হইলেক? এই কতাটা শুনতে কালে
মানষিটার মুখ কালা হয়া গেইলেক। ক্যেনেনা উয়ার ম্যেলা
ধন-সম্পত্তি আছিলেক।
২৪-২৫ যীশু এই দেখিয়া উপমা দিয়া কইলেক, "ধরি নেও
সুইয়ের ফুটা দিয়া একটা বড় জানোয়ারের সোন্দা সহজ।

কিন্তুক একটা ধনী মানষির পক্ষে ভগবানের শাসন ব্যবস্থা মানি
নেওয়া খুব কঠিন !”
২৬ যায় যায় যীশুর এই কতা শুনিলেক, উমরা কইলেক, “তাইলে
কাঙো কী মুক্তি পাইবে ? মুক্তি পাইবে কী !”
২৭ যীশু কইলেক, “মানষির বাদে যেইটা অসম্ভব ভগবানের
বাদে সেইটা সম্ভব।”
২৮ পিতর নামের যীশুর শিষ্যটা কইলেক, “হামরা তো
সউগ কিছু ছাড়ি দিয়া তোমার শিষ্য হইচি।”
২৯ যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং
করি কবার ধরচুং, যে কাঙো ভগবানের শাসন ব্যবস্থা মানি নিয়া
বাড়ি-ঘর, নিজের বৌ, মাও-বাপ, ভাই-বইনি, ছাওয়া-ছোট
ছাড়ি দেয়, ৩০ উয়ায় এই কালত ম্যেলাগুন বেশী পাবে, আর
পরকালত অমৃত জীবন পাইবে।”

যীশু নিজের মরন থাকি ফির বত্তি উঠার ভবিষ্যৎ বানী দিলেক

(মথি ২০:১৭-১৯; মার্ক ১০:৩২-৩৪)

৩১ যীশু উয়ার বারো জন শিষ্যক বগলোত ড্যেকেয়া
কইলেক, “দেখ, হামরা যিরূশালেম যাবার ধরচি। বাছাই
করা মানষিটার* সম্বন্ধে ভগবানের খবরিয়ালা যেইলা
নেখি গেইচে, ঐলা সউগে পূরন হইবে। ৩২ উয়াক
অইন্য জাতির মানষিলার হাতত ধরে দেওয়া হইবে।
মানষি উয়াক ঠাট্টা, টিটকারি, অপমান করিবে, দেহাত
ছ্যেপ দিবে। ৩৩ উয়াক চাবুক দিয়া ডাঙাইবে, পরে মারি
ফেলাবে। আর তিন দিনের দিন মরণক জয় করি উয়ায়
বত্তি উঠিবে।”

১৮:৩১ *বাছাই করা মানষিটার* — যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।

৩৪ শিষ্যলা এই কতার মানে কিছুই বুঝির পাইলেক না।
সউগে কতা নুকিয়া রইলেক, কি কি কতা যীশু কইলেক, কিছুই
বুঝির পাইলেক না।*

কানা মানষিটা ভাল্ হইলেক

(মথি ২০:২৯-৩৪; মার্ক ১০:৪৬-৫২)

৩৫ যীশু য্যেলা যিরীহো গঞ্জের বগলোত আসিলেক, স্যেলা
একজন কানা মানষি ঘাটার বগলোত বসিয়া ভিক্ষা করির ধরচে।
৩৬ উয়ায় ম্যেলা মানষির যাওয়ার আওয়াজ শুনির পায়া পুছিলেক,
"কী ব্যাপার ! কী হবার ধরচে ?"
৩৭ মানষিলা উয়াক কইলেক, "নাসরতের শ্রী যীশু ঘাটা
দিয়া যাবার ধরচে।" ৩৮ আর এই কতা শুনতে কালে উয়ায়
খুব জোরে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, "হে মহারাজা দায়ূদের
বংশের ছাওয়া শ্রী যীশু, মোক দয়া করেক !"
৩৯ যীশুর সাথত আগে আগে যাওয়া ভিড়ের মানষিলা উয়াক
দাবরের নাগিলেক, "ওই ! চুপ করি রঃ" কিন্তুক উয়ায় চুপ করি
না রয়া আরো জোরে জোরে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, "হে
মহারাজা দায়ূদের বংশের ছাওয়া শ্রী যীশু, মোক দয়া করেক।"
৪০ স্যেলা যীশু থমকি খাড়া হয়া কানা মানষিটাক উয়ার
ওটেকোনা আনির আদেশ দিলেক। কানা মানষিটাক বগলত
আনিয়া যীশু উয়াক পুছিলেক, ৪১ "তুই কী চাইস ? তোর বাদে
মুই কী করিম ?" মানষিটা কইলেক, "হে প্রভু মুই দেখির চাং।"
৪২ যীশু কইলেক, "আচ্ছা ঠিক আছে। তুই বিশ্বাস করিচিস
বুলিয়া ভাল্ হইচিস।"

১৮:৩৪ ক্যেনেনা উমার চিন্তা আছিলেক, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা পচপচে আসিবে।

৪৩ এই কতা কইতে কালে মানষিটা দেখির পাবার নাগিলেক।
আর উয়ায় ভগবানের মহিমার গুনগান করিতে করিতে যীশুর পাছে
পাছে যাবার নাগিলেক। ওটেকোনা যতলা মানষি এই ঘটনাটা
দেখিলেক, উমরা সগায় ভগবানের গুনগান করিবার নাগিলেক।

সক্কেয়র মন বদল

১৯ যীশু যিরীহো গঞ্জের মইদ্ধো দিয়া যাবার ধরচে।
২ এই গঞ্জত সক্কেয় নামের একজন যিহূদী মানষি
আছিলেক। উয়ায় রোমীয় সরকারের পরধান মাসুল আদায়কারী,
আরো উয়ায় ধনি। ৩ যীশুক দেখিবার বাদে সক্কেয় খুব আকুল
হইচে। কিন্তুক উয়ায় খাটো। আর মানষির ভিড়ের বাদে যীশুক
দেখির পাবার ধরছিলেক না। ৪ স্যেলা সক্কেয় কী করিলেক?
ঐ ঘাটার আগপাকে দৌড়ি যায়া বগলের একটা ডুমুর গছত
চড়িলেক, ইয়াতে উয়ায় মনে করিলেক যে যীশুক দেখির পাইবে।
৫ যীশু ওটেকোনা আসিয়া উপরা ভিতি দেখিয়া কইলেক,
"সক্কেয়! তুই পচ্-পচে নিচাত নামি আয়, ক্যেনেনা আজি তোর
বাড়িত মোক রবার নাগিবে।"
৬ সক্কেয় পচ-পচে নামি আসিয়া মহা আনন্দে যীশুক বাড়ি
নিয়া গেইলেক। ৭ কিন্তুক ভিড়ের মানষিলা গোদর-গোদর
করিয়া কবার নাগিলেক, "আরেঃ! যীশু একজন পাপী মানষির
বাড়িত রাতি রবার গেইলেক।"
৮ সক্কেয় খাড়া হয়া যীশুক কইলেক, "গুরু, মোর অর্ধেক
ধন-সম্পত্তি গরীব মানষিক বিলিয়া দিম। আর মুই বেআইনী
করি যারটেকোনা বেশী মাসুল আদায় করিচুং, তার চাইর গুন
ফিরি দিম।"
৯ স্যেলা যীশু কইলেক, "আজি থাকি এই বাড়ির মানষিলা
মুক্তি পাইচে। এই মানষিও মহাপুরুষ অব্রাহামের বংশের

একজন মানষি। ১০ মনত থোন, মুই বাছাই করা মানষিটা, মুই
হারে যাওয়া আত্মালাক চান্দেয়া পাপ থাকি উদ্ধার করিবার
বাদে আইসচুং।"

রাজা আর দশ জন চাকরের গল্প

(মথি ২৫:১৪-৩০)

১১ যীশু য্যেলা যিরূশালেমের বগলা-বগলি পৌছির ধরচে,
স্যেলা মানষিলা উয়ার কতা শুনির চাইলেক। উমারলার ধারনা
হইলেক যে, ভগবানের রাজত্বের শাসন ব্যবস্থা খুব পচ-পচে
আসির ধরচে। এইটা উমার ভুল ধারনা দূর করির বাদে, যীশু
উমাক শিক্ষা দিয়া এই উপমা কইলেক,

১২ কোন একজন রাজ পরিবারের মানষি আছিলেক।*
উয়ায় নিজের দ্যেশের রাজসিংহাসনের অধিকার পাবার
বাদে অইন্য দ্যেশের মহারাজারটে চলি যাবার চায়। ঐটে
যায়া উয়ায় রাজ পদবী নিয়া নিজের দ্যেশত ফিরি আসিবে।
১৩ যাবার আগত উয়ার দশ জন চাকরক ড্যেকেয়া পতি জনক
দশ হাজার টাকা হাওলাদ দিয়া কইলেক, "মুই ঘুরিয়া না
আইসা পর্যন্ত তোমরা এই টাকা দিয়া ব্যবসা করেন।"*
১৪ কিন্তক উয়ার নিজের দ্যেশের মানষিলা উয়াক ঘিন
করে। এই বাদে উয়ায় যাবর পাছত উমরা কী করিলেক?
ঐ দূরান্তরের মহারাজাক খবর প্যেঠাইলেক যে, "হামরা
চাই না, এই মানষিটা হামার রাজা হউক।"
১৫ তাঙো উয়ায় রাজ পদ পায়া নিজের রাইজ্যত ফিরি
আসিলেক, আর যে দশ জন চাকরক ব্যবসা করির টাকা

১৯:১২ রাজ পরিবারের মানষি মানে যীশু নিজে। **১৯:১৩** গ্রীক ভাষাত "মীনা" মানে সাধারণতঃ একশো দিনের মজুরির টাকা।

দিছিলেক উমারলাক ড্যেকেয়া আনির হুকুম দিলেক। উমারটে জানির চাইলেক ব্যবসা করি কায় কত টাকা লাভ করিচে। ১৬ পইলা জন আসিয়া কইলেক, “মালিক ! তোমার টাকা দিয়া মুই দশ গুন লাভ করিচুং।”

১৭ রাজাটা কইলেক, “সাব্বাস ! তুইয়ে ভাল্ চাকর, মুই তোক অল্প দিচোং, অল্প খানিকতে বিশ্বস্ত হইচিস। তোর বিশ্বাস দেখিয়া মুই তোক দশটা গঞ্জের দেখা-শুনার ভার দিলুং।”

১৮ দ্বিতীয় চাকরটা আসিয়া কইলেক, “মালিক ! তোমার টাকা দিয়া মুই পাঁচগুন লাভ করিচুং।”

১৯ রাজাটা কইলেক, “ভাল্ ! তোক পাঁচটা গেরামের ভার দিলুং।”

২০ স্যেলা অইন্য আর একজন চাকর আসিয়া কইলেক, “মালিক ! এই নেও, মুই তোমার টাকা রুমালত বান্দিয়া থুচুং। ২১ মুই জানং যে, তোমরা কঠুর মানষি। যেইলা থোন নাই ঐলা ফিরিয়া চান, যেইলা আবাদ করেন নাই সেইলা আবাদ কাটেন। এই বাদে মুই তোমাক ভয় খায়া তোমার টাকা রুমালত বান্দি থুইচুং।”

২২ রাজা গোসা হয়া চাকরটাক কইলেক, “শয়তান কোটেকার ! তোর মুখের কতা মতন বিচার করিম। তুই তো জানিলু মুই কঠুর মানষি। মুই যেটা থোং নাই ঐটায় ফিরিয়া চাং, যেইটা গাড়ং নাই, সেইটায় কাটং। ২৩ তাইলে মোর টাকা তুই মহাজনেরটে জমা থুইস নাই ক্যেনে ? থুইলে সেই টাকা মুই কড়ায়-গন্ডায় সুদে-আসলে বুঝিয়া পালুং হয়।”

২৪ যায় যায় বগলত খাড়া হয়া আছিলেক, উমারলাক আদেশ দিয়া কইলেক, “উয়ারটে থাকি এই টাকা নিয়া নেও, আর যায় দশ গুন লাভ করিচে উয়াকে এই টাকা দেও।”

২৫ স্যেলা উমরা কইলেক, “মালিক ! উয়ারটে তো
এক-লাখ টাকা আছে।”
২৬ রাজাটা উমারলাক কইলেক, “এইটা সচাং, যার
আছে উয়াক আরো দেওয়া হইবে।* কিন্তুক যার কোনয় নাই
উয়ারটে থাকি বাকি কোনাও নেওয়া হইবে। ২৭ যাই হউক,
এলা মোর শত্রুলা কোটে ? মুই রাজা হয়া উমারলাক শাসন
করং, এইটা মোর শত্রুলা চায় নাই। এই বাদে শত্রুলাক
মোর এইটে ধরি আনিয়া, মুখের আগত মারি ফ্যেলান।”

যীশু জয় করি যিরূশালেমত সোন্দাইলেক

(মথি ২১:১-১৭; মার্ক ১১:১-১৯; যোহন ১২:১২-১৯)

২৮ পাছত যীশু এইলা কতা শ্যেষ করিয়া উমার আগে আগে
যিরূশালেমের ওদি ঘাটা দিয়া যাবার ধরলেক। ২৯ য্যেলা উয়ায়
জলপাই পাহাড়ের বগলা-বগলি বৈৎফগী আর বৈথনিয়া গেরামের
বগলত আসিলেক, স্যেলা দুইজন শিষ্যক এই কয়া প্যেঠেয়া দিলেক,
৩০ “তোমার সামনার ঐ গেরামটাত যাও; ওটেকোনা সোন্দের সমায়
ঘাটার বগলত একটা গাধার বাচ্চা বান্দি থোয়া দেখির পাবেন। উয়ার
পিঠিত এলাও পর্যন্ত কাঙো চড়ে নাই, দড়িখান হোসকেয়া গাধাটাক
নিয়া আইসো। ৩১ কাঙো যদি পোছে, ক্যেনে এইটা হোসকের
ধরচেন ? তাইলে কন্, পরভুর এইটা দরকার আছে।”
৩২ আর যাক যাক প্যেঠা হইলেক, উমরা যায়া পরভুর কতা
মতন ঐ নাকানে দেখির পাইলেক। ৩৩ য্যেলা উমরা গাধাটার
দড়িখান হোসকের ধরচে স্যেলা গাধাটার মালিকলা আসিয়া
কইলেক, “তোমরা গাধার বাচ্চাটাক ক্যেনে হোসকেবার
নাগচেন ?” ৩৪ উমরা কইলেক, “এইটা পরভুর দরকার আছে।”

১৯:২৬ মথি ১৩:১২; মার্ক ৪:২৫; লূক ৮:১৮

৩৫ তার পাছত শিষ্যলা গাধার বাচ্চাটাক যীশুর ওটে ধরি
আনিলেক, আর উমার নিজের দেহার চাদর গাধাটার পিটিত
পাড়ি দিয়া যীশুক বসাইলেক। ৩৬ যেলা যীশু গাধাটার পিঠিত
চড়ি যাবার ধরছিলেক, ভিরের মানষিলা ঘাটাত নিজের জামা
কাপড় পাড়িয়া দিবার নাগিলেক।*
৩৭ এই নাকান করি যেই ঘাটাটা জলপাই পাহাড় থাকি নামি
আসিচে যীশু ঐ ঘাটাত আসিলেক। যীশুর নগত অনেকলা শিষ্য
আছিলেক। উমরা উয়ার ম্যেলা অচানক মহাশক্তির কাম দেখিচে
বুলিয়া, আনন্দে চিকিরিয়া ভগবানের গুন গান করির নাগিলেক।
৩৮ "জয় জয়কার ! ভগবানের নামে যে রাজা আসিচে, তায়
ধইন্য !
স্বর্গত শান্তি,
আর ভগবানের গৌরব হউক।"
৩৯ ভিড়ের মানষিলার মইদ্ধো থাকি কয়েক জন ফরীশী ধর্মগুরু
যীশুক কবার নাগিলেক, "গুরু, তোমার শিষ্যলাক চুপ হবার কন্ !
যাতে এই নাকান কতা না কয় !" ৪০ যীশু উমাক কইলেক, "মুই
তোমারলাক কবার নাগচুং, যদি উমরা চুপ করি রয়, তাইলে
এই দিনটাত ঘাটার শিললা চিকরিয়া গুনগান করিবে।"
৪১ উমরা য্যেলা যিরূশালেম গঞ্জের বগলোত পৌছিলেক, স্যেলা
যীশু গঞ্জটা দেখি কান্দিয়া কইলেক, ৪২ "হায় যিরূশালেম ! শান্তির
ঘাটা কি, এইটা আজি তুই যদি বুঝির পারিলু হয় ! কিন্তুক এই
ঘাটা তোর এলাও চোখের আওডালত। ৪৩-৪৪ ভগবান তোক
বাঁচেবার বাদে আসিচে, কিন্তুক তুই বুঝির পাইস নাই। এই বাদে
তোর উপরা এই নাকান দিন আসির ধরচে যে, তোর শত্রুলা

১৯:৩৬ যিহূদী মানষিলা উমার মহান মানষিলাক এই নাকান করি বরণ করিছিলেক।

চাইরো পাকে দেওয়াল বানেয়া মৌ মাছির নাকান করি ঘিরিয়া
ধরিবে। উমরা তোক আর তোর সংসারক ধ্বংস করিবে। বাড়ি
ঘরলার একটা খুটি আরেকটা খুটির উপরা থাকিবে না, তামান
ধ্বংস হইবে। ক্যেনেনা ভগবানের আইসার পরিকল্পনা তুই
বুঝিবার পাইস নাই।"
৪৫ স্যেলা যীশু যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরত সোন্দেয়া, যায়
যায় ভিতিরাত বেচা-কেনা করিবার ধরছিলেক, উমাক খ্যেদে
দিলেক। ৪৬ উয়ায় ওই ব্যবসায়ীলাক কইলেক, "সনাতন পবিত্র
শাস্ত্ররত নেখা আছে, মোর ঘর হইবে ভগবানের প্রার্থনার ঘর।
কিন্তুক তোমরা এইটাক চোর, ডাকুর আড্ডাখানা বানাইচেন।"*
৪৭ এই ঘটনার পাছত যীশু সদায় দশংগতি মন্দিরত যায়া
শিক্ষা দিবার নাগিলেক। পরধান বামনলা, পণ্ডিত মানষিলা, আর
যিহূদী নেতালা যীশুক মারি ফ্যেলের ফন্দি করির নাগিলেক।
৪৮ কিন্তুক সউগ মানষি খুব মন দিয়া যীশুর পতিটা কতা শুনির
নাগচে। এই বাদে উয়াক মারি ফ্যেলের কোন উপায় চান্দেয়া
পাইলেক না।

কোন অধিকারে যীশুক প্রশ্ন পুছিলেক

(মথি ২১:২৩-২৭; মার্ক ১১:২৭-৩৩)

২০

এক দিন যীশু যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরত ভাল্
খবর শোনেয়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার ধরচে।
এই সমায় পরধান বামনলা, পণ্ডিত মানষিলা আর যিহূদী বুড়া
নেতালা এক সাথে আসিয়া যীশুক পুছিলেক, ২ "হামাক কঃ
তুই কিসের অধিকার দিয়া এইলা করির ধরচিস, কায় তোক
অধিকার দিচে?"

১৯:৪৬ যিশাইয় ৫৬:৭; যিরমিয় ৭:১১।

৩ যীশু কইলেক, "মুইও তোমারলাক একটা প্রশ্ন পুছিম।
৪ দীক্ষাদাতা যোহন, জল দিয়া দীক্ষা দিবার অধিকার ভগবানেরটে
থাকি পাইচে, না মানষিরটে থাকি পাইচে?"
৫ স্যেলা উমরা একজন আরেক জনের নগত কওয়া-কয়ি করির
নাগিলেক, "হামরা যদি কই, ভগবানেরটে হাতে, তাইলে উয়ায়
কবে, যোহনের প্রচার বিশ্বাস করেন নাই ক্যেনে? ৬ আর যদি
কই, মানষিরটে হাতে, তাইলে সউগ মানষিলা হামাক শিল দিয়া
ঢ্যেলেয়া মারি ফ্যেলাবে। ক্যেনেনা মানষিলার সগারে বিশ্বাস
যোহন একজন ভগবানের খবরিয়া আছিলেক।"
৭ এই বাদে উমরা কইলেক, "হামরা জানি না।"
৮ স্যেলা যীশু কইলেক, "তাইলে মুইও কইম না, কিসের
অধিকার দিয়া মুই এইলা করির ধরচুং।"

বেয়া আধিয়ারের গল্প

(মথি ২১:৩৩-৪৬; মার্ক ১২:১-১২)

৯ যীশু স্যেলা মানষিলাক উপমা দিয়া কইলেক,
একজন মানষি একখান আংগুরের খ্যেত করিয়া
চাষালাক আধিয়ারি দিয়া ম্যেলা দিনের বাদে বিদেশ
চলি গেইলেক। ১০ য্যেলা খ্যেতের ফললার ভাগ নিবার
সমায় হইলেক, স্যেলা একজন চাকরক চাষালারটে
প্যেঠাইলেক। কিন্তুক চাষালা উয়াক ডাঙেয়া খালি হাতে
ফিরৎ পেঠেয়া দিলেক। ১১ স্যেলা মালিকটা আরেক জন
চাকরক প্যেঠেয়া দিলেক, আর উয়াকও একে নাকান করি
ডাঙেয়া অপমান করি খালি হাতে ফিরৎ প্যেঠাইলেক।
১২ ইয়ার পাছত তৃতীয় আরেক জন চাকরক প্যেঠাইলেক,
কিন্তুক উমরা উয়াকও আধামারা করি খ্যেতের বাইরাত
ফ্যেলেয়া দিলেক।

[13] স্যেলা আংগুর খ্যেতের মালিক চিন্তা ভাবনা
করিলেক, “মুই এলা কী করিম? ঠিক আছে মোর
পরানের আদরের বেটাক প্যেঠাইম। হয় তো উমরা
উয়াক সন্মান করিবে।”
[14] কিন্তুক চাষালা যে্যলা খ্যেতের মালিকের বেটাক
দেখিলেক, স্যেলা একজন অইন্য জনাক কবার নাগিলেক,
“আরে! মালিক মরিলে তো, সউগ সম্পত্তির মালিক
উয়ায় হইবে। হামরা যাতে খ্যেতের মালিক হমো, এই
বাদে আইসো উয়াক মারি ফেলাই।” [15] এই কয়া উমরা
আংগুর খ্যেতের বাইরাত নিয়া যায়া মালিকের বেটাক
মারি ফ্যেলাইলেক।

তোমরা কী চিন্তা করেন, খ্যেতের মালিক উমাক কি
করিবে? [16] মালিকটা আসিয়া চাষালাক মারি ফেলাবে,
আর আংগুর খ্যেত অইন্য মানষিক দিবে।*

এই উপমা শুনিয়া মানষিলা কইলেক, “এই নাকান না
হউক।”

[17] কিন্তুক যীশু উমারলার ভিতি দেখিয়া কইলেক, “তাইলে
সনাতন পবিত্র শাস্ত্রত এই নাকান নেখার মানে কী?

রাজ মিস্ত্রিলা যেই খুটিটা বাতিল করি দিচে, ঐটায় হইচে
ঘরের মূল খুটি।

২০:১৬ এই গল্পের মইদ্ধ দিয়া যিহূদী নেতালার দোষ দেখা হইচে। খ্যেতের মালিক মানে ভগবান; আংগুরের খ্যেত মানে ইস্রায়েল দ্যেশ আর ওটেকার যিহূদী মানষিলা; চাষালা মানে যিহূদী ধর্মগুরু আর নেতালা; চাকরলা যাক মালিক প্যেঠাইলেক মানে ভগবানের খবরিয়ালা যাক ভগবান প্যেঠাইচে; মালিকের বেটা মানে যীশু, ভগবানের বেটা। চাষালার নাকান করি যিহূদী নেতালা ভগবানের একনায় বেটাক মানি নেয় নাই, এইটা উমারলার দোষ। যায় ভগবানের কতা প্রচার করে উয়াক উমরালা ঘিন করে। নিজের ইচ্ছা মতন নিয়ম বানায়।

[১৮] কাণ্ডো যদি এই খুটির উপরত পড়ে তাইলে উয়ায় টুকরা
টুকরা হয়া যাবে, আর যার উপরত এই খুটি পড়িবে উয়ায় গুঁড়া
হয়া যাইবে।”
[১৯] যীশুর এই গল্পটা পণ্ডিত মানষিলা আর পরধান বামনলা
শুনিতে কালে যীশুক ধরির চাইলেক। উমরা বুঝির পাইলেক
যে, গল্পোটা উমার বিরুদ্ধে কইছে। কিন্তুক উমরা মানষিলার
ভয়ে যীশুক ছাড়িয়া দিলেক।

যিহূদী নেতালা যীশুক ফান্দোত ফ্যেলের চাইলেক

(মথি ২২:১৫-২২; মার্ক ১২:১৩-১৭)

[২০] ধর্মগুরু আর পরধান বামনলা যীশুক নজর দিবার বাদে
কয়জন গুপ্তচর প্যেঠাইলেক। ইমরা সাধু মানষি সাজিয়া কতার
মইদ্ধো দিয়া ফান্দোত ফ্যেলেবার চেষ্টা করে, যাতে যীশুক রোমীয়
শাসনকর্তার হাতত ধরে দিবার পারে। [২১] উমরা আসিয়া কবার
নাগিলেক, “হে গুরু, হামরা জানি তোমরা যা কতা কন্ আর
শিক্ষা দেন ঐলা ঠিক। তোমরা মুখ চিনি মুগের ডাইল দেন না।
তোমরা ভগবানের সঠিক ঘাটা মানষিক দেখান। [২২] কন্ দেখি!
ভগবানের আইন অনুসারে রোমের মহারাজাক মাসুল দেওয়া
হামার উচিত কী না?”
[২৩] যীশু উমারলার চালাকি বুঝির পায়া কইলেক, [২৪] “পাঁইসাৎ
এই ফটক কার? কার নাম এইটে নেখা আছে?” [২৫] উমরা
কইলেক, “রোমের মহারাজার।”
যীশু কইলেক, “তাইলে যেইটা মহারাজার পাওনা সেইটা
মহারাজাক দেও। আর যেইটা ভগবানের পাওনা সেইটা ভগবানক
দেও।” [২৬] এই কতা শুনিয়া উমরালা মানষিলার সামনাত যীশুর
কোন দোষ ধরির পাইলেক না, বরং যীশুর কতা শুনি গুপ্তচরলা
সগায় অচানক হয়া চুপ করি রইলেক।

বত্তি উঠার বিষয়োত সদ্দূকী দলের সন্দেহ

(মথি ২২:২৩-৩৩; মার্ক ১২:১৮-২৭)

২৭ কয়জন সদ্দূকী দলের ধর্মগুরু যীশুরটে আসিলেক। এই
সদ্দূকীলার বিশ্বাস, মরা মানষি কোন দিনও বত্তি উঠিবার পায়
না। উমার মইদ্ধে কয়জন ঠাট্টা করি পুছির নাগিলেক, ২৮ "হ্যে
গুরু, মহাপুরুষ মোশি হামার বাদে এই কতা নেখিচে। যদি
কোন একজন মানষি ছাওয়া জন্ম না দিয়া আটকুরা হয়া মরি
যায়, তাইলে মরা মানষিটার বংশ বত্তের বাদে বিধুয়া মাইয়াটাক
ঐ মরা মানষিটার ভাই বিয়াও করিবে। ২৯ বেশ ভাল্! ধরেন
কাঙো সাত ভাই আছিলেক। পইলা জন বিয়াও করি আটকুরা
হয়া মরি গেইলেক। ৩০-৩১ স্যেলা দ্বিতীয় আর তার পাছত তৃতীয়
ভাই, একে নাকান করি সাত ভাইয়ে ঐ বিধুয়াটাক বিয়াও করি
আটকুরা হয়া মরি গেইলেক। ৩২ শ্যেষত ঐ বিধুয়াটাও মরি
গেইলেক। ৩৩ সাত ভাইয়ে তো ঐ বিধুয়াটাক বিয়াও করিচে।
তাইলে হামার প্রশ্ন হইলেক, ভগবান য্যেলা সউগ মরা মানষিক
বত্তে তুলিবে স্যেলা ঐ বিধুয়াটা কার মাইয়া হইবে?"
৩৪ যীশু কইলেক,

বিয়াও এই যুগের মানষির বাদে। উমরা বিয়াও করে
বিয়াও দেয়। ৩৫-৩৬ কিন্তুক একটা নয়া যুগ আসির ধরচে,
আর ঐ সমায় কিছু কিছু মানষির মরণ থাকি বত্তি উঠিবার
যোগ্যতা হইবে। বত্তি উঠিয়া উমরা নয়া যুগত সোন্দেয়া
বিয়াও করিবে না আর বিয়াও দিবেও না। নয়া যুগত আর
কোন দিনও মরিবে না; বরং স্বর্গ দূতলার সমান হইবে,
ভগবানের ছাওয়ালা। ৩৭-৩৮ যাই হউক, এলা মুই মরা
মানষির বত্তি উঠার বিষয়োত খানিক কইম। মহাপুরুষ
মোশি এইটা প্রমান করিচে যে, মরা মানষি সচাং করি বত্তি

উঠিবে। মোশির জীবনের ঐ জ্বলন্ত ঝোপের গল্প দেখেন। ঐটেকোনা মোশী পরমপরভুক এই কয়া ড্যেকাইলেক, অব্রাহামের ভগবান, ইসহাকের ভগবান আরো যাকোবের ভগবান। এই তিনজন যদিও ম্যেলা দিন আগত মরিচে, তাঙো উমরালা ভগবানের নজরত বত্তি আছে। সগায় ভগবানের নজরত বত্তি আছে। এই বাদে মোশি ভগবানক "অব্রাহামের, ইসহাকের আর যাকোবের ভগবান কয়া ড্যেকাইলেক।"

৩৯ স্যেলা কয়েক জন পণ্ডিত মানষি কইলেক, "হ্যে গুরু,
তোমরা খুব ভাল্ কইলেন।" ৪০ ইয়ার পাছত যীশুক প্রশ্ন পুছির
সদ্দূকী আর পণ্ডিত মানষিলার কারো সাহস হইলেক না।

ভগবানের বাছাই করা মানষিটা কার বেটা?

(মথি ২২:৪১-৪৬; মার্ক ১২:৩৫-৩৭)

৪১-৪৪ যীশু ধর্মগুরুলাক পুছিলেক, "মানষিলা কয় কি, ভগবানের বাছাই করা রাজাটা মহারাজা দায়ূদের বংশধর। কিন্তুক এইটা ক্যেমন করি হবার পারে? দাযূদ তো নিজেই বাছাই করা রাজাটাক, 'মোর মালিক' কয়া ড্যেকাইলেক, তাইলে বংশধরক কি মালিক কওয়া যায়? তোমরা সনাতন পবিত্র শাস্ত্রেরের গীতসংহিতাত দেখেন। দাযূদ নেখিচে,

'পরমপরভু মোর মালিকোক কইলেক,
যতক্ষণ মুই তোর শত্রুলাক তোর ঠ্যাংঙের তলাত না
থোং,
ততক্ষণ মোর ডাইন পাকে বইসেক।'

এই নাকান দায়ূদ ক্যেনে কয় যে, তাইলে ভগবানের বাছাই করা রাজাটা ক্যেমন করি মহারাজা দায়ূদের বংশধর হবার পারে?"

পণ্ডিত মানষিলা হাতে সাবধান

(মথি ২৩:১-৩৬; মার্ক ১২:৩৮-৪০; লূক ১১:৩৭-৫৪)

৪৫ মানষিলা যে্যেলা যীশুর কতা শুনির ধরচে, স্যেলা যীশু উয়ার
শিষ্যলাক কইলেক, ৪৬ "তোমরা পণ্ডিত মানষিলা থাকি সাবধান
রন্। উমরা গেরুয়া বসন পিন্দিয়া হাট-বাজারত সন্মান পাবার চায়।
উপাসনা ঘরত পরধান পরধান আসনত আরো ভোজের সমায় সন্মানের
জাগাত বসিবার চায়। ৪৭ উমরা বিধুয়ার ধন-সম্পতি দখল করে, আর
মানষিক দেখের বাদে অনেকক্ষণ ধরি প্রার্থনা করে। এই বাদে বিচারের
সমায় অইন্য মানষির চাইতে ইমার বেশী শাস্তি হইবে।"

দীন দুঃখি বিধুয়ার দান

(মার্ক ১২:৪১-৪৪)

২১ ইয়ার পাছত যীশু চায়া দেখিলেক যে, ধনি মানষিলা
উমার নিজের ধনের ভাণ্ডুর থাকি মন্দিরের দানের
বাস্কত দান করির ধরচে। ২ এই সমায় একজন দীন দুঃখি
বিধুয়াক, দুই পাইসা দান করির দেখিলেক। ৩ এই দেখিয়া
যীশু শিষ্যলাক কইলেক, "মুই তোমাক সচাং করি কবার ধরচুং,
সগারে চায়া এই বিধুয়াটা বেশী দান করিচে। ৪ ক্যেনেনা অইন্য
মানষিলাও উমার বাড়তি ধন থাকি দান করিচে। কিন্তুক এই
বিধুয়াটা যদিও গরীব তাঙো উয়ার জীবন যাপনের বাদে যেকিনা
সম্বল আছিলেক, সেকিনায় ভগবানক দান করিচে।"

আইসা দিনে যিহূদী মন্দিরের বিনাশ

(মথি ২৪:১-১৪; মার্ক ১৩:১-১৩)

৫ কয়েক জন শিষ্য দশংগতি মন্দিরটার বিষয়ে কতা কবার
ধরচে, "কি সুন্দর সুন্দর শিল, আর দামি দামি দানের অলংকার

দিয়া মন্দিরটা সুন্দর করি সাজেয়া বানাইচে।” স্যেলা যীশু
কইলেক, ৬ “তোমরা তো বড় বড় মন্দির দেখির নাগচেন,
কিন্তুক এমন দিন আসির ধরচে, য্যেলা সউগ ভাঙ্গি ফেলা হইবে !
এমন কী, একটা শিল আরেকটা শিলের উপরত থাকিবে না !”
৭ অচানক হয়া শিষ্যলা যীশুক পুছিলেক, “গুরু, কোন সমায়
এই ঘটনাটা ঘটিবে ? কী নাকান চিন্ দেখি হামরা বুঝির পামো
যে, এইলা পূরণ হয়া আসির ধরচে ?”
৮ যীশু কইলেক,

সাবধান ! কাঙো যাতে তোমাক ভুল ঘাটাত নিয়া না
যায়। ম্যেলা মানষি ভণ্ডামি করি মোর নাম নিয়া আসিয়া
কইবে, মুইয়ে ভগবানের বাছাই করা রাজা। বিনাশের
সমায় আসি গেইচে। কিন্তুক তোমরা উমার পাছত না যান।
৯ তোমরা যুদ্ধের খবরা খবর শুনির পাইবেন। পইলাতে এই
ঘটনালা ঘটিবে, কিন্তুক ইয়ার মানে এই না হয় যে, হঠাৎ
করি এই যুগ শ্যেষ হইবে। এইলা ঘটিলেও তোমরা ভয় না
খান। ১০ এক জাতি অইন্য জাতির বিরুদ্ধত, এক রাইজ্য
অইন্য রাইজ্যের বিরুদ্ধোত নড়াই করিবে। ১১ খুব বড়
বড় ভৈঁচাল হইবে, কোন কোন জাগাত মঙ্গা আর মড়কও
দেখা দিবে। দ্যাওয়াত বড় বড় ভয়ংকর চিন্ দেখা যাবে।
১২ কিন্তুক এই ঘটনা হবার আগত তোমারলাক শত্রুর হাতত
ধরিয়া দিয়া অত্যাচার করিবে। বিচারের বাদে উপাসনা
ঘরত ধরি নিয়া সঁপে দিয়া তোমাক জেলত দিবে। মোর
বাদে তোমারলাক দ্যেশের শাসনকর্তালার আর রাজালার
আগত টানা ছ্যেচড়া করিয়া খাড়া করিবে। ১৩ ইয়াতে
তোমরা মোর প্রতি বিশ্বস্তের সাক্ষী দিবার সুযোগ পাবেন।
১৪-১৫ ঐ সমায় মুই তোমারলার মুখত জ্ঞানের কতা যোগে
দিম যার উত্তর তোমার শত্রুলা দিবার পাইবে না। উমরা

অস্বীকারও করিবার পাইবে না। এই বাদে ঐ সমায় কী
কবার নাগিবে, এইলা চিন্তা করেন না।
[১৬] তোমার মাও-বাপ, সাগাই-সোদর, ভাই, বন্ধু-বান্ধব
বিশ্বাসঘাতকতা করি তোমাক ধরে দিবে। তোমারলার
মইদ্ধো থাকি কাঙোকো কাঙোকো মারি ফ্যেলাবে। [১৭] মোর
শিষ্য হবার জইন্যে সগায় তোমাক ঘিন করিবে। [১৮] কিন্তুক
তোমারলার একটা চুলিও কাঙো ক্ষতি করির পাইবে না।
[১৯] তোমরালা যদি মোর প্রতি বিশ্বাসে থির থাকেন, তাইলে
অমৃত জীবন পাইবেন।

আগাম যিরূশালেমের ধ্বংসের ঘোষনা

(মথি ২৪:১৫-২১; মার্ক ১৩:১৪-১৯)

[২০] য্যেলা যিরূশালেমোত শত্রুর সৈন্যলা ঘিরিয়া ধরিবে,
স্যেলায় বুঝিবেন যিরূশালেমের বিনাশের সমায় আসিচে।*
[২১] স্যেলা যায় যায় যিহূদীয়া প্রদেশত আছে, উমরা পাহাড়ী
এলাকাত পালেয়া যাউক। যায় যিরূশালেম গঞ্জত আছে
উমরা গঞ্জের বাইরাত চলি যাউক, যায় যায় গেরামত আছে
উমরা কোন মতে গঞ্জত না আসুক। [২২] ক্যেনেনা সেই সমায়
ভগবান যিরূশালেমের মানষিলাক শাস্তি দিবে। ভগবানের
খবরিয়ালার যেইলা কতা সনাতন পবিত্র শাস্ত্ররত নেখি
গেইচে সেইলা পূরন হইবে। [২৩] ঐ দিনলাত যেইলা গাওভারী
বেটিছাওয়া আছে, যেইলা বেটিছাওয়া ছাওয়াক দুধ খোয়ায়
উমারলার অবস্থা কত না বেয়া হইবে! ক্যেনেনা দুনিয়াত
দারুন কষ্ট হইবে আর এই মানষিলার উপরত ভগবানের
ভয়ংকর গোসা নামি আসিবে। [২৪] কাঙোকো কাঙোকো

২১:২০ এই ঘটনা ঘটে ৭০ খ্রীষ্টাব্দ

শত্রু সৈন্যর তলোয়ার দিয়া মারি ফ্যেলা হইবে, কাঙোকো
কাঙোকো বন্দি করিয়া নানান দ্যেশের মইদ্ধোত ছড়া-ছড়ি
করিয়া থুবে। যত দিন না এই বিধর্মী মানষিলার সমায় পূরন
হয়, তত দিন এই যিরূশালেমক উমার ঠ্যেংয়ের তলত থুবে।

য্যেলা বাছাই করা মানষিটা আসিবে

(মথি ২৪:২৯-৩১; মার্ক ১৩:২৪-২৭)

[২৫] স্যেলা দ্যাওয়া, বেলা, চান, তারালার, নানান চিন্
দেখা যাবে। দুনিয়ার সউগ জাতি কষ্ট পাবে আরো সাগরের
গর্জন শুনিয়া ভয়ংকর ঢেউ দেখিয়া মানষিলা অস্থির হইবে।
[২৬] দ্যেওয়াত যেইলা মহাশক্তি আছে, ঐলা উল্টা পাল্টা
হয়া পড়িবে। আর এইটা দেখিয়া দুনিয়াত কি ভয়ংকর
অবস্থা আইসেচে ঐলা কতা চিন্তা করিয়া মানষিলা হাতাসে
অজ্ঞান হয়া যাবে। [২৭] সেই সমায় ম্যেঘের উপরাত মহাশক্তি
নিয়া, রৌদের ঝিলিকের নাকান করি সগায় বাছাই করা
মানষিটাক আসির দেখিবে।* [২৮] তোমরা এইলা ঘটনা
ঘটির দেখিলে, উপরার ভিতি নজর দিয়া সিদা হয়া খাড়া
হন। ক্যেনেনা তোমারলার উদ্ধারের সমায় বগলা-বগলি
আসিচে।

ডুমুর গছের গল্প

(মথি ২৪:৩২-৩৫; মার্ক ১৩: ২৮-৩১)

[২৯] ইয়ার পাছত যীশু একটা উপমা দিয়া কইলেক,
ডুমুর গছ বা অইন্য যে কোন গছ দেখ। [৩০] উয়ার ঠাইল
নরম হয়া কুশি বিরাইলে তোমরা জানির পাবেন গরম কাল

২১:২৭ দানিয়েল ৭:১৩ দেখ।

বগলা-বগলি আসিচে। ৩১ আর এই নাকান করি তোমরা
য্যেলা দেখিবেন মোর কতার নাকান সউগ ঘটিবার নাগচে,
স্যেলায় বুঝির পাবেন যে, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা শুরু
হবার বেশি দেড়ি নাই। ৩২ মুই তোমারলাক সচাং করি
কবার নাগচুং, এই ঘটনালা না হওয়া পর্যন্ত এই কালের
বংশের শ্যেষ হবার না হয়। ৩৩ দ্যাওয়া, দুনিয়া ধ্বংস
হইবে, কিন্তুক মোর কতা চিরকাল থাকিবে।

সাবধান হবার বাদে মনে করি দেওয়া

৩৪-৩৫ তোমরা নিজের বিষয় সাবধান হন! এই শ্যেষ
কালের দিনটা দুনিয়াত বস-বাস করে সগারে উপরত
আসি পড়িবে। এই বাদে তোমরা এই দুনিয়ার রঙে-রসে,
মাতলামি বা সংসারের চিন্তায় ডুবিয়া না যান। যদি যান
তাইলে পখি মারির বাদে, ফান যেই নাকান করি হঠাৎ বন্ধ
হয়, সেই নাকান করি তোমারলার উপরত আসিয়া পড়িবে।
৩৬ এইলা ঘটনা ঘটিবে। কিন্তুক তোমাক রক্ষা পাবার
বাদে ঘটনালা পার হয়া বাছাই করা মানষিটার* আগত খাড়া
হবার শক্তি ক্যেমন করি পাবেন। তোমরা সজাগ থাকিয়া
সউগ সমায় প্রার্থনা করেন।

৩৭ যীশু এই নাকান শিখাইলেক। এই দিনলার মইদ্ধোত উয়ায়
সদায় দশংগতি মন্দিরত যায়া শিক্ষা দিলেক, আর রাইতোত
জলপাই পাহাড়ত আসিয়া থাকিলেক। ৩৮ আর খুব সাকালে
সউগ মানষি উয়ার উপদেশ শুনিবার বাদে মন্দিরত আসির
নাগিলেক।

২১:৩৬ *বাছাই করা মানষিটার* — গ্রীক ভাষাত "মানষির বেটা"। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।

লূক বুঝি দিবার একটা কতা

এই নিচের ঘটনা ঘটিলেক যিহূদীলার বড় পার্বনের সমায়৷ ঐ পার্বনের নাম "মুক্তি ভোজের পার্বন"৷ য্যেলা দিন আগত ভগবান যিহূদী চৌদ্দপুরুষ-গুলাক উদ্ধার দিলেক মিশর রাজার গোলামি থাকি৷ ভগবান হুকুম দিলেক যে, একটা ভেড়ার বাচ্চাক বলি দিয়া অক্তগুলা দুয়ারের পারত নাগে দিবার নাগিবে৷ উদ্ধার পাওয়ার রাতিত একটা মরনের দূত মিশর দ্যেশের উপর দিয়া উড়ি যাবার ধরচে৷ যেইল্লা বাড়িত অক্তখান নাগে দেওয়া গেইচে, ঐল্লা বাড়িত দূতটা কিন্তুক সোন্দাইলেক না৷ ঐ ভেড়ার বলি দেওয়ার ভোজের পাছত যিহূদী মানষি সাত দিনের বিশেষ এক ধরনের রুটি খাওয়ার পার্বন উড্যাপন করে৷ ক্যেনেনা উমারলার চৌদ্দগুষ্টি মিশর দ্যেশ থাকি য্যেলা পালে আইসচে, স্যেলা ভগবান উমারলাক বিশেষ এক ধরনের রুটি বানেবার কইচে৷ উমারলার সাধারণের রুটি খামি নামের একটা জিনিস দিয়া বানায়, কিন্তুক খামি ছাড়া এই পার্বনের রুটি বানায়৷ ঐ পুরনা ঘটনা আরো বুঝির বাদে তোমরা পড়েন যাত্র বই ১২:১-২৭

যীশুক মারি ফ্যেলার ফন্দি

(মথি ২৬:১-৫, ১৪-১৬; মার্ক ১৪:১, ২; যোহন ১১:৪৫-৫৩)

২২ সেই সমায় যিহূদীলার বিশেষ রুটি খাওয়ার পার্বন
আসিচে। ইয়াকে কওয়া হয় মুক্তি ভোজের পার্বন।*
২ এই সমায় পরধান বামনলা আর পণ্ডিত মানষিলা ভিড়ের মানষিলাক ভয় করে বুলিয়া যীশুক গোপনে মারি ফ্যেলের ফন্দি করির চাইলেক।
৩-৪ যীশুর বারো জন শিষ্যের মইদ্ধোত ইস্কারিয়োতের যুদাস একজন। উয়ার ভিতিরাত শয়তান-অসুর সোন্দেয়া চালনা

২২:১ এই পার্বনের দিন ভেড়া বলি দেওয়া হয়।

করি পরধান বামনলার আর মন্দিরের পাহাড়াদারলার-টে নিয়া
গেইলেক। ক্যেংকরি যীশুক উমার হাতত ধরি দিবে, এইটা
নিয়া আলোচনা করিলেক। ৫ উমরালা উয়ার কতা শুনিয়া খুশি
হয়া উয়াক টাকা দিবার বাদে রাজি হইলেক। ৬ যুদাস-ও রাজি
হইলেক। আর মানষির ভিড় য্যেলা না থাকিবে যীশুক ধরেয়া
দিবার বাদে যুদাস এই নাকান সমায় চান্দের নাগিলেক।

ভোজের ব্যবস্থা

(মথি ২৬:১৭-২৫; মার্ক ১৪:১২-২১; যোহন ১৩:২১-৩০)

৭ যিহূদীলার বিশেষ রুটির পার্বনের দিন আসিলেক। এই
দিনে মুক্তি ভোজের ভেড়ার বাচ্চা বলি দেওয়া হয়। ৮ যীশু
স্যেলা যোহন আর পিতরক এই কয়া প্যেঠাইলেক, "হামরা
যাতে একটে বসিয়া মুক্তি ভোজ খাবার পামো এইটার ব্যবস্থা
কর।"

৯ শিষ্যলা যীশুক কইলেক, "ভোজের খাবার ব্যবস্থা কোটেকোনা
করিমো? তোমার ইচ্ছা কী?"

১০ উয়ায় কইলেক, "শোন, তোমরা য্যেলা গঞ্জত সোন্দাবেন,
স্যেলা একটা মানষিক কলসিত করি জল নিয়া যাবার দেখিবেন।
উয়ার পাছে পাছে যান। উয়ায় যেই বাড়িত সোন্দাইবে, ১১ ঐ
বাড়ির মালিকক এই কতা কন্। গুরু তোমাক কইছে, মুই
মোর শিষ্যলার সাথত মুক্তি ভোজ খাবার পাং ঐ ডারি ঘরটা
কোটে? ১২ স্যেলা মানষিটা দোতলাত একটা বড় সাজে থোয়া
ঘর দেখেয়া দিবে, ওটেকোনা ভোজের সউগ কিছুই ব্যবস্থা
করেন।"

১৩ উমরা চলি গেইলেক। আর যীশু যেই নাকান কইছে, উমরা
ঐ নাকান সউগে দেখির পাইলেক। আর উমরা মুক্তি ভোজের
সউগ কিছু ব্যবস্থা করিলেক।

পরভুর ভোজ

(মথি ২৬:২৬-৩০; মার্ক ১৪:২২-২৬; ১করি ১১:২৩-২৫)

১৪ ঠিক সমায় যীশু নিজের খবরিয়ালার সাথত খাবার বসিলেক,
১৫ আর কইলেক, "মোর কষ্ট ভোগ করার আগত তোমারলার
সাথত মুক্তি ভোজ খাবার খুব ইচ্ছা। ১৬ মুই তোমারলাক কবার
ধরচুং, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা যেলা চালু করা হইবে স্যেলা
মুক্তি ভোজের উদ্দেশ্য পূরণ হইবেই। এই উদ্দেশ্য কিন্তুক পূরন
না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি ভোজ আর খাইম না।"

১৭ ইয়ার পাছত যীশু একটা নোটা নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ
দিয়া কইলেক, "তোমরালা এই আংগুরের রস ভাগ করি খাও।
১৮ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা চালু
না হওয়া পর্যন্ত আর কোন দিন আংগুরের রস খাইম না।"

১৯ তার পাছত রুটি নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিলেক। আর
রুটিখান টুকরা টুকরা করি শিষ্যলার হাতত দিয়া কইলেক,
"এই রুটিখান নেও, এইখান মোর দেহা তোমারলার বাদে সঁপে
দেওয়া। মোক ফম করির বাদে এই নাকান করেন।"

২০ খাবার পাছত আর একবার নোটা নিয়া কইলেক, "তোমারলার
বাদে মোর নিজের অক্ত গতে দিম, আর ইয়াতে পরিত্রানের নয়া
চুক্তি শুরু হইবে। এই নোটাত যেইলা রস আছে, ঐলা হইলেক
পরিত্রানের নয়া চুক্তির চিন। ২১ কিন্তুক দেখ, যায় মোক ধরে
দিবে উয়ায় এলা বন্ধুর নাকান করি মোর সাথত খাবার ধরচে।
২২ ভগবান যেই নাকান করি ঠিক করি থুইচে, ঐ নাকান করি মোক*
মরির নাগিবে। কিন্তুক হায় যেই মানষিটা মোক শত্রুর হাতত

২২:২২ *মোক* — গ্রীক ভাষাত "মানষির বেটা", অর্থাত "মুই যে বাছাই করা মানষিটা"। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।

দিবে !” ২৩ শিষ্যলা উদাস হয়া একজন অইন্য জনক পুছিবার
নাগিলেক, “হামার মইদ্ধোত কায় এই নাকান করির পারে ?”

কায় বড়

২৪ স্যেলা কি হইলেক ? শিষ্যলার মইদ্ধোত কাক বড় কওয়া
হইবে, এই নিয়া উমরালা তর্কা-তর্কী করির নাগিলেক। ২৫ যীশু
কইলেক,

বিধর্মীলার রাজালা প্রজালার উপরত ক্ষমতা দেখায়, যেই নাকান বড় মাছ ছোট মাছক ধরি খায়। তাঙো উমারলাক হিতকারী কওয়া হয়। ২৬ কিন্তুক তোমারলার মইদ্ধোত এই নাকান হওয়া ঠিক হইবে না। তোমার মইদ্ধোত যায় বড়, উয়ায় সউগ চায়া ছোট পদ নেউক। আর যায় নেতা উয়ায় চাকরের নাকান সেবা করুক। ২৭ মানষিলা কী চিন্তা করে, কায় বড় ? যায় খাবার বইসে, না যায় যতন করি খাবার দেয় ? কিন্তুক মোর প্রতি দেখেন, মুই তোমার মইদ্ধোত দাসের সমান।

২৮ মোর নানা নাকান পরিক্ষার সমায় তোমরায় তো সউগ সমায় মোর সাথে সাথে রইচেন। ২৯ মোর স্বর্গের বাপ মোক রাজা হিসাবে শাসন করির অধিকার দিচে। আর মুই ঐ নাকান অধিকার তোমাকো দিবার নাগচুং। ৩০ এমন কী মোর শাসন যেলা শুরু হইবে সেই সমায় তোমরা মোর নগত টেবিলত বসিয়া খাওয়া দাওয়া করিবেন। আরও তোমরা সিংহাসনত বসিয়া ইস্রায়েলের বারোটা বংশের বিচার করিবেন।

শিমোন যার অইন্য নাম পিতর উয়াক যাচাই করা হইবে

(মথি ২৬:৩১-৩৫; মার্ক ১৪:২৭-৩১; যোহন ১৩:৩৬-৩৮)

৩১ “শিমোন, শিমোন, দেখ ! শয়তান-অসুর তোমারলাক
সরিষার ভূষির নাকান করি চালনি দিয়া চাইলি নিকলির চাইচে।

৩২ কিন্তুক মুই তোর বাদে প্রার্থনা করিচুং যাতে তোর বিশ্বাসের
অভাব না হয়। তুই যেলা পস্তেয়া বিশ্বাসে ফিরি আসিবু, স্যেলা
তোর ভাইলাক বিশ্বাসে শক্তিশালী করিস।"
৩৩ পিতর যীশুক কইলেক, "গুরু মুই তোমার সাথত জেলত
যাবার, এমন কী মরিবার বাদেও প্রস্তুত আছং।" ৩৪ যীশু কইলেক,
"পিতর, আজি রাতি মুরগা ড্যাকার আগত তিন বার তুই মোক
চিনিস না কয়া অস্বীকার করিবু।"
৩৫ তার পাছত যীশু উয়ার অধিকার দেওয়া খবরিয়ালাক
কইলেক, "মুই তোমারলাক বাইরাত ভাল্ খবর প্রচার করির
বাদে প্যেঠাইচুং। সেই সমায় তোমার ঘুরিবার বাদে ঝোলা,
টাকা পাইসা, আর জুতা কোন কিছুই নেন নাই। স্যেলা কী
তোমারলার অভাব হইচে?" উমরা কইলেক, "না, কোন কিছুর
অভাব হয় নাই।"
৩৬ যীশু কইলেক,

কিন্তুক এলা মুই তোমারলাক কইম, যার ঘুরিবার ঝোলা
আছে উয়ায় ঐটা নেউক, যার টাকা আছে উয়ায় টাকা-পাইসা
নেউক। যার ছোরা নাই উয়ায় উয়ার চাদর বেচেয়া নিজের
আত্ত-রক্ষার জইন্যে একখান ছোরা কিনুক।* ৩৭ ক্যেনেনা
এলা মোর জীবনত পবিত্র সনাতন শাস্ত্রেরের এই নেখা
পূরন হবার নাগচে যে, "উয়াক ডাকু হিসাবে গণ্য করা
হইবে।" হ্যাঁ, শাস্ত্ররত মোর সমন্ধে যত নেখা ছিল, সউগ
পূরন হবার নাগচে।

২২:৩৬ ছোরা কিনা কতাটা যীশু অলংকারিক করি কইছে। যীশু যেলা না থাকিবে, স্যেলা শিষ্যলার উপরত ভয়ংকর জ্বালা যাতনা আসিবে। এইটা প্রতিরোধ করির বাদে এটেকোনা ছোরা নিবার কইছে। কিন্তুক ৪৯-৫১ পদত যীশু পরিস্কার করি শিষ্যলাক ধমক দিয়া কইছে, থামো থামো ছোরা চালেবার আর দরকার নাই।

৩৮ শিষ্যলা কইলেক, "গুরু, দেখেন হামারটে দুইখান ছোরা
আছে।" যীশু কইলেক, "থাউক।"

যীশুর জলপাই পাহাড়ত প্রার্থনা

(মথি ২৬:৩৬-৪৬; মার্ক ১৪:৩২-৪২)

৩৯ ইয়ার পাছত যীশু নিজের নিয়ম মতন জলপাই পাহাড়
গেইলেক, আর শিষ্যলাও উয়ার পাছে পাছে যাবার ধরচে।
৪০ ওটেকোনা পৌছিয়া উয়ায় শিষ্যলাক কইলেক, "তোমরা
প্রার্থনা করেন যাতে টানা হেচড়ার পরিক্ষাত না পরেন।"
৪১ তার পাছত যীশু শিষ্যলার থাকি কিছু দুরত যায়া হাংকুড়া
পাড়ি প্রার্থনা করির নাগিলেক, ৪২ "হে মোর ভগবান ! হে মোর
বাপধন ! যদি তোর ইচ্ছা হয়, তাইলে এই দুঃখের বোঝ মোরটে
থাকি নিয়া যা। এইটা মোর ইচ্ছায় না হউক, তোর ইচ্ছায়
হউক।" ৪৩ আর ভগবান শক্তি যোগেবার বাদে যীশুরটে একজন
স্বর্গ দূতক প্যেঠাইলেক। ৪৪ মনের কষ্টে যীশু আকুল হয়া প্রার্থনা
করির ধরচে। আর উয়ার দেহার ঘাম অক্তের নাকান টোপ-টোপ
করি মাটিত পড়ির নাগিলেক।
৪৫ প্রার্থনা শ্যেষ করি যীশু শিষ্যলারটে আসিয়া দেখিলেক,
উমরা মনের দুঃখে নিন্ গেইচে। ৪৬ যীশু উমারলাক কইলেক,
"ক্যেনে নিন যাবার নাগচেন ? উঠ, প্রার্থনা কর, যাতে শয়তানের
পরিক্ষাত না পরেন।"

শত্রুলার হাতত গুরু যীশু

(মথি ২৬:৪৭-৫৬; মার্ক ১৪:৪৩-৫০; যোহন ১৮:৩-১১)

৪৭ যীশুর কতা কওয়া শ্যেষ না হইতে কালে, ম্যেলা মানষিক
নিয়া যুদাস ওটেকোনা আসিলেক। বারোজন শিষ্যর মাঝিলাত
যুদাস একজন। উয়ায় মানষিলার নেতা হয়া আগে আগে আসিচে।

(যীশুক ধরেয়া দিবার বাদে যুদাস একটা চিন্ ঠিক করিয়া দিচে।
উয়ায় কইছে, "মুই যাক চুমা খাইম উয়ায় সেই মানষিটা।"*)
এই বাদে যুদাস চুমা খাবার বাদে যীশুরটে আসিলেক। [৪৮] যীশু
স্যেলা কইলেক, "যুদাস তুই কী চুমা খায়া বাছাই করা মানষিটাক
ধরেয়া দিবার নাগছিস?"
[৪৯] স্যেলা কী ঘটিবার নাগচে এইটা যীশুর অইন্য শিষ্যলা টের
পায়া কইলেক, "গুরু, হামরা কী ছোরা দিয়া মারিমু?" [৫০] উমার
মইদ্ধোত একজন শিষ্য মহাপণ্ডিতের চাকরের ডাইন কানটা
কাটি ফ্যালাইলেক। [৫১] যীশু কইলেক, "থামো! থামো! ছোরা
চালেবার আর দরকার নাই।" এই কতা কয়া চাকরের কানটা
নারিয়া উয়াক ভাল্ করিলেক। [৫২] পরধান বামনলা, মন্দিরের
পাহাড়াদারলা আর বুড়া নেতালা যীশুক ধরির আসিচে। যীশু
উমারলাক কইলেক, "মুই কী ডাকু! ডাকু ধরির বাদে মানষি যেই
নাকান করি ছোরা, নাঠি নিয়া যায়, তোমরা মোক ধরির বাদে
এই নাকান করি আইসচেন। [৫৩] মুই তো পতিদিন তোমারলার
সাথত মন্দিরত ছিলুং। স্যেলা তোমরা মোক ধরেন নাই ক্যেনে?
কিন্তুক এলা এই সমায়টা তোমারে, শয়তান-অসুরের শাসন
দেখা যাবার ধরচে।"

পিতরের অস্বীকার

(মথি ২৬:৫৯-৭৫; মার্ক ১৪:৫৪, ৬৬-৭২; যোহন ১৮:১৫-১৮, ২৫-২৭)

[৫৪] উমরা যীশুক ধরিয়া মহাপণ্ডিতের বাড়িত নিয়া গেইলেক।
পিতর দূর থাকি পাছে পাছে যাবার নাগিলেক। [৫৫] মহাপণ্ডিতের
আগিনার মইদ্ধোত অগুন জ্বলেয়া মানষিলা চাইরো পাকে
বসিলেক। পিতরও আসিয়া উমার বগলোত বসিলেক। [৫৬] এক

২২:৪৭ মার্ক ১৪:৪৪ দেখ

চাকরানী পিতরক অগুনের আলোত দেখির পায়া ভাল্ করি দেখিয়া
কইলেক, "আরে ! এই মানষিটাও যীশুর সঙ্গী আছিলেক।"
[৫৭] পিতর অস্বীকার করি কইলেক, "তোমরা কী কবার ধরছেন
বইনি ? মুই তো উয়াক চেনং না !"
[৫৮] খানিক পাছত আরেক জন মানষি পিতরক দেখিয়া কইলেক,
"ঐ সমায় তুইও উমারলার সাথত ছিলু।" পিতর কইলেক, "না
বাহে ! মুই না হং।" [৫৯] ঘণ্টা খানিক পাছত আরেক জন মানষি
জোর দিয়া কইলেক, "সচাং করি এই মানষিটাও যীশুর সাথত
আছিলেক। ইয়াও তো গালীল প্রদেশের মানষি।"
[৬০] পিতর কইলেক, "আরে ভাই ! তোমরা কী কবার নাগচেন
মুইতো কিছুই জানং না !" এই কতা কওয়া শ্যেষ না হইতে
কালে মুরগা ড্যাকি উঠিল। [৬১] স্যেলায় গুরু পিতরের ভিতি চায়া
দেখিলেক, আর পিতরেরও মনে হইলেক গুরু কইছিল, "কালি
মুরগা ড্যাকার আগত তুই মোক তিন বার অস্বীকার করিবু যে,
তুই মোক চিনিস না।" [৬২] মনে হইতে কালে পিতর বাইরাত
যায়া খুব কান্দিবার নাগিলেক।

মহাসভার আগত গুরু যীশুর বিচার

(মথি ২৬:৫৯-৬৮; মার্ক ১৪:৫৫-৬৫; যোহন ১৮:১৯-২৪)

[৬৩] যেই মানষিলা যীশুক ধরিছিলেক, উমরা উয়াক ডাঙেয়া
টিটকারি করির নাগিলেক। [৬৪] উমরা যীশুর চখুত কাপড় বান্দিয়া
কবার নাগিলেক, "তুই না ভগবানের খবরিয়া ? কঃ দেখি,
তোক কায় ডাঙাইলেক ?" [৬৫] উমরা অপমান করির বাদে নানা
নাকানের কতা কইলেক।
[৬৬] যেলা দিন হইলেক স্যেলা যিহূদীলার বুড়া নেতালা,
পরধান বামনলা আর পণ্ডিত মানষিলা জোটো হইলেক। উমরা
যীশুক মহাসভাত আনিয়া পুছিলেক, [৬৭] "তুই কী ভগবানের

বাছাই করা রাজা ?” যীশু কইলেক, “মুই সচাং কইলেও
তোমরা বিশ্বাস করিবেন না। [৬৮] আর মুই তোমারলাক কোন
পুছিলে উত্তরো দিবেন না। [৬৯] কিন্তুক এলা থাকি এই বাছাই
করা মানষিটা* মহা শক্তিমান ভগবানের ডাইন পাকে বসি
থাকিবে।”

[৭০] উমরা সগায় কইলেক, “তাইলে তুই কী ভগবানের বেটা ?”
আর যীশু কইলেক, “তোমরালায় কবার নাগচেন মুইয়ে !”*
[৭১] উমরালা কইলেক, “এলা হামার সাক্ষীর আর দরকার নাই।
হামাক তো উয়ায় নিজেই কইলেক।”

যীশুক পীলাতের আগত বিচারের বাদে খাড়া

(মথি ২৭:১, ২, ১১-২৬; মার্ক ১৫:১-১৫; যোহন ১৮: ২৮-১৯:১৬)

২৩ সভা শ্যেষ করিয়া সগায় যীশুক রোমের রাইজ্যপাল
পিলাতের ওটে নিয়া গেইলেক।* [২] আর উমরা
যীশুর বিরুদ্ধে নালিশ জানেয়া কবার নাগিলেক যে, “এই
মানষিটা হামার জাতিক বেয়া ঘাটাত নিয়া যাবার ধরচে।
আরো মানষিলা যাতে মহারাজাক মাসুল না দেয় এই কতা
প্রচার করির ধরচে। উয়ায় নিজক বাছাই করা রাজা কয়া
দাবী করে।”

[৩] এই শুনিয়া রাইজ্যপাল যীশুক পুছিলেক, “তুই কী যিহূদীলার
রাজা ?” যীশু কইলেক, “তুই তো নিজেই কবার ধরচিস।”

২২:৬৯ *বাছাই করা মানষিটা* — গ্রীক ভাষাত “মানষির বেটা”, অর্থাত “মুই যে বাছাই করা মানষিটা”। যীশু এই নাকান নিজক পরিচয় দিলেক।
২২:৭০ যিহূদী মানষিলা মনে করে, ভগবান একজন, অইন্য কাঙো আর ভগবান নাই। যদি কাঙো নিজক ভগবান কয় তাইলে যিহূদী মানষিলা মনে করে যে ভগবানক অপমান করা হইচে। **২৩:১** ঐ সমায় রোমীয় নিয়ম অনুসারে যিহূদীলার নেতালা মরনের দণ্ড দিবার পাইলেক না।

৪ স্যেলা রাইজ্যপাল পীলাত পরধান বামনলার আর ভিড়ের
মানষিলার ভিতি দেখিয়া কইলেক, "মুই তো এই মানষিটার
কোন দোষ খুজিয়া দেখির পালুং না।"
৫ উমরালা রাইজ্যপালের কতা শুনিয়া জোর করি কবার
নাগিলেক, "এই মানষিটায় তামান যিহূদীয়া প্রদেশের, গালীল
থাকি শুরু করিয়া যিরূশালেম পর্যন্ত শিক্ষা দিয়া সরকারের বিরুদ্ধে
মানষিক ক্ষ্যেপেয়া তুলিচে। এলা এটেকোনা আইসচে।"
৬ এই কতা শুনিয়া পীলাত জানির চাইলেক, যীশু গালীল প্রদেশের
মানষি কি না? ৭ পিলাত জানির পাইলেক রাজা হেরোদের
অধীনত যে অঞ্চল আছে, যীশু ওটেকার মানষি। ঐ সমায় হেরোদ
যিরূশালেমত আছিলেক। এইবাদে পীলাত যীশুক হেরোদেরটে
প্যেঠ্যেয়া দিলেক। ৮ রাজা হেরোদ যীশুক দেখি খুব খুশি হইলেক,
ক্যেনেনা উয়ায় যীশুর সমন্ধে ম্যেলা কতা শুনিচে। এই বাদে উয়ার
ম্যেলা দিন থাকি যীশুক দেখিবার আশায় আছিলেক। যাতে উয়ায়
যীশুরটে হাতে কোন অচানক কাম দেখির পাবে।
৯ রাজা হেরোদ যীশুক ম্যেলা প্রশ্ন পুছিলেক, যীশু কিন্তুক কোন
উত্তর দিলেক না। ১০ ওটেকোনা পণ্ডিত মানষিলা আর পরধান
বামনলা খাড়া হয়া চিকিরিয়া যীশুক দোষ দিবার নাগিলেক।
১১ রাজা হেরোদ আর উয়ার সিপাইলা যীশুক অপমান আরো ঠাট্টা
করিয়া রাজার নাকান কাপড় প্যেন্দেয়া পীলাতের ওটেকোনা
প্যেঠেয়া দিলেক। ১২ ইয়ার আগত পীলাত আর রাজা হেরোদ
সাপে নেউলের নাকান শত্রুমি আছিলেক। কিন্তুক এই দিন থাকি
উমরা দুই জনে সখা হইলেক।
১৩ পীলাত স্যেলা পরধান বামনলাক, নেতালাক আর সাধারন
মানষিলাক এক সাথে ড্যেকেয়া কইলেক, ১৪ "তোমরা এই
মানষিটাক মোর এটেকোনা নিয়া আসিয়া দোষ দিবার ধরচেন,
যে ইয়ায় মানষিলাক সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষ্যেপেয়া তুলিবার

ধরচে। কিন্তুক মুই উয়াক তোমার আগত জেরা করিয়া দেখলুং।
তোমরা যে দোষ দিবার ধরচেন, এইলার কোনোটাও তো উয়ার
দোষ প্রমান হয় নাই, উয়ায় নির্দোষ। [১৫] এমন কি রাজা হেরোদ
উয়ার কোন দোষ না পায়া ফির মোর এটেকোনা প্যেঠেয়া দিচে।
তোমরালা দেখিবার নাগচেন মারি ফেলার মতন উয়ার কোন দোষ
নাই। [১৬] এই বাদে মুই উয়াক খুব চাবুক মারিয়া ছাড়ি দিম।”
[১৭-১৮] *এই কতা শুনিয়া ভিড়ের মানষিলা একসাথে চিকিরিয়া
কবার নাগিলেক, “উয়াক মারি ফেলাও! আর হামার জইন্যে
বারাব্বাক জেল থাকি ছাড়ি দেও।” [১৯] বারাব্বাক যিরূশালেমত
খুন, দেশ দ্রোহীতার কাম করির বাদে জেলত বন্দি করি থোয়া
হয়। [২০] পীলাতের ইচ্ছা আছিলেক যীশুক ছাড়ি দিবার। এই
বাদে মানষিলার সাথত আরো আলোচনা করিলেক। [২১] কিন্তুক
মানষিলা চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “উয়াক ক্রুশত দেও!
ক্রুশ খুটাত টাঙেয়া থোন!”
[২২] তিন বারের বার পীলাত মানষিলাক কইলেক, “ক্যেনে? উয়ায়
কী দোষ করিচে? মরণের দণ্ড দিবার নাকান মুই তো উয়ার কোন
দোষ দেখোং না। এই বাদে মুই উয়াক চাবুক মারিয়া ছাড়ি দিম।”
[২৩-২৪] কিন্তুক মানষিলা চিকিরিয়া দাবি করিতেই থাকিল, উয়াক
খুটিত টাঙেয়া থোন, শ্যেষত পীলাত মানষিলার কতা মানি
নিবার বাধ্য হইলেক। আর মানষিলার জয় হইলেক। [২৫] যাক
খুন আর দ্যেশ দ্রোহিতার বাদে জেলত থোয়া হইচে। উয়াকে
জেল থাকি মুক্তি দেওয়া হইলেক। কিন্তুক যীশুক মানষিলার
ইচ্ছায়, পিলাত উমারলার হাতত তুলি দিলেক। যাতে উমারলার
যা খুশি তাই করির পারে।

২৩:১৭-১৮ কোন কোন গ্রীক পুরান পাণ্ডুলিপিত লূকের ১৭ পদ যোগ করা হইচে, মুক্তি ভোজের দিন প্রতি বছর রাইজ্যপাল পিলাত মানষিক খুশি করির জইন্যে একজনক জেল থাকি ছাড়ি দেয়।

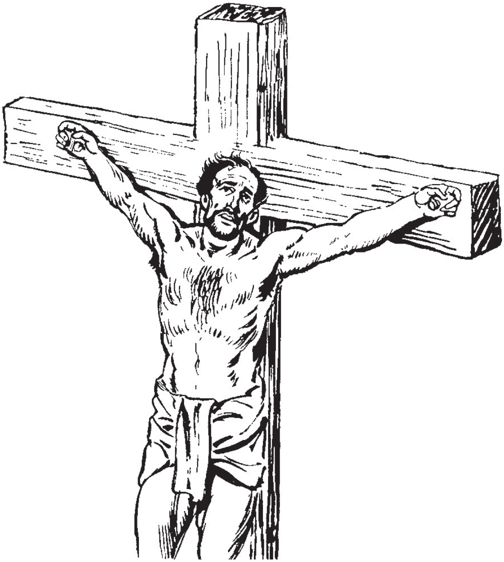

যীশুর ক্রুশত মরন (২৩:৩৩)

যীশুক ক্রুশ খুটাত টাঙাইলেক

(মথি ২৭:৩২-৪৪; মার্ক ১৫:২১-৩২; যোহন ১৯:১৭-২৭)

২৬ সিপাইলা য্যেলা যীশুক নিয়া যাবার ধরচে, স্যেলা শিমন
নামের কুরাণী দ্যেশের একজন মানষি গেরাম থাকি আসির
ধরচে। সিপাইলা উয়াক ঘাড়ত খুটিটা দিয়া যীশুর পাছে পাছে
উবি নিয়া যাবার বাধ্য করিলেক।
২৭ ম্যেলা মানষি যীশুর পাছে পাছে যাবার ধরছিলেক। ম্যেলা
বেটিছাওয়াও আছিলেক, বেটিছাওয়ালা শোকে কপালত হাত
দিয়া হায় ! হায় ! করি কাঁন্দির ধরলেক। ২৮ যীশু উমার ভিতি
ঘুরিয়া কইলেক,

ও মায়ের ঘর ! যিরূশালেমের বেটিলা, তোমরা মোর
বাদে কাঁন্দেন না । তোমরা নিজের বাদে আর তোমার বেটা-
বেটির বাদে কাঁন্দো । [২৯] ক্যেনেনা এমন ভয়ংকর দিন আসির
ধরচে, য্যেলা মানষি কবে, যেইলা বেটি ছাওয়ার কোন দিনও
ছাওয়া-ছোট হয় নাই, যায় এলাও বুকের দুধ খোয়ায় নাই,
এই আটকুরি বেটিছাওয়ালা হইলেক ভাগ্যবতী । [৩০] সেই
সমায় মানষি পর্বতলাক কবে, "হামারলার উপরত আসি
পড়েক !" আর পাহাড়লাক কবে, "হামারলাক ঢাকিয়া
ধরেক !" [৩১] ক্যেনেনা গছ বত্তি থাকতে, মানষি যদি গছক
অত্যাচার করে, তাইলে শুকান হইলে কী না করিবে ?
[৩২] সিপাইলা দুইজন ডাকুক, যীশুর সাথত মরণের দণ্ড দিবার
বাদে নিয়া যাবার ধরচে । [৩৩] মাথার খাপড়া নামের জাগাত
পৌছিয়া ওটেকোনা যীশুক ক্রুশত টাঙাইলেক, একে নগত
দুইজন ডাকুক এক জনাক ডাইন পাকে আরেক জনাক বাও
পাকে ক্রুশত টাঙা হইলেক ।
[৩৪] স্যেলা যীশু কইলেক, "হে মোর স্বর্গের বাপ, ইমরা কী
করির ধরচে, এইটা ইমরা জানে না । এই বাদে ইমারলাক
ক্ষমা করেক !"* আর সিপাইলা নটারি করি যীশুর কাপড়লা

২৩:৩৪ ক্রুশের উপরত যীশুর সাতটা বাণী সাজেয়া নেখা হইলেক । সকাল ৯টা হাতে দুপর পর্যন্ত (১) ক্ষমার বাণীঃ, "হে পিতা ইমারলাক ক্ষমা কর," লূক ২৩:৩৪; (২) "আজিই তুই মোর সাথত শান্তির দ্যেশত যাবু," লূক ২৩:৪৩; (৩) পিরিতের বাণীঃ "হে মাও ঐ দেখ তোমার বেটা-ঐ দেখ তোমার মাও," যোহন ১৯:২৬-২৭; পাছথ, আন্ধার তিন ঘণ্টা দুপর থাকি বিকাল ৩টা পর্যন্ত কোন কতা নেখা নাই । অনুমান ৩টার সমায়, (৪) দুঃখ ভোগের বাণী, "ভগবান মোর, ভগবান মোর, ক্যেনে তুই মোক ত্যাগ করিচিস ।" মার্ক ১৫:৩৪, মথি ২৭:৪৬; (৫) দেহার দুঃখ ভোগের বাণীঃ, "মোর টিস্‌সা নাগিচে," যোহন ১৯:২৮; (৬) সফল হবার বাণীঃ, "শ্যেষ হইলেক," যোহন ১৯:৩০ (৭) আত্মা সঁপে দিবার বাণীঃ, "হে বাপ, মুই তোর হাতত মোর আত্মা সঁপে দিলুং," লূক ২৩:৪৬ ।

নিজের মইদ্ধোত ভাগ করি নিলেক। ৩৫ খাড়া হয়া মানষিলাও
ভিড় করি দেখির ধরচে। আর যিহূদী ধর্মীয় নেতালা যীশুক
টিটকারি করি কবার ধরচে, "উয়ায় তো অইন্য মানষিলাক
বত্তাইচে, যদি উয়ায় ভগবানের বাছাই করা রাজা হয় তাইলে
এলা নিজক বত্তাউক!"
৩৬ আর সৈন্যলাও উয়ার বগলোত আসিয়া টিটকারি করির
নাগিলেক। উমরা যীশুক ট্যাঙা ফলের রস খাবার দিয়া কইলেক,
৩৭ "তুই যদি যিহূদীলার রাজা হইস, তাইলে তুই নিজক বত্তাও
দেখি!" ৩৮ আর যীশুর ক্রুশ খুটার মাথার উপরত একখান সাইন
বোর্ড নটকেয়া থুইলেক। ওটেকোনা নেখা আছিলেক, "এই
মানষিটা যিহূদীলার রাজা।"
৩৯ যীশুর দুইপাকে যে দুইজন ডাকুক ক্রুশত টাঙ্গা হইচে,
উমার মইদ্ধে একজন যীশুক ঠাট্টা করি কবার নাগিলেক, "তুইয়ে
নাকি বাছাই করা রাজা? তাইলে তুই নিজক আর হামাক বত্তাও
দেখি!"
৪০ অইন্য মানষিটা কিন্তুক উয়াক দাবরেয়া কইলেক, "তুই কী
ভগবানক ভয় না খাইস? তুইও তো একে নাকান দণ্ড পাবার
ধরচিস। ৪১ হামরা তো নিজের কর্ম অনুসারে ন্যায্য শাস্তি পাবার
ধরছি। কিন্তুক উয়ায় তো কোন দোষ করে নাই।" ৪২ স্যেলা
আরো কইলেক, "পরভু, তোমার শাসন ব্যবস্থা চালু হয়া মোক
মনে করেন।" ৪৩ যীশু উয়াক কইলেক, "মুই তোক সচাং করি
কবার ধরচুং, আজিই তুই মোর সাথত শান্তির দ্যেশত যাবু।"

পরভু যীশুর মরণ

(মথি ২৭:৪৫-৫৬; মার্ক ১৫:৩৩-৪১; যোহন ১৯:২৮-৩০)

৪৪ অনুমানিক বেলা বারোটা; স্যেলা থাকি বিকাল তিনটা অব্দি
গোটায় দ্যেশটা আন্ধার হয়া রইলেক। ৪৫ বেলার রৌদ দেখা

গেইলেক না, আর যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরের যেই পর্দাখান
দিয়া শুদ্ধি জাগা আর মহাশুদ্ধি জাগা যুদা করে, ঐ পর্দা অচমকায়
ছিড়িয়া দুইফালা হয়া গেইলেক। ৪৬ স্যেলা যীশু জোরে চিকিরিয়া
কইলেক, "হে মোর বাপ, মুই তোর হাতত মোর আত্মা সঁপে
দিলুং।" এই কতা কয়া যীশু শ্যেষ নিঃশ্বাস ছাড়িলেক।
৪৭ এই ঘটনা দেখিয়া রোমের পরধান সেনাপতি ভগবানের
গুনগান করি কইলেক, "সচাংয়ে ইয়ায় নির্দোষ আছিলেক।"
৪৮ ক্রুশের ওটেকোনা যেই মানষিলা ভিড় করিচে, উমরালা
সগায় কপাল চাপেরেয়া শোক করিতে করিতে চলি গেইলেক।
৪৯ কিন্তুক যীশুর আপন মানষিলা, আর যেই বেটিছাওয়ালা গালীল
থাকি আইসচে, উমরালা সগায় দূরত খাড়া হয়া এই ঘটনালা
দেখিলেক।

গুরু যীশুক সমাধিত থুইলেক

(মথি ২৭:৫৭-৬১; মার্ক ১৫:৪২-৪৭; যোহন ১৯:৩৮-৪২)

৫০-৫১ যোষেফ নামে একজন সৎ আরো সাধু মানষি আছিলেক।
উয়ায় আছিলেক যিহূদা প্রদেশের আরিমাথিয়া গেরামের। ঐ
যিহূদী মহাসভাত যে যীশুর বিচার করা হইচে। যোষেফ ঐ
মহাসভার একজন সদস্য। কিন্তুক মহাসভাত যীশুর মরনের
দণ্ডের বিচারের বিষয়ে উয়ায় মানি নিবার পায় নাই। এই
যোষেফ ভগবানের শাসন ব্যবস্থা কোন দিন শুরু হইবে, সেই
আশায় বাঁচে রবার ধরছিলেক। ৫২ যোষেফ রাইজ্যপালেরটে
যায়া যীশুর মরা দেহাটা চাইলেক।
৫৩ তার পাছত দেহাটা ক্রুশ খুটা থাকি নামেয়া নয়া কাপড়
জড়েয়া পাহাড়ের গুহার সমাধিত থুইলেক। এই গুহাটাত
কোন দিন আর কোন মরা থোয়া হয় নাই। ৫৪ এইটা করা
হইচে শুকুরবার বেলা ডোবোং ডোবোং সমায়। এই দিন যিহূদী

মানষিলা জিরানের দিনের বাদে সৌগ কিছু যোগার করে আর
সইন্ধা থাকি জিরানের দিন শুরু হয়।
৫৫ যেই বেটিছাওয়ালা যীশুর সাথত গালীল থাকি আইসচে, উমরা
এলা যোষেফের পাছে পাছে যায়া কোন্ সমাধিত আর কি নাকান করি,
যীশুর মরা দেহাটা থোয়া হয়, এইলা দেখিলেক। ৫৬ ইয়ার পাছত বাড়ি
ফিরি যায়া সুগন্ধি জিনিস আর ত্যেল বানাইলেক। জিরানের দিন শুরু
হয়া শ্রী মোশীর দেওয়া বিধানের অনুসারে উমরা জিরাইলেক।

যীশুর মরণোক জয়

(মথি ২৮:১-১০ মার্ক ১৬:১-৮; যোহন ২০:১-১০)

২৪ দেওবার খুব সাকালে বেটিছাওয়ালা যে সুগন্ধি জিনিস
তৈয়ারি করিচে, ঐলা নিয়া গুহার সমাধিটার ওটেকোনা
গেইলেক। ২ যায়া দেখিলেক, সমাধিটার মুখ থাকি বড় শিলটা কায়বা
সারেয়া থুইচে। ৩ উমরা সমাধির ভিতিরাত সোন্দেয়া দেখিলেক,
ওটেকোনা গুরু যীশুর মরা দেহাটা নাই। ৪ এই দেখিয়া উমরা অবাক
হইচে। স্যেলায় স্যেলায় সাদা ধপ্-ধপা কাপড় পেন্দা দুইজন মানষি
অচমকায় উমার বগলত আসিয়া খাড়া হইলেক। ৫ বেটিছাওয়ালা
ভয় খায়া হাংকুড়া পাড়িয়া মুখ মাটিত নাগাইলেক। মানষি দুইজন
কইলেক, "ক্যেনে তোমরা বত্তা মানষিক, মরা মানষির সমাধিত
চান্দের ধরচেন? ৬ উয়ায় এটেকোনা নাই, উয়ায় মরণক জয় করি
বত্তি উঠিচে! উয়ায় তোমারলাক গালীল প্রদেশত কী কইছে মনে করি
দেখ। ৭ উয়ায় কইছে, বাছাই করা মানষিটাক নিশ্চয় পাপী মানষির
হাতত ধরে দেওয়া হইবে। তার পাছত উয়াক ক্রুশ-খুটাত টাঙে থোয়া
হবে, আর তিন দিনের দিন মরণক জয় করি উয়ায় বত্তি উঠিবে।"
৮ যীশু কী কইছিলেক, সেই কতাটা উমার মনে পড়িলেক।
৯ উমরা সমাধি থাকি ফিরিয়া যায়া এগারো জন শিষ্যক আরো
অইন্য সগাকে এই খবরটা জানাইলেক।

[১০] এই বেটিছাওয়ালার মইদ্ধোত আছিলেক মগ্‌দলীনী মরিয়ম,
যোহোনা ও যাকোবের মাও মরিয়ম। আর নগত অইন্য কয়েক
জন বেটিছাওয়ালা। উমরা যীশুর অধিকার দেওয়া খবরিয়ালাক
এই ঘটনালার কতা জানাইলেক। [১১] কিন্তুক এই বেটিছাওয়ালার
কতা খবরিয়ালা ফাউকশালী মনে করিয়া বিশ্বাস করিলেক না।
[১২] পিতর তাঙো দৌড়িয়া যায়া সমাধিটা ছাপিড়িয়া দেখিলেক,
ওটেকোনা খালি কাপড়লা পড়ি আছে। এই অচানক ঘটনালার
চিন্তা করিতে করিতে বাড়ি ফিরি আসিলেক।

ইম্মায়ূ নামের গেরামত গেইলেক

(মার্ক ১৬:১২, ১৩)

[১৩] সে দিন দেওবার যীশুর দুইজন শিষ্য ইম্মায়ূ নামে একটা
গেরামত যাবার ধরচে। গেরামটা যিরূশালেম থাকি সাত
মাইল দূরত আছিলেক। [১৪] উমরা ঐলা ঘটনার বিষয় একজন
অইন্য জনের সাথত কওয়া-কয়ি করির ধরচে। [১৫] অচমকায়
যীশু আসিয়া উমার সাথত যাবার নাগিলেক। [১৬] কিন্তুক উমরা
চিনির পাইলেক না, ক্যেনেনা ভগবান ঐ সমায় উমাক চিনিবার
শক্তি দেয় নাই। [১৭] যীশু উমাক পুছিলেক, “তোমরা কিসের গল্প
করিতে করিতে যাবার ধরছেন?” উমরা হতাস হয়া খাড়া দিয়া
রইলেক। [১৮] স্যেলা ক্লিয়পা নামের একজন যীশুক কইলেক,
“আরে! কয় দিন আগত যিরূশালেমত কি ঘটনা ঘটিচে, তোমরায়
কি এক মাত্র অজানা মানষি।”

[১৯] যীশু উমাক পুছিলেক, “কি ঘটিচে?” উমরা উত্তর দিলেক,
“নাসারত গেরামের যীশুক নিয়া কয় দিন আগোত যেইলা ঘটনা
ঘটিচে। উয়ায় ভগবানের আর মানষির চখুত শক্তি শালি একজন
ভগবানের খবরিয়া আছিলেক। কাজে-কামাই আর কতার মইদ্ধো
দিয়া উয়ায় ক্ষমতা দেখাইচে। [২০] কিন্তুক হামার পরধান বামনলা

আর ধর্মের নেতালা উয়াক ধরিয়া রোমীয় সরকারের হাতত সঁপে
দিলেক। উমরা বিচার করি উয়াক মরণের দণ্ড দিয়া ক্রুশত
মারি ফেলাইলেক। [২১] হামরা আশা করিচি যে উয়ায় বাছাই
করা রাজা, যায় ইস্রায়েল জাতিক মুক্তি দিবে। আর এই সউগ
ঘটনালা ঘটিবার তিন দিন হয়া গেইচে। [২২-২৩] স্যেলা আরো
কী হইচে? হামার দলের কয়জন বেটিছাওয়া অচানক কতা
শুনাইচে। উমরা খুব সকালে সমাধির ওটেকোনা যায়া দেখে
যীশুর মরা দেহাটা নাই। স্বর্গ দূতলাও উমাক দেখা দিয়া কইছে,
যীশু বত্তি উঠিচে। [২৪] স্যেলা হামার সঙ্গী-সাথীলার মইদ্ধো থাকি
কাঙো কাঙো দৌড়ি সমাধিত যায়া দেখে, বেটিছাওয়ালা যেই
নাকান কইছে, সচাংএ ঐ নাকান। কিন্তুক গুরু যীশুক দেখির
পাইলেক না।"

[২৫] ইয়ার পাছত যীশু কইলেক, "তোমরা কিছুই বুঝেন না।
ভগবানের খবরিয়ালা যেইলা সনাতন শাস্ত্ররত নেখিচে সেইলা
তোমরা বিশ্বাস করেন না। তোমারলার অন্তর পাষান হয়া গেইচে।
[২৬] বাছাই করা রাজাটাক মহিমা পাবার আগত স্যেলা কষ্ট ভোগ
করির নাগবে। এইলার দরকার ছিল।"

[২৭] স্যেলা মোশির আর ভগবানের আগের কালের খবরিয়ালার
গ্রন্থ থাকি আরম্ভ করিয়া গোটায় সনাতন পবিত্র শাস্ত্র নিজের
বিষয় যেইলা নেখা আছে সউগ বুঝিয়া দিলেক।*

[২৮] উমরা যে গেরামত যাবার ধরচে, সেই গেরামটার বগলত আসি
পৌছিলেক, কিন্তুক যীশু আরো দূরত যাবার ভাব দেখাইলেক।

২৪:২৭ ভগবানের বাছাই করা রাজার উদ্ধারের কাম দুঃখ ভোগের মইদ্ধো দিয়া হইবে এইটা হইলেক পুরানা নিয়মের আসল কতা। আদি ৩:১৫; ২২:১৮; ৪৯:১০; গণনা ২৪:১৭; গীত ২১:১,১৮; ১১০:১; যিশা ২৫:৮; ৫২:১৪,৫৩; যির ২৩:৫; দানি ২:২৪,৩৫,৪৪; মীখা ৫:২; সখ ৩:৮; ৯:৯; ১৩:৭; মালা ৩:১।

২৯ উমরা খুব কাউলা-কাউলি করি যীশুক কইলেক, "এলা বেলা
যায়া, সইন্ধা হইচে। তোমরা হামার সাথত হামার বাড়ি চলো।"
আর যীশু উমার বাড়ি গেইলেক।
৩০ যেলা যীশু উমার সাথত খাবার বসিলেক স্যেলা রুটি
নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া, ছিড়িয়া উমাক দিবার ধরলেক।
৩১ অচমকায় উমার চখুর ঝাপসা কাটি যায়া যীশুক চিনি
ফ্যেলাইলেক। কিন্তুক পলকের মইদ্ধে যীশু মিশি গেইলেক।
৩২ স্যেলা উমরা একজন অইন্য জনাক কবার নাগিলেক,
"ঘাটা দিয়া যাবার সমায় যেলা হামার সাথত কতা কইছে,
আর সনাতন শাস্ত্র বুঝি দিচে, স্যেলা হামার অন্তর খুশিতে জ্বলি
উঠিবার ধরছিলেক না!"
৩৩-৩৪ সেই দণ্ডে উমরা যিরূশালেম গেইলেক, আর ওটেকোনা
যায়া দেখির পাইলেক, এগারো জন শিষ্য আর অইন্য
সাথীলা এক সাথে কতা কবার ধরচে যে, "গুরু সচাং
বত্তি উঠিচে। আরো শিমোনক দেখা দিচে।" ৩৫ পাছত
সেই দুইজন শিষ্য ঘাটাত যেইলা ঘটনা ঘটিচে সেইলা
জানাইলেক। রুটি ছিড়িয়া দিবার সমায় ক্যেংকরি চিনির
পাইলেক তামানে কইলেক।

যীশু শিষ্যলাক দেখা দিলেক

(মথি ২৮:১৬-২০; মার্ক ১৬:১৪; যোহন ২০:১৯, ২০; প্যেঠাইয়ার পুস্তক ১:৬-৮)

৩৬ উমরা যেলা এইলা কতা কওয়া-কয়ি করির ধরচে, এমন
সমায় যীশু আসিয়া উমারলার মইদ্ধোত খাড়া হয়া কইলেক,
"তোমারলার শান্তি হউক।" ৩৭ কিন্তুক উমরা ভয়ে চমকি উঠিল,
উমরা মনে করিলেক ভূত দেখির ধরচে।
৩৮ যীশু উমাক কইলেক, "তোমরা ক্যেনে এত অস্থির হবার
ধরছেন। ক্যেনে তোমার মনত সন্দেহ? ৩৯ মোর হাত ঠ্যেং

দেখ, মোক নাড়ি দেখ, ক্যেনেনা ভূতের তো, মোর মতন হাড্ডি
আর মসং নাই।”
[৪০] এই কয়া উমাক ঠ্যেং, হাত দেখাইলেক। [৪১] তাঙো উমরা
এত অচানক হইচে আরো আনন্দও হইচে এই বুলিয়া বিশ্বাস
করির পাইলেক না। স্যেলা যীশু কইলেক, “তোমার এটেকোনা
কি কোন খাবার আছে।” [৪২] উমরা যীশুক এক টুকরা ভাজা মাছ
দিলেক। [৪৩] এই নিয়া উমার মুখের আগত খাইলেক।
[৪৪] তার পাছত উয়ায় উমারলাক কইলেক, “মুই য্যেলা
তোমার সাথত ছিলুং স্যেলা তো মুই কইছুং, মোশির বিধান
আর ভগবানের খবরিয়ালার গ্রন্থত আরো গীতসংহিতাত
যে মোর বিষয়ত নেখা আছে, এইলা সউগ পূরন হইবেই
হইবে।”
[৪৫] স্যেলায় সনাতন শাস্ত্র বুঝির বাদে যীশু উমার বুদ্ধি খুলি
দিলেক। [৪৬] উমাক কইলেক,

এই কতা নেখা আছে যে বাছাই করা রাজাটাক কষ্ট
ভোগ করির নাগবে, আরো তিন দিনের দিন মরনক জয়
করি বত্তি উঠিবে। [৪৭] যিরূশালেম থাকি আরম্ভ করিয়া
সউগ জাতিরটে বাছাই করা রাজাটার অধিকারে এই
ভাল্ খবরটা ঢোলাই দিবার নাগবে যে, “পাপের ঘাটা
হাতে মন ফিরান! ইয়াতে তোমার পাপের ক্ষমা হইবে!”
[৪৮] তোমরালায় এইলার সাক্ষী। [৪৯] হ্যাঁ আরো দেখেন মোর
বাবা যে পবিত্র আত্মা দিবার প্রতিজ্ঞা করিচে, মুই স্বর্গ হাতে
প্যেঠেয়া দিম। কিন্তুক স্বর্গ থাকি যতক্ষন পর্যন্ত শক্তি না
পান তত ক্ষন পর্যন্ত এই গঞ্জত থাকেন।*

২৪:৪৯ উপরত থাকিয়া শক্তিলাভ করিবে এইটায় হইলেক “বাপের প্রতিজ্ঞা”, যিশা ৩২:১৫; ৪৪:৩; যিহি ৩৯:২৯; যোয়েল ২:৮। নয়া নিয়মতও কওয়া হইচে, যোহন ১৪:১৬,১৭; প্যেঠাইয়ার পুস্তক ১:৪-৮; ২:৩৩,৩৮,৩৯।

পরভু স্বর্গত গেইলেক

(মার্ক ১৬:১৯, ২০; প্যেঠাইয়ার পুস্তক ১:৯-১১)

৫০ পাছত যীশু শিষ্যলাক নিয়া বৈথনিয়া পর্যন্ত গেইলেক,
ওটেকোনা উয়ায় হাত তুলিয়া উমারলাক আশুর্বাদ করিলেক।
৫১ আশুর্বাদ করিতে কালে উমারলার হাতে যুদা করিয়া যীশুক
স্বর্গত তুলি নেওয়া হইলেক। ৫২ স্যেলা উমরা উয়াক ভক্তি
করিয়া মহাআনন্দ করিতে করিতে যিরূশালেম ফিরি গেইলেক।
৫৩ আর সউগ সমায় যিহূদী দশংগতি মন্দিরত থাকিয়া ভগবানের
গুনগান করির নাগিলেক।

এই বইয়ের মূল শব্দলা বুঝিবার বাদে দুই-এক কতা

অপদেবতা *(evil spirit, demon)* উপরান্তি দেও, উদাহরণ, টসাশূর, অশূর, মাষান, পেত্তানি।

অব্রাহাম *(Abraham)* পুরানা সমায় যিহূদী মানষি আছিলেক ভগবানের বিশেষ জাতি, আর উমারলার পইলা চৌদ্দগুষ্টির নাম অব্রাহাম। ম্যেলা বছর আগত ভগবান অব্রাহামক নয়া দ্যেশ দিবার চাইচে। অব্রাহাম আর উয়ার বংশ নিজের দ্যেশের মইদ্ধোত ওটেকোনা থাকিবে। ভগবান অব্রাহামক কতা দিচে, সৌগ কতা অব্রাহাম বিশ্বাস করিচে। এই বাদে ভগবান উয়াক আপন করি নিলেক। ভগবান অব্রাহামের নগত চুক্তি করিচে। অব্রাহামের বংশ ভগবানের নিজের মানষিলা হইবে, আর উমারলাক ভগবানের কতা মানির নাগিবে। অব্রাহামের একটা বেটার নাম ইসহাক, আর ইসহাকের একটা বেটার নাম যাকোব। এটে থাকি যিহূদী বংশের শুরু হইলেক। যীশুর আইসার পাছত, ভগবান কোনও একটা জাতিক অইন্য জাতি থাকি বেশী পছন্দ করে নাই। যায় যীশুর উপর বিশ্বাস করে, অব্রাহামের বংশের নাকান করি ভগবান উমারলার আপন করি নিবে।

আমেন *(Amen)* এইটা হইল্লেক ইব্রীয় শব্দ। ইয়ার মানে তাই হউক "সচাং বা ঠিক" (তথাস্তু) দ্বিঃবিঃ ২৭:১৫-২৬; গীত ৪১:১৩; রোমীয় ১:২৫। ।

ইস্রায়েল *(Israel)* মহাপুরুষ অব্রহামের নাতি যাকোবের আরেক নাম আছিলেক, ইস্রায়েল। এই বাদে অব্রাহামের বংশক "ইস্রায়েল" জাতি কওয়া হয়। পাছত ইস্রায়েল জাতির নাম পাল্টি হইলেক "যিহূদী"।

ক্রুশ-খুটা *(cross)* রোমের শাসন সৌগ চায়া বেয়া ডাকুলাক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া মারি ফেলার নিময় আছিলেক। ক্রুশ এই নাকান করি বানাইলেক, লম্বা শল্-শলা একটা খুটা, মাঝত খাটো একটা খুটা। যাক ক্রুশ-খুটাত টাঙে থওয়া হয় উমরা খুব দুঃখ-কষ্ট আর জ্বালা যন্তনা ভুগি মরি যায়। উমারলার সমাজত ক্রুশ খুটাত পরান দেওয়া খুব শরমের ব্যেপার।

চুক্তি *(covenant)* ভগবান মানষির সাথত চুক্তি করিচে। মোশির নগত যে চুক্তি হইচে সেইটা পশুর অক্ত দিয়া। দেখ, যাত্রা বই ২৪:৭-১১। কিন্তুক পাছত পশুর অক্তের বদলে যীশু নিজেই অক্ত দিয়া চুক্তি করিচে। এই বাদে এলা পশুর অক্তের দরকার নাই। দেখ, ইব্রীয় ৯: ১৮-২৪। আরো দেখ, লূক ২২:২০।

চুমা *(kiss)* ইস্রায়েলী জাতির সংস্কৃতিত অইন্য মানষিক চুমা দিবে, চুমা নিবে। এইটা প্রেমি, প্রেমিকার চিন্। আদি পুস্তক ২৯:১১-১৩।

(যিহূদী পবিত্র) জিরানের দিন *(Sabbath)* এই দিনের সমন্ধে মোশির আইন কানুনত নেখা আছে। যিহূদী পবিত্র জিরানের দিন হইলেক শুকুরবার সইন্ধা বেলা থাকি শুনিবার বেলা-ডুবা পর্যন্ত। এই জিরানের দিন হাপ্তায় হাপ্তায় হয়। ঐ দিন যিহূদীলা কোনও কিছু কাম করে না। যীশু যেলা জিরানের দিন রুগীলাক ভাল্ করিলেক, স্যেলা ফরীশীলা বেয়া পাইলেক ক্যেনেনা

উমরা বেশী চিন্তা করিলেক আইন। মানষির বত্তেবার চিন্তা খানিকও করিলেক না। দেখ, লূক ৬:১-১১; মার্ক ২:২৩-৩:৬।

দর্শন *(vision)* ম্যেলা দর্শন বাইবেলত নেখা হইচে, কিন্তুক দর্শন আর স্বপন আলদা। আদিপুস্তক ৪৬:২; ইয়োব ৩৩:১৫; দানিয়েল৭:১,২; প্যেঠাইয়ার বই ১৬:৯। স্বপন নিন্দের সমায় দেখা যায় কিন্তুক দর্শন নিন ছাড়া জাগনা অবস্থায় দেখা যায়। ১ম শমূয়েল ৩:৩-১৫; গীতসংহিতা ৮৯:১৯; দানিয়েল ২:১৯ ৮:১-২৬। স্বপন সৌগ মানষি দেখে, কিন্তুক দর্শন ভগবানের বাছাই করা মানষি দেখে। আদিপুস্তক ১৫:১; ২ শমূয়েল ৭:১৭; নহূম ১:১।

(যিহূদীলার/যিরূশালেমের) দশংগতি মন্দির *(Temple)* যিহূদীলার ম্যেলা মন্দির নাই। উমার একনায় মন্দির আছিলেক। যিরূশালেমত মানে উমারলার দ্যেশের মূল গঞ্জ। উমরা ভগবানের মন্দিরের ওটেকোনা পশু অইন্য জিনিস আনিয়া বলি দিলেক। এই দুনিয়াত ঐ মন্দিরটা ভগবানের মূল আর শুদ্ধি জাগা আছিলেক। মন্দিরের ভিতিরাত মানষির বাদে শুদ্ধি জাগা আর মহা শুদ্ধির জাগা একটা পর্দা দিয়া যুদা করি থওয়া হইলেক, দেখ, যাত্রা বই ২৬ ৩১-৩৩। যীশুর মরণের মইদ্ধো দিয়া মহা শুদ্ধির জাগাত সোন্দের অধিকার মানষিক দেওয়া হইলেক। দেখ ইব্রীয় বই ১০:১৯-২৯। এই বাদে যীশু য্যেলা মরিলেক ভগবান ঐ পর্দা উপর থাকি নিচা পর্যন্ত ছিড়িয়া দিলেক। যে কাঙো যীশুক বিশ্বাস করে, স্যেলা ভগবান উয়াক শুদ্ধি করিয়া অব্রাহামের নাকান করি আপন করিয়া নেয়।

(মহারাজা) দায়ূদ *(King David)* দায়ূদ ইস্রায়েলের সৌগ চায়া মহান রাজা। উয়ায় ভগবানক খুব পিরিত করিয়া বাইবেলের ম্যেলা গুনগান নেখিচে। যীশুর আইসার ম্যেলা দিন আগত

ভগবানের খবরিয়ালা ভবিষ্যৎ বাণী দিচে যে দায়ূদের বংশ থাকি ভগবানের বাছাই করা রাজার জন্ম হইবে। যীশু আছিলেক এই দায়ূদের মহান বংশধর, বাছাই করা রাজাটা।

(জল দিয়া) দীক্ষা *(baptism with water)* যায় যায় পাপ থাকি মন ফিরাইলেক, উমারলাক ভগবানের খবরিয়া যোহন নদীর জলত ডোবেয়া টপকরি তুলিয়া দীক্ষা দিলেক। এই অনুষ্ঠানের মানে, মরা পাপী জীবনটা ধুইয়া মানষিটা শুদ্ধি হয়া নয়া জীবন পাইলেক। গ্রীক ভাষাত এই অনুষ্ঠানের নাম "বাপ্তিস্ম"।

দীনার *(Dinar)* দীনার, হইলেক একটা কামলার এক দিনের মজুরী বা হাজিরার টাকা। এইটা পুরানা গ্রীক ভাষার একটা শব্দ হইলেক।

ফরীশী ধর্মগুরু *(Pharisee)* যীশুর জীবন কালে যিহূদী ধর্মগুরুর মইদ্ধোত ফরীশী নামের একটা গুরুত্ব পূর্ণ দল আছিলেক। উমরা মোশীর সৌগ আইন কানুন ভাল্ করি জানিলেক আর মানিলেক। পুরানি দিনের ধর্ম গুরুলা যা যা নিয়ম বানাইচ, ঐলা সৌগ মানিয়া উমরা নিজক সাধু মনে করিয়া গর্ব করিলেক। ম্যেলা ফরীশীলার অন্তর বেয়া চিন্তা আছিলেক, এই বাদে যীশু উমারলাক দোষ দিলেক।

বাছাই করা মানষি *(the Son of man, the chosen human)* যীশু নিজক কইছে "মানষির বেটা", ক্যেনেনা যিহূদী মানষিলা একটা বিশেষ মানষির বাদে বাচ্ছেবার ধরিলেক। ভগবানের খবরিয়া দানিয়েল এই মানষির সমন্ধে কইছে, দেখো দানিয়েল ৭:১৩-১৪। এই বিশেষ মানষিটা হইলেক ভগবানের "বাছাই করা", উয়ায় যীশু। আরো দেখো, যোহন ৫:২৭; ৬:২৭; প্যেঠাইয়ার পুস্তক ৭:৫৬।

বাছাই করা রাজা *(the chosen king, the Messiah, the Christ)* ইস্রায়েলের মানষিলা, যাক কয় "যিহূদী", উমরা রোমের

শাসন বেয়া পাইচে। উমরা আশা করির নাগিলেক যে ভগবানের পুরানা শাস্ত্রের নেখার নাকান, ভগবান একটা বাছাই করা রাজা প্যেঠাইবে। উয়ায় হবে মুক্তিদাতা। যিহূদীলার ভাষায় বাছাই করা রাজা হইচে, "মশীহ" আর গ্রীক ভাষাত এইটা হইলেক "খ্রীষ্ট"। ঐ শব্দ থাকি "খ্রীষ্টিয়" নাম আইসচে।

ভগবানের খবরিয়া *(prophet)* ভগবান নিজের খবরিয়া হিসাবে যাক যাক প্যেঠাইচে, উমরা ভগবানের কতা মানষিক জানায়। যীশুর আইসার আগত ভগবান ম্যেলা খবরিয়াক প্যেঠাইলেক, যেই নাকান যিশাইয় আর মোশী। ইমরা যীশুর সমন্ধে ম্যেলা ভবিষ্যত বাণী দিলেক।

ভগবানের শাসন ব্যবস্থা *(kingdom of God, or reign of God)* ভগবান এই দুনিয়ার সিজ্জন দাতা আর মূল রাজা। কিন্তুক উয়াক না মানিয়া মানষিলা পাপের ঘাটা চলি যায়। যিহূদী শাস্ত্রত ভগবান নিজের উদ্দেশ্য জানাইলেক যে, পাপী মানষিলাক মুক্তি দিবার বাদে এক দিন উয়ায় রাজা হিসাবে গোটায় দুনিয়াত ভাল্ শাসন করিবে। আর পরভু যীশু ভগবানের শাসন দুনিয়াত আনিচে। যায় যায় যীশুক মানি নেয় উমরা ভগবানের শাসন মানি নেয়, উমরায় ভগবানের রাইজ্যত সোন্দে গেইচে।

মরিয়ম *(Mary)* নয়া নিয়মত মরিয়ম নামে ছয়জন বেটিছাওয়া আছে: যীশুর নিজের মাও মরিয়ম; ক্লোপাসের বউ মরিয়ম; মার্থার বইনি মরিয়ম; মগদলীনী মরিয়ম; যোষেফ আর ছোট যাকোবের মাও মরিয়ম; আর যোহন-মার্কের মাও মরিয়ম।

মোশির বিধান *(the law of Moses)* মোশি যে বিধান দিলেক, সেটা ভগবানের দেওয়া বিধান। দেখ, যাত্রা ১৯ অধ্যায়; গীত ১০৩:৭।

যীশুর অধিকার দেওয়া খবরিয়া *(Apostle)* যুনানী ভাষাত "এপোষ্টোলোস" যার মানে হইলেক প্যেঠাইয়া, হিন্দীত কয় প্রেরিত। যীশু উয়ার বাছাই করা বারোজন শিষ্যক ভাল্ করি যাচাই করিয়া খবরিয়া উপাধি দিলেক। আর উমাক পরচার করির বাদে প্যেঠাইলেক। (মার্ক ৩:১৩-১৫; লূক ৬:১৩) যীশুর বারোজন খবরিয়াক প্যেঠেবার উদ্দেশ্য কী আছিলেক? যাতে করি গোটায় দুনিয়াত ভাল্ খবর পৌছায়, মথি ২৮:১৯-২০; লূক ২৪:৪৭।

সদ্দূকী ধর্মগুরু *(Sadducee religious leaders)* সদ্দূকী দলের ধর্মগুরু বিশ্বাস করিলেক যে ভগবান মরি যাওয়া মানষিক বত্তি তুলে না। এইটা হইলেক উমারলার ভুল। (দেখ, লূক ২০:২৭-৪০; মার্ক ১২:১৮-২৭)

সমাধি *(grave)* যিহূদী সংস্কৃতিত পাহাড়ের খাল বা গুহাত মরা মানষিক থওয়া হয়। এইটার নাম হইলেক সমাধি।

স্বর্গ দূত *(angel)* স্বর্গীয় আর আত্মিক রাইজ্যের খবরিয়া, ইমরা ভগবানের চাকর আরো খবর উবাইয়া। ইমরা ভগবানের সৌগ সমায় সেবা উপাসনা করিয়া আনন্দ গান করে। মানষিক সিজ্জন করার আগত স্বর্গ দূতলাক সিজ্জন করিলেক। গীত সংহিতা ১০৩:২০; ১৪৮:২; যিশাইয় ৬:২-৩; দানিয়েল ৭:১০; লূক ১২:৮-৯; ১৫:১০; কল ১:১৬; ইব্রীয় ১২:২২; প্রকা ৪:৮; ৫:১১-১২; ৭:১১।